Contents

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৭তম বর্ষ ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা
জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী ২০১৪

Contents

মাসিক
আত-তাহরীক

১৭তম বর্ষ : ৪র্থ-৫ম সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২
✡ **প্রবন্ধ :**
♦ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত *(২য় কিস্তি)* ০৩
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
♦ বিদ'আত ও তার পরিণতি *(৪র্থ কিস্তি)* ০৯
-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
♦ জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ : একটি পর্যালোচনা ১৬
-কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী
♦ আধুনিক বিজ্ঞানে ইসলামের ভূমিকা ২১
-ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর
♦ মানবাধিকার ও ইসলাম *(১৩তম কিস্তি)* ২৫
-শামসুল আলম
✡ **সাক্ষাৎকার :** ৩১
শায়খ হাদিয়ুর রহমান বিন জামীলুর রহমান
✡ **নবীনদের পাতা :** ৩৪
বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতা নেলসন ম্যাণ্ডেলা
-ইহ্সান ইলাহী যহীর
✡ **হাদীছের গল্প :** ৩৭
আক্বাবার বায়'আত
✡ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** ৩৮
বাদশাহর বিচার
✡ **কবিতা :** ৩৯
♦ আল্লাহ মহান ♦ হক্ব ও বাতিল
♦ তাবলীগী ইজতেমার দাওয়াত
✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪০
✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১
✡ **মুসলিম জাহান** ৪৩
✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩
✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৪
✡ **পাঠকের মতামত** ৪৮
✡ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

সম্পাদকীয়

আমরাও আল্লাহকে বলে দেব

জনগণের বেতনভুক আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকারী দলের সন্ত্রাসীরা মিলে প্রতিদিন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করছে। আর তাকে 'ক্রসফায়ারে সন্ত্রাসী নিহত' বলে তারা হরহামেশা মিথ্যাচার করছে। গভীর রাত্রিতে গাড়িবহর নিয়ে আসামী ধরার নামে ঘুমন্ত গ্রামবাসীর উপর শত শত রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করে মারধর, লুটপাট ও বাড়ি ভাঙ্গার মত ন্যাক্কারজনক কাজ করে বলা হচ্ছে 'আত্মরক্ষার স্বার্থে করা হয়েছে'। অতঃপর ত্রিশ/চল্লিশটা মিথ্যা মামলা দিয়ে বিশ/পঞ্চাশ হাযার মানুষকে অজ্ঞাত আসামী করে চালানো হচ্ছে গ্রেফতার বাণিজ্য। ওদিকে বিরোধী দলের সন্ত্রাসীরা পাল্টা হামলা চালিয়ে নিরপরাধ জনগণকে হত্যা করছে। আর প্রত্যেকে দোষ চাপাচ্ছে অন্যের উপরে। গাছ কেটে রাস্তা বন্ধ করা, পেট্রোলবোমা ছুঁড়ে গাড়ী ও ট্রেন পোড়ানো ও মানুষ হত্যার এক নতুন শয়তানী রীতি চালু হয়েছে। বন বিভাগের হিসাব মতে গত ১০ মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৫০ হাযার বৃক্ষ নিধন করা হয়েছে। যার গড় মূল্য প্রায় ১০০ কোটি টাকা। মানুষ এখন সরকারী ও বিরোধী দলের হাতে যিম্মী। যাকে যে বিরোধী ভাবছে, তাকেই সে গুম, খুন, অপহরণ, মিথ্যা মামলা ইত্যাদিতে ফাঁসিয়ে দিচ্ছে। মানুষ সত্য বলতে ভয় পাচ্ছে। না জানি কখন কার স্বার্থে ঘা লাগে। বিরোধী কণ্ঠ স্তব্ধ করা ও বিরোধী মত-পথের নাগরিকদের নির্মূল করাই যদি কারু লক্ষ্য হয়, তবে তাদের জেনে রাখা ভাল যে, আল্লাহ মানুষকে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করেছেন। সে স্বাধীনভাবে কথা বলবে, হাসবে, কাঁদবে। এতে কারু বাধ সাধার অধিকার নেই। আর আল্লাহ কখনো কোন যালেমকে বরদাশত করেন না। কেবল তওবা করার জন্য কিছুটা অবকাশ দেন মাত্র। অতএব সরকার হৌক আর বিরোধী দল হৌক, সীমা লংঘন করলে আল্লাহ্র গযব থেকে কেউ রেহাই পাবে না। আর আল্লাহ্র শাস্তি অতীব কঠোর, যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

(১) বৃদ্ধ পিতা সারা জীবন সরকারী দলের সমর্থক ও স্থানীয় দায়িত্বশীল। যুবক ছেলে স্রেফ একজন ঘের ব্যবসায়ী। কোন দল করে না। ঘের শুকানোর মওসুম এসে গেছে। তাই সে দিন-রাত সেখানে পাহারা দেয়। বুকভরা আশা কয়েকদিন

পরেই মাছ ধরবে। মাছ বেচে সংসারে হাসি ফুটাবে। হঠাৎ যৌথবাহিনী নামক 'যম বাহিনী'-র গাড়ী। সেখান থেকে নামল কয়েকটি যমদূত। চিনিয়ে দিল একজন। অতঃপর সেখানেই গুলি করে শেষ। দেখলো সবাই প্রকাশ্য দিনমানে। রাতেই টিভিতে ও পরদিন পেপারে এল, বড় মাপের এক সন্ত্রাসী ও আইনশৃংখলা বাহিনীর উপর হামলাকারী দশ-বারোটি মামলার কুখ্যাত আসামী ক্রসফয়ারে নিহত। অথচ আসল ঘটনা হয়ত এটাই যে, সে কিছুই নয়। বরং কারু হিংসার শিকার হয়েছে।

(২) এক উপযেলা থেকে ১৩/১৪ বছর বয়সের একটা বাচ্চাকে ধরে এনে যেলা শহরের কাছাকাছি এক ফিলিং স্টেশনে দাঁড়িয়ে সকলের সামনে পায়ে গুলি করে ছেলেটিকে রক্তাক্ত করে ফেলে রাখল মাটিতে। উপস্থিত লোকজন ছুটে এলে ওসি বাহাদুর অট্টহাসি হেসে বললেন, আরে অমুক দলের কর্মীকে মেরেছি। ভাবখানা এই যে, সরকারী দলের বাইরের কারু এমনকি কচি বাচ্চাদেরও এদেশে বেঁচে থাকার অধিকার নেই।

(৩) মাথায় টুপী দেওয়া নবম শ্রেণী পড়ুয়া তরুণ ছাত্রটি মাদরাসা থেকে পায়ে হেটে বাড়ী যাচ্ছে। মা উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছেন কখন বাচ্চা এসে মা বলে ডাকবে। আর তিনি তার ক্ষুধার্ত সন্তানকে প্রাণভরা স্নেহ দিয়ে ভাত খাওয়াবেন। কয়েক কদম গেলেই বাড়ী। হঠাৎ একটা মাইক্রো এসে হাযির। মাথায় কালো টুপী পরিয়ে চোখমুখ ঢেকে বেঁধে নিয়ে গেল তাকে গাড়ীতে করে। সবাই দেখল এ দৃশ্য। কিন্তু আর খুঁজে পাওয়া গেলনা ছেলেটিকে। সারারাত নির্যাতন করে ভোর রাত সাড়ে চারটার দিকে প্রকাশ্য রাজপথে ৮/১০টা গুলি করে তার কচি দেহটা ঝাঝরা করে দিল যৌথবাহিনী। ইলেকশনের আগে তার পিতাকে না পেয়ে তাদের বাড়ী গুঁড়িয়ে দিয়েছিল সরকারী বুলডোজার দিয়ে। ইলেকশনে ফাঁকা মাঠে জিতে এবার তার নিরীহ-নিরপরাধ একমাত্র সন্তানকে হত্যা করল তারা। পত্রিকা ও টিভিতে যথানিয়মে মিথ্যাচার করা হ'ল যে, বড় এক সন্ত্রাসী ক্রসফায়ারে নিহত। বৃটিশ-পরবর্তী বাংলাদেশে এরূপ অমানবিক ও নিষ্ঠুরতম বর্বরতার কোন নযীর আছে বলে আমাদের জানা নেই।

(৪) হিন্দু-মুসলমান যুগ যুগ ধরে এদেশে বসবাস করছে একত্রে ভাই-ভাইয়ের মত। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের আগে ও পরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা ও তাদের বাড়ী-জমি দখল করে সর্বদা ক্ষমতাসীনরা ও তাদের পেটুয়ারা। আর ঐসব জবরদখলকারীরাই তাদের উপর সুযোগ মত হামলা করে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থেকে। তারা কেউ কেউ হুমকি দিয়ে বলে, 'থাকলে ভোট, গেলে জমি'। অথচ দোষ চাপানো হয় দ্বীনদার মুসলমানদের উপরে। যারা ইসলামের বিধান মতে সংখ্যালঘুদের জান-মাল ও ইযযতকে পবিত্র আমানত মনে করে। এদিকে সরকার তারস্বরে চিৎকার দিয়ে সর্বদা জঙ্গীমুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার শপথ নিচ্ছেন। অর্থাৎ তারা অনৈসলামিক বাংলাদেশ চান। অতএব তাদের কাছে ইসলামপন্থীদের রক্ত হালাল ও ইসলাম বিরোধীদের রক্ত হারাম। এগুলি কি জঙ্গীপনা নয়? এটাই কি সরকারের নিরপেক্ষতার নিদর্শন? জানা উচিৎ যে, এদেশ সবার। আর এটি পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। তাই ইসলামকে সাম্প্রদায়িকতা বলে বিদ্রুপ করার আগে আয়নায় একবার নিজেদের চেহারা দেখুন। পার্শ্ববর্তী ধর্মনিরপেক্ষ ভারত, মিয়ানমার ও চীনের দিকে একবার তাকান। সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতনকারীদের কেউ সাম্প্রদায়িক বলে কেন নিন্দা করেন না? তাই কানাচক্ষু বকধার্মিক না হয়ে চোখ-মুখ খোলা রাখুন। আর ইসলামকে ভালভাবে জানুন। ইসলামে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু সকলের অধিকার সমান। আর এদেশ কোন একটি দলের বা ব্যক্তির মৌরুসী সম্পত্তি নয়। জনগণের দেওয়া ট্যাক্সের পয়সায় সরকার চলে। নিহত ব্যক্তির রাজস্ব দিয়েই হত্যাকারী সরকারী বাহিনীর বন্দুক কেনা হয় ও তাকে বেতন-ভাতা প্রদান করা হয়। অতএব সাবধান হৌন! আল্লাহকে ভয় করুন।

(৫) ক্ষমতাতন্ত্রীদের বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন তিনবছরের বাচ্চাটি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে বলে যাচ্ছে, 'আমি গিয়ে আল্লাহকে সব বলে দেব'। সিরিয়ার ঐ কচি মেয়েটির কাতর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলছি- হে সরকার ও বিরোধী দলীয় ক্ষমতাতন্ত্রীরা! তোমাদের সীমাহীন অত্যাচারের কথা আমরাও আল্লাহকে বলে দেব। হে আল্লাহ! তুমি যালেমদের রুখে দাও ও নিরীহ মানুষকে রক্ষা কর! আমীন!! *(স. স.)*।

Contents

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলা

(২য় কিস্তি)

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ফযীলত :

আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার ফযীলত বহুবিধ। তন্মধ্যে কতিপয় দিক এখানে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানের পরিচায়ক :

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ঈমানের পরিচায়ক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে'।[১]

২. আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রকাশ :

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা আল্লাহ্র আনুগত্য করার বহিঃপ্রকাশ। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ– 'আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে, ভয় করে তাদের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে' *(রা'দ ১৩/২১)*।

৩. আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম :

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ تَقُوْلُ يَا رَبِّ إِنِّىْ قُطِعْتُ يَا رَبِّ إِنِّىْ ظُلِمْتُ يَا رَبِّ إِنِّىْ أُسِىءَ إِلَىَّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ. فَيُجِيْبُهَا رَبُّهَا عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُوْلُ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ. 'রেহেম' (রক্তের বাঁধন) 'রহমানের' অংশ বিশেষ। সে বলবে, 'হে প্রভু! আমি মাযলূম, আমি ছিন্নকৃত। হে প্রভু! আমার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়। হে প্রভু! হে প্রভু! তখন তার প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা জবাব দিবেন, তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, যে ব্যক্তি তোমাকে ছিন্ন করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব এবং যে তোমাকে যুক্ত করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখব'?[২]

৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত প্রতিপালন করা :

নবী করীম (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে স্বীয় উম্মতকে বিভিন্ন বিষয়ে অছিয়ত করেছেন। তন্মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা অন্যতম। সুতরাং আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখা হ'লে তাঁর উপদেশ প্রতিপালন করা হবে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ صلى الله عليه وسلم بِخِصَالٍ مِنَ الْخَيْرِ أَوْصَانِيْ أَنْ لاَّ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِيْ وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُوْنِيْ وَأَوْصَانِيْ بِحُبِّ الْمَسَاكِيْنِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ وَأَوْصَانِيْ أَنْ أَصِلَ رَحِمِيْ وَإِنْ أَدْبَرَتْ...–

আবু যর গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার বন্ধু নবী করীম (ছাঃ) আমাকে কতিপয় উত্তম গুণের ব্যাপারে উপদেশ দেন। তিনি আমাকে উপদেশ দেন যে, আমি যেন আমার চেয়ে উঁচু স্তরের লোকের দিকে লক্ষ্য না করি; বরং আমার চেয়ে নিম্নস্তরের লোকের দিকে তাকাই। তিনি আরো উপদেশ দেন, দরিদ্রদের ভালবাসতে ও তাদের নিকটবর্তী হ'তে। তিনি উপদেশ দেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে, যদিও তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে...'।[৩]

৫. আল্লাহ্র নিকট অন্যতম প্রিয় আমল :

মানুষের কৃত অনেক আমল আল্লাহ্র নিকটে প্রিয় ও পসন্দনীয়। তন্মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা অন্যতম। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ خَثْعَمَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِيْ نَفَرٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَقُلْتُ أَنْتَ الَّذِيْ تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الإِيْمَانُ بِاللهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ صِلَةُ الرَّحِمِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ الأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الأَعْمَالِ أَبْغَضُ إِلَى اللهِ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ قَطِيْعَةُ الرَّحِمِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ الأَمْرُ الْمُنْكَرِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمَعْرُوْفِ–

'খাছ'আম গোত্রের জনৈক লোক হ'তে বর্ণিত সে বলল, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর দরবারে আসলাম। তিনি তখন ছাহাবীদের একটি ক্ষুদ্র দলের সাথে ছিলেন। আমি বললাম, আপনিতো সেই ব্যক্তি যিনি ধারণা করেন যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কোন আমল আল্লাহ্র নিকটে পসন্দনীয়? তিনি বললেন, আল্লাহ্র উপরে ঈমান আনা। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এরপর কি? তিনি বললেন, আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখা। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এরপর কি? তিনি বললেন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কোন আমল আল্লাহ্র নিকটে অপসন্দনীয়? তিনি

১. *বুখারী হা/৬১৩৮।*
২. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৫, সনদ ছহীহ।*
৩. *ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫২৫, সনদ ছহীহ।*

বললেন, আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপন করা। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এরপর কি? তিনি বললেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এরপর কি? তিনি বললেন, গর্হিত কাজের নির্দেশ দেওয়া এবং সৎকাজে নিষেধ করা'।[৪]

৬. বয়স ও রিযিক বৃদ্ধির উপায় :

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে মানুষের বয়স ও জীবিকা বৃদ্ধি পায়। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ 'যে চায় যে, তার জীবিকা প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি পাক, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণ করে'।[৫] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ 'যে তার জীবিকার প্রশস্ততা এবং আয়ু বৃদ্ধি পসন্দ করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম আচরণ করে'।[৬] এখানে বয়স বৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে হায়াতে বরকত লাভ করা। সেই সাথে সুস্বাস্থ্য ও সুস্থ দেহ, শক্তিমত্তা এবং অধিক কাজ করার ক্ষমতা লাভ করা।[৭] কেউ কেউ বলেন, বয়স ও রিযিক বৃদ্ধির তাৎপর্য হচ্ছে যে, আল্লাহ প্রকৃতই বান্দার বয়স ও জীবিকা বাড়িয়ে দেন। এখানে এ প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ নেই যে, বয়স ও রিযিক নির্ধারিত; সুতরাং তা কিভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে? কেননা হায়াত ও রিযক দু'ধরনের। যথা- ১. সাধারণ, যা কেবল আল্লাহ জানেন। এটা অপরিবর্তিত। ২. লিপিবদ্ধ, যা তিনি ফেরেশতাদের মাধ্যমে লিখিয়েছেন ও তাদের অবহিত করেছেন; বিভিন্ন কারণ ও ঘটনার প্রেক্ষিতে এটা হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।[৮]

৭. আত্মীয়দের মাঝে পারস্পরিক মুহাব্বত বৃদ্ধির মাধ্যম :

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ভালবাসার বন্ধন সুদৃঢ় হয়। হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, مَنِ اتَّقَى رَبَّهُ وَوَصَلَ رَحِمَهُ نُسِيءَ فِيْ أَجَلِهِ وَثُرِيَ مَالُهُ وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ– 'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালককে ভয় করে এবং তার আত্মীয়-স্বজনকে জুড়ে রাখে, তার মৃত্যু পিছিয়ে দেওয়া হয়, তার সম্পদ বৃদ্ধি করা হয় এবং তার পরিবার-পরিজন তাকে ভালবাসে'।[৯] অন্য শব্দে এসেছে এভাবে, مَنِ اتَّقَى رَبَّهُ، وَوَصَلَ رَحِمَهُ، أُنْسِيءَ لَهُ فِيْ عُمُرِهِ وَثُرِيَ مَالُهُ، وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ. 'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালককে ভয় করে, আত্মীয়তার বন্ধন জুড়ে রাখে, তার আয়ু বর্ধিত করা হয়, তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করা হয় এবং তার পরিবার-পরিজন তাকে ভালবাসে।[১০] তিনি আরো বলেন, تَعَلَّمُوْا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِى الأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِى الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِى الأَثَرِ. 'তোমরা তোমাদের বংশপরিচয় শিখে নাও, যা দ্বারা তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। কেননা আত্মীয়তার সম্পর্ক পরিবার-পরিজনের মধ্যে হৃদ্যতা বৃদ্ধি করে, সম্পদ বাড়ায় এবং বয়স বৃদ্ধি করে'।[১১]

৮. পৃথিবীর অধিবাসীদের উন্নয়ন :

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা পৃথিবীবাসীদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে এবং তাদের বয়স বৃদ্ধি করে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) তাকে বলেছেন, إِنَّهُ مَنْ أُعْطِىَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِىَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ وَيَزِيْدَانِ فِى الأَعْمَارِ. 'যাকে নম্রতা দান করা হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের বহু কল্যাণ দেওয়া হয়েছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, উত্তম চরিত্র ও সৎ প্রতিবেশী দুনিয়ার অধিবাসীদের উন্নয়ন ঘটায় এবং বয়স বৃদ্ধি করে'।[১২]

৯. দ্রুত ছওয়াব লাভের উপায় :

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখলে অবিলম্বে ছওয়াব বা প্রতিদান লাভ করা যায়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ شَيْءٌ أُطِيعُ اللهَ فِيهِ أَعْجَلَ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْجَلَ عِقَابًا مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ– 'আল্লাহ্র আনুগত্যে সম্পন্ন এমন কোন কাজ নেই, যার মাধ্যমে দ্রুত ছওয়াব লাভ করা যায় আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ব্যতীত। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ও বিদ্রোহ করা ব্যতীত কোন কাজে দ্রুত শাস্তি আপতিত হয় না'।[১৩]

১০. আত্মীয়তার সম্পর্ক ক্বিয়ামতের দিন সাক্ষী দিবে :

যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে ক্বিয়ামতের দিন অপরাপর আত্মীয়-স্বজন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَكُلُّ رَحِمٍ آتِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامَ صَاحِبِهَا تَشْهَدُ لَهُ بِصِلَةٍ إِنْ كَانَ وَصَلَهَا وَعَلَيْهِ بِقَطِيْعَةٍ إِنْ كَانَ قَطَعَهَا– 'রক্তের বন্ধন ক্বিয়ামতের দিন তার সংশ্লিষ্টজনের সম্মুখে এসে দাঁড়াবে এবং যদি সে তাকে দুনিয়ায় যুক্ত রেখে থাকে, তবে সে তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে, যদি সে তাকে দুনিয়ায় ছিন্ন করে থাকে, তবে সে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে'।[১৪]

---

৪. ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫২২, সনদ ছহীহ।
৫. বুখারী হা/২০৬৭, ৫৯৮৫; মুসলিম হা/২৫৫৭।
৬. বুখারী হা/৫৯৮৬; মুসলিম হা/২৫৫৭।
৭. কাতী'আতুর রাহিমু, ১/৯ পৃঃ।
৮. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমু' ফাতাওয়া, ৮/৫১৭, ৫৪০।
৯. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৮, সনদ হাসান।
১০. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯, সনদ হাসান।
১১. তিরমিযী হা/১৯৭৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৬; মিশকাত হা/৪৯৩৪।
১২. মুসনাদ আহমাদ; সিলিসিলা ছহীহাহ হা/৫১৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫২৪।
১৩. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ১০/৬২; ছহীহুল জামে' হা/৫৩৯১; ছহীহাহ হা/৯৭৮।
১৪. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৭।

১১. জান্নাতে প্রবেশের উত্তম মাধ্যম :

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে জান্নাতে প্রবেশ করা সহজ হয়। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, বারা ইবনু আযীব (রাঃ) বলেন, একদা জনৈক বেদুঈন নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে এসে আরয করল, হে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)!

عَلِّمْنِىْ عَمَلاً يُدْخِلُنِىْ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ أَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوَلَيْسَتَا بِوَاحِدَةٍ قَالَ لاَ إِنَّ عِتْقَ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا وَفَكَّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِيْنَ فِىْ عِتْقِهَا وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوْفُ وَالْفَىْءُ عَلَى ذِى الرَّحِمِ الظَّالِمِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ وَاسْقِ الظَّمْآنَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلاَّ مِنَ الْخَيْرِ.

অর্থাৎ আমাকে এমন একটি আমল শিক্ষা দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তোমার কথা যদি এই পর্যন্তই হয়ে থাকে, তবে একটা প্রশ্নের মতো প্রশ্নই তুমি করেছ। গোলাম আযাদ কর এবং গর্দান মুক্ত কর'। সে ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! দু'টা একই বস্তু নয় কি? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, না, গোলাম আযাদ করা তো কোন গোলামকে আযাদ করাই এবং গর্দান মুক্ত করা মানে আত্মীয়-স্বজনের মুক্তির জন্য সাহায্য করা এবং প্রিয় বস্তু (অর্থ-সম্পদ) দান করা। যদি তা না পার, তবে ক্ষুধার্তকে খাদ্য খাওয়াবে, পিপাসার্তকে পানি পান করাবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে। যদি তাতেও সমর্থ না হও, তবে কল্যাণকর কথা ব্যতীত তোমার মুখ বন্ধ রাখবে'।[১৫]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الأَرْحَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ– 'হে লোক সকল! পরস্পর সালাম বিনিময় কর, অন্যকে খাদ্য খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ, রাতে ছালাত আদায় কর মানুষ যখন ঘুমন্ত থাকে, নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ কর'।[১৬]

আত্মীয়তার সম্পর্ক বৃদ্ধির কতিপয় উপায় :

আত্মীয়তার সম্পর্ককে সুদৃঢ় ও মযবূত করা এবং তা অক্ষুণ্ন ও অবিচল রাখার জন্য কিছু কাজ সম্পন্ন করা যরূরী। নিম্নে সেসব উল্লেখ করা হ'ল।-

১. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া :

কোন জিনিসের ফলাফল ও শুভ পরিণতি অবগত হ'লে সে কাজ সম্পাদনে মানুষ উৎসাহী ও আগ্রহী হয় এবং তা সম্পাদনে সচেষ্ট ও যথাসাধ্য তৎপর হয়। তাই আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত অবগত হওয়া আবশ্যক।

২. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণতি জানা :

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পাপ ও পরিণতি অবগত হ'লে মানুষ এসব থেকে সাবধান হবে। তাছাড়া এ কারণে যে পার্থিব অনিষ্ট রয়েছে তা জানলে এ বন্ধন সংরক্ষণে সচেষ্ট হবে।

৩. আল্লাহ্র নিকটে সাহায্য প্রার্থনা :

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা নেকীর কাজ। তাই এ কাজ করার জন্য আল্লাহ্র কাছে তাওফীক কামনা করতে হবে। পক্ষান্তরে এ সম্পর্ক ছিন্ন করা পাপ। তাই এ পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্যও আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতে হবে।

৪. আত্মীয়-স্বজনের দুর্ব্যবহার সুন্দরভাবে মোকাবিলা করা :

জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মাঝে মুহাব্বত বজায় রাখা, তাদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা এবং অসদাচরণেও ধৈর্য ধারণ করা ও তা সুন্দরভাবে মোকাবিলা করা। যেমন হাদীছে এসেছে, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি কিন্তু তারা আমার সাথে অসদাচরণ করে। তারা আমার সাথে গোয়ার্তুমি করে। আমি সহ্য করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যদি তোমার বক্তব্য ঠিক হয়, তবে তো তুমি যেন তাদের মুখে উত্তপ্ত ছাই পুরে দিচ্ছ। তোমার কারণে তাদের দুর্ভোগ আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এরূপ করতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে একজন সাহায্যকারী তাদের মুকাবিলায় তোমার সাথে থাকবেন'।[১৭]

৫. ভুলের পর তাদের পেশকৃত কৈফিয়ত গ্রহণ করা :

আত্মীয়-স্বজন ভুল করার পর কৈফিয়ত পেশ করলে তাদের সে কৈফিয়ত গ্রহণ করা এবং তাদের ক্ষমা করে দেওয়া। যেমন ইউসুফ (আঃ) স্বীয় ভাইদের পেশকৃত কৈফিয়ত গ্রহণ করেন এবং তাদের ক্ষমা করে দেন *(ইউসুফ ১২/৯১-৯২)*।

৬. তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া :

মানুষ মাত্রই ভুল করে, অপরাধ করে। সুতরাং আত্মীয়-স্বজনের কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া উদার চিত্ত ও ভদ্র-শালীন মানুষের পরিচয়। তাদের এ অপরাধ ভুলে যাওয়া এবং পরবর্তীতে কখনো এসব তাদের সামনে উচ্চারণ না করা। এতে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে।

৭. তাদের সাথে বিনয়ী ও নম্র আচরণ করা :

১৫. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৮; মিশকাত হা/৩৩৮৪, সনদ ছহীহ।
১৬. ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭৪; মিশকাত হা/১৯০৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৬৯।
১৭. মুসলিম হা/২৫৫৮; মিশকাত হা/৪৯২৪; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫২।

আত্মীয়দের সাথে নম্র-ভদ্র আচরণ করলে সম্পর্ক মযবূত হয়। সম্পর্কের সেতুবন্ধন অক্ষুণ্ন থাকে। আত্মীয়-স্বজন আরো নিকটতর হয়। তাই আত্মীয়দের ভুল-ত্রুটি আমলে না নিয়ে তা উপেক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে।

৮. তাদের ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করা :

মানুষের ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করা মহত্ত্বের পরিচয়। বিশাল হৃদয়ের মানুষের পক্ষেই এটা সম্ভব। এর মাধ্যমে হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়, বৈরিতা দূরীভূত হয়।

৯. তাদের জন্য সাধ্যমত ব্যয় করা :

আত্মীয়দের জন্য সাধ্যমত ব্যয় করা। কেননা তাদের জন্য দান করলে অধিক ছওয়াব পাওয়া যায় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা হয়। যেমন আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মদীনার আনছারগণের মধ্যে আবূ তালহা (রাঃ) সর্বাধিক খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তার কাছে অধিক প্রিয় ছিল। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার বাগানে প্রবেশ করে এর সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হ'ল, 'তোমরা যা ভালবাস তা হ'তে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না' *(আলে ইমরান ৯২)*। তখন আবু তালহা (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা যা ভালবাস তা হ'তে ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনো পুণ্য লাভ করবে না' *(আলে ইমরান ৯২)*। আর বায়রুহা বাগানটি আমার কাছে অধিক প্রিয়। এটি আল্লাহ্র নামে ছাদাক্বাহ করা হ'ল, আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহ্র নিকট আমার জন্য সঞ্চয়রূপে থাকবে। কাজেই আপনি যাকে দান করা ভাল মনে করেন তাকে দান করুন। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমাকে ধন্যবাদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ, তা শুনলাম। আমি মনে করি, তোমার আপনজনদের মধ্যে তা বণ্টন করে দাও'। আবু তালহা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি তাই করব। অতঃপর তিনি তার আত্মীয়-স্বজন, আপন চাচার বংশধরের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলেন'।[১৮]

অন্য হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রাঃ)-এর স্ত্রী যায়নাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে নারী সমাজ! তোমরা (দান) ছাদাক্বাহ কর যদিও তা তোমাদের গহনাপত্রের মাধ্যমে হয়'। যায়নাব (রাঃ) বলেন, একথা শুনে আমি গিয়ে আমার স্বামী আব্দুল্লাহকে বললাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ছাদাক্বাহ করতে বলেছেন। আর তুমি তো গরীব অভাবী মানুষ, তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর, তোমাকে দান করলে তা দান হিসাবে গণ্য হবে কি-না? তা না হ'লে অপর কাউকে দান করব। রাবী বলেন, আমার স্বামী আব্দুল্লাহ আমাকে বললেন, বরং তুমিই যাও। অতঃপর আমিই গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরজায় আনছার সম্প্রদায়ের অপর এক মহিলাকে একই উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো দেখলাম। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'লেন অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও প্রভাবশালী লোক। অতঃপর বিলাল (রাঃ) বের হয়ে আসলে আমরা তাকে বললাম, আপনি গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলুন, দু'জন মহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তারা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছে- যদি তারা তাদের নিজ স্বামীকে দান করে এবং তাদের ঘরেই প্রতিপালিত ইয়াতীমকে দান করে তাহ'লে কি তা আদায় হবে? আর অনুরোধ হ'ল আমাদের পরিচয় তাঁকে জানাবেন না। রাবী বলেন, অতঃপর বিলাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মহিলাদ্বয় কে কে? তিনি বললেন, একজন আনছার গোত্রের এবং অপরজন যায়নাব? তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ্র স্ত্রী যায়নাব। অতঃপর তাঁকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ. 'তারা উভয়েই তাদের দানের জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে। এক. নিকটাত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহারের জন্য। দুই. ছাদাক্বাহ করার জন্য'।[১৯]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবনু আব্বাসের গোলাম কুরাইব হ'তে বর্ণিত, أَنَّ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رضى الله عنها أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِىْ يَدُوْرُ عَلَيْهَا فِيْهِ قَالَتْ أَشَعَرْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنِّى أَعْتَقْتُ وَلِيْدَتِىْ قَالَ أَوَفَعَلْتِ. قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِيْهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ. অর্থাৎ মায়মূনাহ বিনতে হারিছ (রাঃ) তাকে সংবাদ দেন যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুমতি ব্যতীত তিনি তার বাঁদিকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর তার ঘরে নবী করীম (ছাঃ)-এর অবস্থানের দিন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি কি জানেন না যে, আমি আমার বাঁদি মুক্ত করে দিয়েছি? তিনি বললেন, 'তুমি কি তা করেছ'? মায়মূনাহ (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'শোন! তুমি যদি তোমার মামাদেরকে এটা দান করতে তাহ'লে তোমার জন্য বেশী নেকীর কাজ হ'ত'।[২০] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَهِىَ عَلَى ذِى الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. 'দরিদ্রকে দান করলে কেবল ছাদাক্বার ছওয়াব মেলে। আর আত্মীয়কে দান করলে ছাদাক্বার ছওয়াব ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার ছওয়াব উভয়ই পাওয়া যায়'।[২১]

১৮. বুখারী হা/১৪৬১; মুসলিম হা/৯৯৮; মিশকাত হা/১৯৪৫।

১৯. বুখারী হা/১৪৬৬; মুসলিম হা/১০০০; মিশকাত হা/১৯৩৪।
২০. বুখারী হা/২৫৯২।
২১. তিরমিযী হা/৬৫৮; ইবনু মাজাহ হা/১৮৪৪; মিশকাত হা/১৯৩৯, সনদ ছহীহ।

১০. খোঁটাদান পরিহার ও তাদের নিকট দাবী-দাওয়া থেকে বিরত থাকা :

দান করে খোঁটা দেওয়া পাপ এবং এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ 'খোঁটাদানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[২২] বিধায় আত্মীয়-স্বজনকে দান করে খোঁটা দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। তেমনি তাদের নিকট থেকে কোন কিছু চাওয়া বা তাদের নিকটে কোন কিছু দাবী করা থেকেও বিরত থাকতে হবে।

১১. স্বজনদের অল্প উপঢৌকনেও তুষ্ট থাকা :

উপহার-উপঢৌকন দিলে পারস্পরিক মুহাব্বত বৃদ্ধি পায়। মানুষের সাধ ও সাধ্যের সমন্বয় না ঘটলে, পরস্পরকে উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত বস্তু উপহার প্রদান করতে পারে না। তাই আত্মীয়দের প্রদত্ত উপহারে সন্তুষ্ট হওয়া প্রয়োজন, যদিও তা পরিমাণে কম হয়।

১২. তাদের অবস্থা ও অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখা :

মাঝে-মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর রাখা, বছরে একবার হ'লেও তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা প্রত্যেকের কর্তব্য। সেটা সম্ভব না হ'লে অন্তত টেলিফোন বা মোবাইলে খোঁজ-খবর নেওয়া এবং তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা যরূরী। তাদের সাথে হাসিমুখে কথা বলা এবং যথাসাধ্য সুসম্পর্ক বজায় রাখা। তাদের অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় করা। এছাড়া তাদের মর্যাদা ও স্তর অনুযায়ী যথোপযুক্ত সম্মান করা। এতে করে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট থাকবে এবং পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

১৩. তাদের কষ্ট না দেওয়া ও তাদের সমস্যা দূর করা :

কোন আত্মীয়কে কখনও কষ্ট না দেওয়া এবং তাদের সমস্যাবলী যথাসাধ্য দূর করার চেষ্টা করা। আত্মীয়-স্বজন যখন জানবে যে, অমুক ব্যক্তি আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, সে কাউকে কষ্ট দেয় না এবং তাদের অসুবিধা দূর করতে সচেষ্ট ও তাদের সমস্যায় সহযোগিতা করে, তখন তার সাথে সকলে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে; তার প্রতিও সকলে সহমর্মী ও সহযোগী হবে।

১৪. তাদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করা থেকে বিরত থাকা :

আত্মীয়-স্বজন বাড়ীতে আসলে আনন্দিত হওয়া এবং তাদের সমাদর করা। কখনও কোন কাজে ত্রুটি হ'লে তাদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কার না করা। শালীন ব্যক্তি মাত্রই মানুষের যথোপযুক্ত হক প্রদান করে থাকেন। তিনি নিজের হকের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না; অপরে তার অধিকার আদায় করুক বা না করুক সেদিকেও লক্ষ্য রাখেন না; বরং অপরের হক আদায়ে তৎপর থাকেন। তেমনি কোন আত্মীয় কারো যথাযথ হক আদায় না করলেও তাকে তিরস্কার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

১৫. আত্মীয়দের সমালোচনা সহ্য করা :

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্যতম গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের সাথে অতি জঘন্য, যন্ত্রণা ও পীড়াদায়ক আচরণ করা হ'লেও তাঁরা সেসব অম্লান বদনে সহ্য করেন এবং তাদের সাথে খারাপ আচরণ করেন না, বরং উত্তম ব্যবহার করেন। সুতরাং আত্মীয়দের সাথেও অনুরূপ আচরণ করতে হবে। কখনও তারা সমালোচনা করলেও তা সহ্য করতে হবে। এতে তারা আরো নিকটতর হবে।

১৬. আত্মীয়দের সাথে হাসি-ঠাট্টায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা :

সমাজের সকল মানুষ সব জিনিস পসন্দ করে না। যেমন অনেকে হাসি-ঠাট্টা পসন্দ করেন না। আত্মীয়দের মাঝেও অনুরূপ মানুষ থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাই তাদের মন মেজায বুঝে হাসি-মশকরা করতে হবে এবং এতেও মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। যাতে এসব তুচ্ছ কারণে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না হয়।

১৭. ঝগড়া-বিবাদের পথ পরিহার করা :

মানুষ হিসাবে পরস্পর মনোমালিন্য সৃষ্টি হ'তে পারে। আর এটা কখনো ঝগড়া-বিবাদে রূপ নেয়। কিন্তু আত্মীয়দের মাঝে যাতে এরূপ না ঘটে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। কেননা এর মাধ্যমে শত্রুতা সৃষ্টি হয়, অন্তরে প্রতিশোধ পরায়ণতা জেগে ওঠে। কাজেই ঝগড়া-বিবাদের পথ সর্বোতভাবে পরিহার করতে হবে।

১৮. পরস্পর উপঢৌকন বিনিময় করা :

উপহার-উপঢৌকন মুহাব্বত বৃদ্ধি করে, খারাপ ধারণা দূরীভূত করে এবং আন্তরিক বিদ্বেষকে প্রতিহত করে। তাই আত্মীয়দের মাঝে পরস্পর হাদিয়া বিনিময় করা আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَهَادُوْا تَحَابُّوْا 'তোমরা পরস্পরকে হাদিয়া দাও, একে অপরের মধ্যে হৃদ্যতা বৃদ্ধি কর'।[২৩]

১৯. আত্মীয়কে চোখের মণি ভাবা :

আত্মীয়-স্বজনকে নিজের দেহের অংশ হিসাবে জ্ঞান করে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চিন্তা মনে না আনা। বরং তাদের সম্মান-মর্যাদাকে নিজের সম্মান এবং তাদের অপমানকে নিজের লাঞ্ছনা মনে করা। আত্মীয়দের প্রতি কারো এরূপ মনোভাব থাকলে এ বন্ধন আরো সুদৃঢ় হবে।

২০. আত্মীয়দের সাথে বৈরিতা অনিষ্ট ও বিপদের কারণ :

আত্মীয়-স্বজনের সাথে শত্রুতা ও বৈরী মনোভাব না থাকা। এতে অকল্যাণ ও বিপদের পথ প্রশস্ত হয়। কেননা মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। নিজের জীবন চলার পথে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা তার প্রয়োজন হয়। এ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আত্মীয়রা সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে। আর আত্মীয়দের সাথে বৈরিতা থাকলে তারা বিপদ-মুছীবতের সময়ও দূরে থাকে।

---

২২. বুখারী হা/৬৬৮৪; মুসলিম হা/২৫৫৬; মিশকাত হা/৪৯২২।

২৩. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪, সনদ হাসান।

ফলে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি আরো অকল্যাণ ও বিপদের সম্মুখীন হয়। এজন্য আত্মীয়দের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

২১. যথাসময়ে আত্মীয়দের স্মরণ করতে আগ্রহী হওয়া :

যথাসময়ে আত্মীয়দের স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে বিবাহ-শাদী, ওয়ালীমা বা এ ধরনের অনুষ্ঠান ও সমাবেশে তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া এবং তাদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ভুলবশত কেউ বাদ পড়ে গেলে তার কাছে গিয়ে কৈফিয়ত পেশ করে, সাধ্যমত তাকে রাযী-খুশি করা। এতে সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি পাবে।

২২. আত্মীয়দের মাঝে বিবাদ মীমাংসায় উৎসাহী হওয়া :

আত্মীয়দের পরস্পরের মাঝে বিবাদ মীমাংসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। কেননা আত্মীয়দের মাঝের ঝগড়া-বিবাদ ও ফিৎনা-ফাসাদ মিটিয়ে না ফেললে এটা বাড়তে থাকে। যা এক সময় অন্যান্য আত্মীয়দের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এই বিবাদের অগ্নি সকলকে জ্বালিয়ে মারে। পক্ষান্তরে বিবাদ মিটিয়ে ফেললে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।

২৩. পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টনে দ্রুততা :

কোন স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মাঝে দ্রুত বণ্টনের ব্যবস্থা করা। সেই সাথে বণ্টনে ন্যায়-ইনছাফ বজায় রাখা, যাতে প্রত্যেক প্রাপক তার যথাযথ অংশ পায়। আর পরিত্যক্ত সম্পদ নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির পূর্বেই এ কাজ সম্পন্ন করা শ্রেয়। এতে আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে সম্পর্ক কালিমামুক্ত ও নিষ্কলুষ হয়।

২৪. যৌথ অনুষ্ঠানে ঐক্যমতের প্রতি আগ্রহী হওয়া :

কোন যৌথ অনুষ্ঠানে সকল ক্ষেত্রে সবার সাথে ঐক্যমত পোষণ করার প্রতি আগ্রহী হওয়া। নিজের মত প্রতিষ্ঠা বা নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অটল থাকার মন-মানসিকতা পরিহার করা। তাদের মধ্যে হৃদ্যতা বৃদ্ধি, পরামর্শ প্রদান, সকলের প্রতি অনুগ্রহ করা এবং সততা ও আমানত রক্ষা করা। আর প্রত্যেকেই নিজের জন্য যা পসন্দ করবে অন্যের জন্যও তাই পসন্দ করবে। তদ্রূপ প্রত্যেককেই নিজের ও অপরের হক সম্পর্কে অবগত হওয়া। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য বিস্তারিত ও খোলামেলা আলোচনা করা। তাদের সাথে ঘনিষ্ট আচরণ করা এবং অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ থেকে সর্বোতভাবে বিরত থাকা। কখনও তাদেরকে উপেক্ষা না করা। কেউ কোন ব্যাপারে একমত না হ'লেও তার সাথে ভাল ব্যবহার করা। এভাবে চলতে পারলে তাদের মধ্যে রহমত অবধারিত হবে, হৃদ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের মধ্যে বরকত নাযিল হবে।

২৫. আত্মীয়তার প্রমাণ সংরক্ষণ :

আত্মীয়তার প্রমাণ সংরক্ষণ দু'ভাবে করা যায়। **(ক)** কাগজে আত্মীয়দের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে সংরক্ষণ করা এবং সকলকে কপি দেওয়া। বংশীয় সম্পর্ক বা আত্মীয়তার সম্পর্ক লিখে বা মুখস্থ করে সংরক্ষণের ব্যাপারে হাদীছে নির্দেশ এসেছে। যেমন জুবায়র ইবনু মুতঈম (রাঃ) বলেন, তিনি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে মিম্বরের উপর ভাষণরত অবস্থায় বলতে শুনেছেন,

تَعَلَّمُوْا أَنْسَابَكُمْ، ثُمَّ صِلُوْا أَرْحَامَكُمْ، وَاللهِ إِنَّهُ لَيَكُوْنُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ أَخِيْهِ الشَّيْءُ، وَلَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنْ دَاخِلَةِ الرَّحِمِ، لَأَوْزَعَهُ ذَلِكَ عَنْ انْتِهَاكِهِ.

অর্থাৎ তোমাদের বংশপঞ্জিকা (নসবনামা) জেনে রাখ এবং (তদনুযায়ী) ঘনিষ্ঠজনদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা কর। আল্লাহ্র কসম! অনেক সময় কোন ব্যক্তি ও তার (বংশানুক্রমিক) ভাইয়ের মধ্যে (অপ্রীতিকর) কিছু একটা ঘটে যায়; যদি সে জানতে পারত যে, তার এবং এর মধ্যে রক্তের বন্ধন বিদ্যমান রয়েছে, তবে তারা তাকে তার ভাইকে অপদস্থ করা হ'তে নিবৃত্ত করত।[২৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

اَحْفَظُوْا أَنْسَابَكُمْ، تَصِلُوْا أَرْحَامَكُمْ؛ فَإِنَّهُ لاَ بُعْدَ بِالرَّحِمِ إِذَا قَرُبَتْ، وَإِنْ كَانَتْ بَعِيْدَةً، وَلاَ قُرْبَ بِهَا إِذَا بَعُدَتْ، وَإِنْ كَانَتْ قَرِيْبَةً، وَكُلُّ رَحِمٍ آتِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامَ صَاحِبِهَا، تَشْهَدُ لَهُ بِصِلَةٍ؛ إِنْ كَانَ وَصَلَهَا، وَعَلَيْهِ بِقَطِيْعَةٍ إِنْ كَانَ قَطَعَهَا.

'বংশপঞ্জিকা সংরক্ষণ কর (এবং তদনুযায়ী) ঘনিষ্ঠজনদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ। কেননা দূরের আত্মীয়ও ঘনিষ্ঠ আচরণ দ্বারা ঘনিষ্ঠতর হয়ে যায় এবং নিকটাত্মীয়ও ঘনিষ্ঠ আচরণের অভাবে দূর হয়ে যায়। রক্তের বন্ধন কিয়ামতের দিন তার সংশ্লিষ্টজনের সম্মুখে এসে দাঁড়াবে এবং যদি সে তাকে দুনিয়ায় যুক্ত রেখে থাকে, তবে সে তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে, যদি সে তাকে দুনিয়ায় ছিন্ন করে থাকে, তবে সে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে'।[২৫]

(খ) আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার সময় সন্তান-সন্ততিকে সঙ্গে নেওয়া। যাতে তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষায় তারা অভ্যস্ত হয় এবং তাদের সাথে পরিচিত হয়।

২৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করাকে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করা :

সর্বোপরি সকল ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও তাঁর রাযী-খুশির উদ্দেশ্যে কাজ করতে হবে, এতে অন্য কাউকে শরীক করা চলবে না। সকল কাজ হবে নেকী ও তাক্বওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা, জাহিলী কোন বিষয়ের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন লক্ষ্য হবে না। তেমনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকে ছওয়াব অর্জন ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করলে এ সম্পর্কে কখনও চিড় ধরবে না।

[চলবে]

---

২৪. আল-আদাবুল মুকরাদ হা/৭২, সনদ ছহীহ।
২৫. আল-আদাবুল মুকরাদ হা/৭৩, সনদ ছহীহ।

বিদ'আত ও তার পরিণতি

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

(৪র্থ কিস্তি)

বিদ'আতের উৎপত্তি

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, 'ইলম ও ইবাদত বিষয়ক সর্বপ্রকার বিদ'আত খুলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতকালের শেষের দিকেই প্রকাশ পায়।[২৬] যেমন এ বিষয়ে সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفاً كَثِيْراً، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ– 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার পরে জীবিত থাকবে সে বহু ধরনের মতানৈক্য দেখতে পাবে। অতএব সে সময় তোমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে আমার সুন্নাত ও আমার সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে চোয়ালের দাঁত দ্বারা মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরা। আর সাবধান! তোমরা (দ্বীনের ব্যাপারে) নতুন কাজ হতে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নতুন কাজই বিদ'আত'।[২৭]

ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদত বরণের পরে যখন মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি হ'ল, ঠিক তখনই সর্বপ্রথম 'হারূরিয়্যাহ' বিদ'আত প্রকাশ লাভ করল। অতঃপর ছাহাবায়ে কেরামের শেষ যামানায় 'কদর' অর্থাৎ তাক্বদীর বলে কিছু নেই এই বিশ্বাসের বিদ'আত প্রকাশ লাভ করে। তার পরপরই 'ইরজা' অর্থাৎ আমল ঈমানের অংশ নয় এই বিশ্বাসের বিদ'আত, 'তাশায়্যু' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে আলী (রাঃ) প্রথম খলীফা হওয়ার যোগ্য অধিকারী এই বিশ্বাসের উপর গঠিত বিদ'আত এবং 'খাওয়ারেজ' অর্থাৎ কাবীরা গুনাহগার কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী বিশ্বাসের বিদ'আত প্রকাশ লাভ করে। অতঃপর তাবেঈনদের শেষ যামানায় ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর মৃত্যুর পরে খোরাসানে হিশাম ইবনে আব্দুল মালেক (রহঃ)-এর খেলাফতকালে জাহমিয়াহদের উৎপত্তি হয়। আর উল্লিখিত বিদ'আতগুলি দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীতে সৃষ্টি হয়। সে সময় ছাহাবায়ে কেরামের অনেকেই জীবিত ছিলেন এবং তাঁরা এ সকল বিদ'আতকে সাধ্যমত দমন করেছিলেন। অতঃপর ইসলামের সোনালী যুগের পরে এসে 'মু'তাযিলা' (যারা নিজেদের জ্ঞান বা বিবেকের মানদণ্ডে শরী'আতকে মানে) বিদ'আতের সৃষ্টি হয়। তারপর 'তাছাউফ' বা 'ছূফীবাদ' তথা কবরপূজারীদের জন্ম হয়। এভাবে যুগের আবর্তনে বিশ্বব্যাপী রকমারী বিদ'আতের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

বিদ'আত সৃষ্টির কারণ

(১) অজ্ঞতা : আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত অহি-র বিধান তথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান না থাকাই সমাজে বিদ'আত সৃষ্টির প্রধান কারণ। সঠিক পথ না চেনার কারণে মানুষ যেমন পথ ভুল করে, তেমনি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের যথার্থ জ্ঞান না থাকার কারণে মানুষ শরী'আত বহির্ভূত কাজকে ইবাদত হিসাবে গ্রহণ করে। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জ্ঞানার্জনকে ফরয বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞানার্জন করা ফরয'।[২৮] আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্বন্ধে ইলমবিহীন কথা বলতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ– 'বল, আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপাচার ও অসঙ্গত বিরোধিতাকে এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্র শরীক করাকে, যার কোন দলীল তিনি অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলাকে, যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই' *(আ'রাফ ৭/৩৩)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً– 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ওদের প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে' *(বানী ইসরাঈল ১৭/৩৬)*।

হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, إِنَّ أَهْلَ الْبِدْعِ أَصَاغِرُ فِي الْعِلْمِ وَلأَجْلِ ذَلِكَ صَارُوْا أَهْلَ الْبِدْعِ 'নিশ্চয়ই বিদ'আতীরা ইলমের দিক থেকে একেবারেই নগণ্য। আর এ কারণেই তারা বিদ'আতী হয়েছে'।[২৯]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, مَنْ دَعَا إِلَى الْعِلْمِ دُوْنَ الْعَمَلِ الْمَأْمُوْرِ بِهِ كَانَ مُضِلاً وَمَنْ دَعَا إِلَى الْعَمَلِ دُوْنَ الْعِلْمِ كَانَ مُضِلاً وَأَضَلُّ مِنْهُمَا مَنْ سَلَكَ فِي الْعِلْمِ طَرِيْقَ أَهْلِ الْبِدَعِ؛ فَيَتَّبِعَ أُمُوْرًا تُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ يَظُنُّهَا عُلُوْمًا وَهِيَ جَهَالاَتٌ وَكَذَلِكَ مَنْ سَلَكَ فِي الْعِبَادَةِ طَرِيْقَ أَهْلِ

---

* লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব।

২৬. ইবনু তাইমিয়াহ মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/৩৫৪ পৃঃ।

২৭. আবুদাউদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৫, 'সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১/১২২ পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ।

২৮. ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮; আলবানী, সনদ ছহীহ, ছহীহুল জামে' হা/৩৯১৩।

২৯. আবু ইসহাক আশ- শাতিবী, আল-ই'তিছাম ২/২০৪ পৃঃ।

الْبِدَعِ، فَيَعْمَلُ أَعْمَالاً تُخَالِفُ الْأَعْمَالَ الْمَشْرُوْعَةَ يَظُنُّهَا عِبَادَاتٍ وَهِيَ ضَلاَلاَتٌ 'যে ব্যক্তি আমল ব্যতীত ইলমের দিকে আহ্বান করে সে পথভ্রষ্ট। আর যে ব্যক্তি ইলম বিহীন আমলের দিকে আহ্বান করে সেও পথভ্রষ্ট। এদের চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট সে ব্যক্তি, যে বিদ'আতীদের পথে ইলম অন্বেষণ করে। ফলে সে কুরআন ও সন্নাত বহির্ভূত কর্মের অনুসরণ করে এবং ধারণা করে যে, ইহা ইলম; অথচ ইহা অজ্ঞতা। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বিদ'আতীদের পন্থায় ইবাদত করে সে ইসলামী শরী'আত বহির্ভূত আমল করে এবং ধারণা করে যে, সে ইবাদত করছে; অথচ ইহা ভ্রষ্টতা'।[৩০]

অতএব জ্ঞান এমন এক আলোকবর্তিকা, যার মাধ্যমে মানুষ জান্নাতের পথ সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়। নিজেকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে এবং অন্যকেও রক্ষা করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে অজ্ঞতা এমন এক অন্ধকার, যার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে নিজে জান্নাতের পথের দিশা হারিয়ে ফেলে এবং অপরকেও সে পথের সন্ধান দিতে পারে না। আর এরূপ অজ্ঞ ব্যক্তিরাই নিজে বিদ'আতী হয় এবং ছহীহ, যঈফ ও জাল হাদীছের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে অক্ষম হওয়ায় ভুল ফৎওয়া দেয়। সাথে সাথে মানব রচিত কিছ্ছা-কাহিনী ও স্বপ্নবৃত্তান্তের মাধ্যমে মানুষকে ভ্রষ্টতার শেষ সীমানায় নিক্ষেপ করে। ফলে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয় এবং অপরকে পথভ্রষ্ট করে এবং পরকালে জাহান্নামের খড়ি হয়।

(২) প্রবৃত্তিপূজা : প্রবৃত্তিপূজা তথা নিজের মন যে কাজকে ভাল মনে করে তার অনুসরণ করা বিদ'আত সৃষ্টির অন্যতম একটি কারণ। শয়তান মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য সদা বদ্ধপরিকর। সে ইসলাম বহির্ভূত কাজকে মানুষের সামনে খুব সুন্দর ও সুশোভিতরূপে উপস্থাপন করে। ফলে মানুষের মন তা সানন্দে গ্রহণ করে। ধীরে ধীরে তা এক সময় ইসলামের বিধান হিসাবে মানব সমাজে পরিচিতি লাভ করে। এমনকি শেষ পর্যন্ত মানুষ এর বিরুদ্ধে অবস্থানকারী কুরআন ও ছহীহ হাদীছকেই অগ্রাহ্য করে বসে। ফলে সে পথভ্রষ্ট জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ-

'অতঃপর তারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহ'লে জানবে যে, তারা তো কেবল তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহ্র পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তা অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না' *(কাছাছ ২৮/৫০)*। তিনি অন্যত্র বলেন, إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى- 'তারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের পথনির্দেশ এসেছে' *(নাজম ৫৩/২৩)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ-

'তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ? যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজ ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনেশুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ণ ও হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহ্র পরে কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?' *(জাছিয়া ৪৫/২৩)*।

অতএব প্রবৃত্তিপূজা এমন এক মারাত্মক ব্যাধি যা মানুষকে সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে বক্রপথ অবলম্বনে বাধ্য করে। ফলে তার সামনে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পর্বতসম দলীল পেশ করলেও সে তা অগ্রাহ্য করে নিজের মতের উপরই অটল থাকে। এমতাবস্থায় কুরআন ও ছহীহ হাদীছ শুনতে তার কর্ণ বধির এবং সরল ও সঠিক পথ দেখতে তার চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়। এমনকি সে তার নিজের মতকে বলবৎ করার জন্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যায় লিপ্ত হয়। কখনো বা কুরআনের একটিমাত্র আয়াত অথবা হাদীছের কোন অংশকে নিজের মতের উপর দলীল হিসাবে পেশ করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। অথচ পূর্ণ হাদীছ ও আয়াতের ব্যাখ্যা জানার প্রয়োজন মনে করে না। আর এর ফলেই সমাজে সৃষ্টি হয় নানা বিদ'আত।

(৩) তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণ : আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলূকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন এবং তার সার্বিক জীবন পরিচালনার যাবতীয় বিধি-বিধান নাযিল করেছেন। সাথে সাথে নির্দেশ দিয়েছেন, اتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ- 'তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ কর, আর তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে বন্ধুরূপে অনুসরণ কর না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক' *(আ'রাফ ৭/৩)*। অথচ মানুষ যখন আল্লাহ্র এই নির্দেশকে উপেক্ষা করে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা মাযহাবের তাক্বলীদের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়েছে, ঠিক তখনই অনেক ক্ষেত্রে কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে অগ্রাহ্য করে বিদ'আতী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে।

৩০. শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/২৭ পৃঃ।

মা'ছূমী (রহঃ) বলেন, وَالْعَجَبُ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُقَلِّدِيْنَ لِهَـذِهِ الْمَذَاهِبِ الْمُبْتَدِعَةِ الشَائِعَةِ وَالْمُتَعَصِّبِيْنَ لَهَا، فَإِنَّ أَحَدَهُمْ يَتَّبِعُ مَا نُسِبَ إِلَى مَذْهَبِهِ مَعَ بُعْدِهِ عَنِ الدَّلِيْلِ، وَيَعْتَقِدُهُ كَأَنَّهُ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَهَذَا نَأْيٌ عَنِ الْحَقِّ، وَبُعْدٌ عَنِ الصَّوَابِ، وَقَدْ شَاهَدْنَا وَجَرَبْنَا أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُقَلِّدِيْنَ يَعْتَقِدُوْنَ أَنَّ إِمَامَهُمْ يَمْتَنِعُ عَلَى مِثْلِهِ الْخَطَأُ، وَأَنَّ مَا قَالَهُ هُوَ الصَّوَابُ أَلْبَتَّةَ، وَأَضْمَرَ فِيْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لَا يَتْرُكُ تَقْلِيْدَهُ وَإِنْ ظَهَرَ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلَافِهِ– 'প্রচলিত নব আবিষ্কৃত মাযহাব সমূহের অন্ধ অনুসারীদের ব্যাপারে আশ্চর্যের বিষয় হ'ল, নিশ্চয়ই তাদের কেউ (মুকাল্লিদ) তারই অনুসরণ করে, যা কেবল মাত্র তার মাযহাবের দিকে সম্পর্কিত, যদিও তা দলীল থেকে অনেক দূরে হয় এবং বিশ্বাস করে যে তিনি (অনুসরণীয় ইমাম) আল্লাহ প্রেরিত নবী। আর অন্যজন হক্ব এবং সঠিকতা থেকে অনেক দূরে। আর আমরা লক্ষ্য করেছি এবং পরীক্ষা করে দেখেছি যে, নিশ্চয়ই ঐ সমস্ত মুক্বাল্লিদরা বিশ্বাস করে যে, তাদের ইমামের এরূপ ভুল হওয়া অসম্ভব। বরং তিনি যা বলেছেন তাই সঠিক। কিন্তু তারা তাদের অন্তরে গোপন রেখেছে যে, তারা কখনই তাদের (অনুসরণীয় ইমাম) তাক্বলীদ ছাড়বে না, যদিও দলীল তার বিপরীত হয়'।[৩১]

কামাল বিন হুমাম হানাফী (রহঃ) বলেন, إِنَّ الْتِزَامَ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ غَيْرُ لَازِمٍ عَلَى الصَحِيْحِ، لِأَنَّ الْتِزَامَهُ غَيْرُ مُلْزَمٍ، إِذْ لاَ وَاجِبَ إِلَّا مَا أَوْجَبَهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ، وَلَمْ يُوْجِبُ اللهُ وَلَا رَسُوْلُهُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَتَمَذْهَبَ بِمَذْهَبِ رَجُلٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، فَيُقَلِّدُهُ فِيْ دِيْنِهِ فِيْ كُلِّ مَا يَأْتِيْ وَيَذَرُ دُوْنَ غَيْرِهِ، وَقَدْ انْطَوَتِ الْقُرُوْنُ الفَاضِلَةُ عَلَى عَدَمِ القَوْلِ بِلُزُوْمِ التَمَذْهُبِ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ– 'ছহীহ মতে নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ করা অপরিহার্য নয়। কেননা তার (মাযহাবের) অন্ধ অনুসরণ অপরিহার্য করা হয়নি। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) যা ওয়াজিব করেননি তা কখনই ওয়াজিব হবে না। আর অল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) মানুষের মধ্যে কারো উপর ইমামগণের কোন একজনের মাযহাবকে এমনভাবে গ্রহণ করা ওয়াজিব করেনি যে, দ্বীনের ব্যাপারে তার (ইমাম) আনীত সকল কিছুই গ্রহণ করবে এবং অন্যের সকল কিছু পরিত্যাগ করবে। নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ অপরিহার্য হওয়ার কথা বলা ছাড়াই মর্যাদাপূর্ণ শতাব্দী সমূহ অতিবাহিত হয়েছে।[৩২]

সাবেক সঊদী গ্র্যাণ্ড মুফতী, বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'চার মাযহাবের কোন এক মাযহাবের তাক্বলীদ করা ওয়াজিব' মর্মে প্রচলিত কথাটি নিঃসন্দেহে ভুল; বরং চার মাযহাবসহ অন্যদের তাক্বলীদ করা ওয়াজিব নয়। কেননা কুরআন ও সুন্নাহ-এর ইত্তেবা করার মধ্যেই হক নিহিত আছে, কোন ব্যক্তির তাক্বলীদের মধ্যে নয়'।[৩৩]

(৪) শারঈ বিষয়ে অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি : মানব জাতির উপর অবশ্য কর্তব্য হ'ল, অহি-র বিধান যেভাবে নাযিল হয়েছে তাকে সেভাবেই অক্ষুণ্ন রাখা। আল্লাহ যাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তাকে সে মর্যাদায় ভূষিত করা। কিন্তু মানুষ শারঈ বিষয়ে অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি করতে করতে অনেক সুন্নাত বা নফলকে ফরযে পরিণত করেছে। ইসলামী শরী'আতে কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, এমন বিষয়কে ফযীলতের উচ্চ শিখরে সমুন্নীত করে নিকৃষ্ট বিদ'আতের জন্ম দিয়েছে। খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ)-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে করতে আল্লাহ্র পুত্র বানিয়েছে। ছূফীরা মাটির তৈরী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নূরের তৈরী বানিয়ে আল্লাহ্র আসনে বসিয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ঘোষণা দিলেও বাংলার অধিকাংশ মানুষ তা উপেক্ষা করে রাসূল (ছাঃ)-কে জীবিত ঘোষণা দিয়ে তাঁর জন্ম দিবস উপলক্ষে অসংখ্য বিদ'আত করে চলেছে। আর এ কারণেই ইসলামী শরী'অতে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَضَلُّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ– 'বল, হে কিতাবধারীগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে অন্যায় বাড়াবাড়ি কর না এবং যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে ও সরল পথ হ'তে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না' *(মায়েদাহ ৫/৭৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِـى الـدِّيْنِ 'তোমরা (দ্বীনের মধ্যে) অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে'।[৩৪]

(৫) যঈফ ও জাল হাদীছের অনুসরণ : বিদ'আতীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যঈফ ও জাল হাদীছের ভিত্তিতে বিদ'আতী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে বিদ'আতী কাজকে বলবৎ করার জন্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করে। তাদেরকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে যদি বলা হয় যে, তোমরা যে হাদীছের ভিত্তিতে আমলটি করছ সেটি যঈফ অথবা জাল, তাহ'লে সাথে সাথে তারা বলে উঠে, হাদীছ কি

৩১. *আল-মা'ছূমী, হাদিয়্যাতুস সুলতান ৭৬ পৃঃ।*
৩২. *আল-মা'ছূমী, হাদিয়্যাতুস সুলতান ৫৬ পৃঃ।*
৩৩. *আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূ ফাতাওয়া, ৩/৭২ পৃঃ।*
৩৪. *মুসনাদে আহমাদ হা/৩২৪৮; ইবনু মাজাহ হা/৩০২৯; আলবানী, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২৮৩।*

কখনো যঈফ অথবা জাল হয়? অথচ একথাই সঠিক যে, রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছ কখনো যঈফ ও জাল হয় না। বরং যেসব কথা ও কর্ম রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত নয়; অথচ তা রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে সম্বন্ধিত করা হয় তাই মূলতঃ যঈফ ও জাল হাদীছ হিসাবে প্রমাণিত। আর এরূপ অসংখ্য যঈফ ও জাল হাদীছ সমাজে প্রচলিত আছে এবং এর অধিকাংশই হাদীছের কিতাবগুলিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ফলে মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং বিদ'আতকে ছাড়তে তাদের কষ্ট হচ্ছে। একশ্রেণীর আলেম সমাজ উক্ত হাদীছগুলির যঈফ ও জাল হওয়ার কারণ জানলেও মাযহাবী গোঁড়ামী ও তাদের ইলমের অহংকারের কারণে সেগুলোকে সমাজে জিইয়ে রেখেছে। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত দান করুন। আমীন!

(৬) বিধর্মীদের অনুকরণ : মুসলমানরা বিধর্মীদের অনুকরণে মুসলিম সমাজে অনেক বিদ'আত চালু করেছে। যেমন- কবরপূজা, পীরপূজা, ঈদে মীলাদুন্নবী, কবরে ও শহীদ মীনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য বিদ'আত বিধর্মীদের অনুকরণেই সৃষ্টি হয়েছে। আর মুসলমনরা যে বিধর্মীদের অনুকরণ করবে এমন ভবিষ্যদ্বাবাণীও রাসূল (ছাঃ) করে গেছেন। তিনি বলেন,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِيْ مَا أَتَى عَلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلاَنِيَةً لَكَانَ فِيْ أُمَّتِيْ مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِيْ النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ-

'নিশ্চয়ই আমার উম্মতের উপর তেমন অবস্থা আসবে, যেমন এসেছিল বনু ইস্রাঈলের উপর এক জোড়া জুতার পরস্পরে সমান হওয়ার ন্যায়। এমনকি তাদের মধ্যে যদি কেউ এমনও থাকে, যে তার মায়ের সাথে প্রকাশ্যে যেনা করেছে, আমার উম্মতের মধ্যেও তেমন লোক পাওয়া যাবে যে এমন কাজ করবে। আর বনু ইস্রাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। সবাই জাহান্নামে যাবে, একটি দল ব্যতীত। তারা বললেন, সেটি কোন দল হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, যারা আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপরে আছি, তার উপর টিকে থাকবে'।[৩৫] আর বিধর্মীদের অনুকরণের পরিণতি উল্লেখ করে তিনি বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি যে কওমের অনুকরণ করবে ক্বিয়ামতের দিন সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে'।[৩৬]

অতএব বিধর্মীদের অনুকরণে বিদ'আতী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হ'লে অবশ্যই জাহান্নামে যেতে হবে। আর এথেকে রক্ষা পেতে হ'লে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের পথ তথা একমাত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করতে হবে।

(৭) নিজের জ্ঞানকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর প্রাধান্য দেওয়া : আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে অন্যান্য মাখলূকাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। আর এই শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হিসাবে মানুষকে দান করেছেন বিবেক বা বুদ্ধি। মানুষ সেই বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে ভাল-মন্দের পার্থক্য নিরূপণ করবে। কিন্তু মানুষ কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে উপেক্ষা করে নিজের বিবেকের মানদণ্ডে ভাল-মন্দের পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে ভাল কাজের দোহাই দিয়ে বিদ'আতে হাসানার নামে অসংখ্য বিদ'আতের জন্ম দিয়েছে। অথচ ইসলামী শরী'আতে বিদ'আতে হাসানার কোন অস্তিত্ব নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِيْ النَّارِ- 'নিশ্চয়ই সর্বোত্তম কথা হ'ল আল্লাহ্র কিতাব, আর সর্বোত্তম হিদায়াত হ'ল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হিদায়াত। সর্বনিকৃষ্ট কাজ হ'ল (শরী'আতের মধ্যে) নব আবিষ্কার। আর প্রত্যেক নব আবিষ্কারই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী। আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণামই জাহান্নাম'।[৩৭]

(৮) পীর-দরবেশের মিথ্যা কাশ্ফ ও স্বপ্নের প্রবঞ্চনা : ছূফী মতবাদে বিশ্বাসী একশ্রেণীর পীর, দরবেশ ও ফকীরেরা তাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কাশফের মিথ্যা দাবী করে। এমনকি তাদের মধ্যে অনেকে আবার সরাসরি আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের কথাও বলে থাকে। তাদের কাছে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ তুলে ধরলে তারা বলে, তোমাদের এই জ্ঞানের সনদ তো এক মৃত ব্যক্তি থেকে অপর মৃত ব্যক্তি। আর আমাদের জ্ঞানের সনদ স্বয়ং আল্লাহ। সরাসরি আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের ইলম শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তোমাদের ইলম কিতাবের মধ্যে বিদ্যমান, আর আমাদের ইলম কলবের মধ্যে বিদ্যমান। আমাদের মাদরাসায় লিখা-পড়ার প্রয়োজন হয় না। এভাবে তারা শারঈ বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিদের সামনে এধরনের নানা বুলি আওড়িয়ে মানবতার মুক্তির সনদ কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে উপেক্ষা করে নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত কাল্পনিক ভাবাবেগকে কারামতের দোহাই দিয়ে অসংখ্য শিরক ও বিদ'আতের জন্ম দিয়ে থাকে। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত দান করুন। আমীন!

(৯) ওলামায়ে কেরামের নীরবতা ও স্বার্থান্বেষণ : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

৩৫. *তিরমিযী হা/২৬৪১; মিশকাত হা/১৭১; আলবানী, সনদ হাসান; ছহীহুল জামে' হা/৫৩৪৩।*

৩৬. *আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭; আলবানী, সনদ ছহীহ; ছহীহুল জামে' হা/৬১৪৯।*

৩৭. *নাসাঈ হা/১৫৭৮; আলবানী, সনদ ছহীহ; ছহীহুল জামে' হা/১৩৫৩।*

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে; আর ওরাই হবে সফলকাম' *(আলে-ইমরান ৩/১০৪)*। আল্লাহ তা'আলা মহান এই দায়িত্ব পালনের জন্য আম্বিয়ায়ে কেরামকে নিয়োজিত করেছিলেন। বর্তমানে এই দায়িত্ব ওলামায়ে কেরামের উপর অর্পিত হয়েছে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ 'নিশ্চয়ই আলেমগণ আম্বিয়ায়ে কেরামের ওয়ারিছ'।[৩৮] কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'ল, বর্তমানে অধিকাংশ আলেম আম্বিয়ায়ে কেরামের ওয়ারিছ হওয়ার পরিবর্তে তাঁদের দুশমনে পরিণত হয়েছে। সমাজে তাদের নেতৃত্ব, পকেট ভর্তি টাকা ও পেট ভর্তি ভাল খাদ্য হাছিলের উদ্দেশ্যে এবং ইমামতির চাকুরী হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করে অসংখ্য বিদ'আতকে লালন করছে। আজকেই যদি ঘোষণা দেওয়া হয় যে, মীলাদ করলে কোন টাকা দেওয়া হবে না, শবে বরাত উপলক্ষে কোন হালুয়া-রুটি ও মিষ্টি বিতরণ হবে না, তাহলে তারাই এগুলোকে বিদ'আত বলে ঘোষণা দিবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। আর এরূপ আলেমদের পরিণাম ভয়াবহ। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ- 'যে ব্যক্তি তার জানা ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েও তা গোপন করে রাখে, ক্বিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে'।[৩৯]

পক্ষান্তরে হক্বপন্থী ওলামায়ে কেরামের অধিকাংশ দুনিয়া অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আবার অনেকেই বিলাসবহুল আলস্য জীবন-যাপন করছেন; সামান্য কষ্ট স্বীকার করতে তারা সম্মত নন। এহেন পরিস্থিতিতে হক্ব প্রচারে তাদের হাতে কোন সময় নেই। এছাড়াও যারা হক্ব প্রচারের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন তাদের সংখ্যা অতীব নগণ্য। ফলে তাদের পক্ষে সর্বস্তরের মানুষের নিকট হক্ব পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। যার কারণে সমাজ থেকে বিদ'আত দূরীভূত হচ্ছে না; বরং আরো বাড়ছে।

বিদ'আতের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ'আত কয়েক ভাগে বিভক্ত। নিম্নে দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী প্রকারভেদ আলোচনা করা হ'ল।

প্রথম দৃষ্টিকোণ : শারঈ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হওয়া অথবা না হওয়ার দিক থেকে বিদ'আত দুই প্রকার। যথা :

(ক) البدعة الحقيقية (আল-বিদ'আতুল হাক্বীকিয়্যাহ) তথা প্রকৃত বিদ'আত : বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ইমাম শাত্বিবী (রহঃ) আল-ই'তিছাম নামক গ্রন্থে বলেছেন,

إِنَّ الْبِدْعَةَ الْحَقِيْقِيَّةَ الَّتِيْ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهَا دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ لاَ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ وَلاَ إِجْمَاعٍ وَلاَ اسْتِدْلاَلٍ مُعْتَبَرٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلاَ فِي الْجُمْلَةِ وَلاَ فِيْ التَّفْصِيْلِ وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ بِدْعَةً لأَنَّهَا مُخْتَرَعَةٌ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ-

'প্রকৃত বিদ'আত হ'ল, যার সমর্থনে শরী'আতের কোন দলীল নেই। না আল্লাহ্র কিতাব, না তাঁর রাসূলের সুন্নাত, না ইজমার কোন দলীল, না এমন কোন দলীল পেশ করা যায় যা জ্ঞানীদের নিকট গ্রহণযোগ্য। না মোটামুটিভাবে, না বিস্তারিত ও খুটিনাটিভাবে। এজন্য এর নাম দেওয়া হয়েছে 'বিদ'আত'। কেননা তা পূর্ব দৃষ্টান্তহীন নতুন আবিষ্কৃত বিষয়'।[৪০]

উদাহরণ : (১) আযানের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করা বিদ'আতে হাক্বীকী। কেননা তা কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও ইজমায়ে ছাহাবা দ্বারা সাব্যস্ত নয়।

(২) বর্তমান সমাজে প্রচলিত 'শবেবরাত' বিদ'আতে হাক্বীক্বী-এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এর কোন অস্তিত্ব নেই। রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে ইযামের কেউ কখনো 'শবেবরাত' পালন করেননি। কিন্তু মানুষ অফুরন্ত ছওয়াব হাছিলের আশায় 'শবেবরাত' উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের ইবাদতে লিপ্ত হয়।

(৩) 'ঈদে মীলাদুন্নবী', ইসলামে যার কোন অস্তিত্ব নেই। রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে ইযামের কেউ কখনো 'ঈদে মীলাদুন্নবী' উদ্‌যাপন করেননি। কিন্তু মানুষ তা ছওয়াবের আশায় করে থাকে।

এরূপ অসংখ্য বিদ'আত রয়েছে যার কোন অস্তিত্ব ইসলামী শরী'আতে নেই। কিন্তু সমাজে নেকীর কাজ হিসাবে প্রচলিত আছে। আর এরূপ অস্তিত্বহীন বিদ'আতকেই বিদ'আতে হাক্বীক্বী বলা হয়।

(খ) البدعة الإضافية (আল-বিদ'আতুল ইযাফিয়্যাহ) বা বাড়তি বিদ'আত : এর দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এক দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি এমন ইবাদত, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত এবং অপর দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি বিদ'আত, যা মূলতঃ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হ'লেও এর স্থান, সময় ও পদ্ধতি সুন্নাহ পরিপন্থী।

---

৩৮. আবূদাঊদ হা/৩৬৪১; ইবনু মাজাহ হা/২২৩; মিশকাত হা/২১২; আলবানী, সনদ ছহীহ; ছহীহুল জামে' হা/৬২৯৭।

৩৯. আবূদাঊদ হা/৩৬৫৮; তিরমিযী হা/২৬৪৯; ইবনু মাজাহ হা/২৬৪; মিশকাত হা/২২৩; আলবানী, সনদ ছহীহ; ছহীহুল জামে' হা/৬২৮৪।

৪০. ইমাম শাতিবী (রহঃ), আল-ই'তিছাম ১/২৮৬ পৃঃ।

উদাহরণ : (১) আযানের পরে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করা শরী'আত সম্মত। কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে দরূদ পাঠ করা সুন্নাত পরিপন্থী, যা বিদ'আতে ইযাফী-এর অন্তর্ভুক্ত।

(২) জুম'আর খুৎবা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া সুন্নাত। পক্ষান্তরে মসজিদের ভেতরে খতীবের সামনে দাঁড়িয়ে নিম্ন স্বরে আযান দেওয়া সুন্নাত পরিপন্থী, যা বিদ'আতে ইযাফী-এর অন্তর্ভূক্ত।

(৩) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের পূর্বে ও পরে সর্বমোট ১২ রাক'আত ছালাত, যাকে 'সুনানুর রাওয়াতেব' বলা হয়। তা জামা'আতবদ্ধ ছাড়াই একাকী আদায় করা শরী'আত সম্মত। পক্ষান্তরে উল্লিখিত ছালাতগুলো জামা'আতবদ্ধভাবে আদায় করা সুন্নাহ পরিপন্থী, যা বিদ'আতে ইযাফী-এর অন্তর্ভুক্ত।

(৪) কুরআন তেলাওয়াত একটি উত্তম ইবাদত, যার প্রতিটি হরফের বিনিময়ে দশটি করে নেকী অর্জন করা যায়। কিন্তু ছালাতে রুকূ এবং সিজদা অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত সুন্নাত পরিপন্থী, যা বিদ'আতে ইযাফী-এর অন্তর্ভুক্ত।

(৫) মৃত ব্যক্তির জন্য শোক পালন করা শরী'আত সম্মত। কিন্তু শোক পালনের নামে দাঁড়িয়ে এক বা দু'মিনিট নীরবতা পালন করা অথবা কিছু সংখ্যক মানুষ মৃতের বাড়িতে একত্রিত হয়ে সকলে মিলে শোক পালন করা সুন্নাত পরিপন্থী, যা বিদ'আতে ইযাফী-এর অন্তর্ভুক্ত।

(৬) শা'বান মাস বেশী বেশী ছিয়াম পালনের মাস। যে মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবচেয়ে বেশী নফল ছিয়াম পালন করেছেন। কিন্তু মধ্য শা'বানে শবেবরাতের উদ্দেশ্যে দিনে ছিয়াম ও রাতে ছালাত আদায় করা ইসলামী শরী'আত পরিপন্থী, যা বিদ'আতে ইযাফী-এর অন্তর্ভুক্ত।

(৭) ফরয ছালাতের পরে একাকী দো'আ বা মুনাজাত করা শরী'আত সম্মত। এ সময় দো'আ করার জন্য রাসূল (ছাঃ) অনেকগুলো দো'আ আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন, যা পাঠ করতে ১০-১৫ মিনিট সময় লাগবে। কিন্তু উক্ত সময় ইমাম ও মুক্তাদীর সম্মিলিত মুনাজাত, যা রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত নয়, তা বিদ'আতে ইযাফী-এর অন্তর্ভুক্ত।

অতএব বিদ'আতে হাক্বীকী এবং বিদ'আতে ইযাফী-এর মধ্যে পার্থক্য হ'ল, ইসলামে যার কোন ভিত্তি নেই এমন কিছুকে নেকীর কাজ মনে করে পালন করা বিদ'আতে হাক্বীকী। পক্ষান্তরে যে ইবাদত মৌলিকভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু স্থান, সময় ও পদ্ধতি কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী তাকে বিদ'আতে ইযাফী বলা হয়।

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি : কর্মে বাস্তবায়ন এবং বর্জনের দিক থেকে বিদ'আত দু'প্রকার।

(ক) البدعة الفعلية তথা কর্মগত বিদ'আত : এটা এমন কর্মকে বলা হয়, যা ইসলামী শরী'আত সমর্থিত নয়। অথচ উক্ত কর্মের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করতে চায়। বিদ'আতীরা এই প্রকার বিদ'আত সবচেয়ে বেশী করে থাকে। যেমন- শবেবরাতের নিয়তে শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে ১০০ রাক'আত ছালাত আদায় করা । শবে মে'রাজের নিয়তে ২৭ রজবের রাতে ইবাদত করা। ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করা সহ বিভিন্ন দিবস পালন করা ইত্যাদি যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী।

(খ) البدعة التركية তথা বিদ'আত : বর্জনমূলক ইসলামী শরী'আতে বৈধ অথবা ওয়াজিব কোন বিষয়কে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে বর্জন করা এ শ্রেণীভুক্ত বিদ'আত। যেমন- আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে হালাল কোন পশুর গোশত না খাওয়া যেমনভাবে হিন্দুরা গরুর গোশত খায় না। আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে বিবাহ না করা যেমনভাবে খ্রীষ্টান পাদ্রীরা বিবাহ করে না।

তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি : বিশ্বাস ও কর্মে বাস্তবায়নের দিক থেকে বিদ'আত দু'প্রকার।

(ক) البدعة الإعتقادية তথা বিশ্বাসগত বিদ'আত : তা হল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত প্রসিদ্ধ বিষয়ের বিপরীত কোন বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, যদিও সে তার বিশ্বাস অনুযায়ী আমল না করে।[৪১]

যেমন- খারেজী, শী'আ, মু'তাযেলা, মুরজিয়া, জাহমিয়া ক্বাদারিয়া সহ বিভিন্ন পথভ্রষ্ট দলগুলির আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদা বা বিশ্বাস।

(খ) البدعة العملية তথা কর্মগত বিদ'আত : তা হল, এমন কোন কাজকে ইবাদত হিসাবে পালন করা, যা ইসলামী শরী'আত সমর্থিত নয়।[৪২] অর্থাৎ সুন্নাত পরিপন্থী আমল করা।

মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) কর্মের মাধ্যমে বিদ'আতের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, সুন্নাত অনুযায়ী আমল করতে গেলে ছয়টি বিষয়ে সুন্নাতের অনুসরণ করতে হবে।[৪৩] তা হল,

(১) السبب তথা কারণ বা উদ্দেশ্য : অর্থাৎ কেউ যদি এমন কোন কারণে বা উদ্দেশ্যে ইবাদত করে যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পরিপন্থী, তাহলে তা সুন্নাত বিরোধী আমল হিসাবে গণ্য হবে, যা আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন না। যেমন- তাহাজ্জুদের ছালাত একটি উত্তম ইবাদত। কিন্তু শবেবরাত অথবা শবে মে'রাজের উদ্দেশ্যে রাতে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করা বিদ'আত। কেননা উল্লিখিত কারণ বা উদ্দেশ্যে ছালাত আদায়ের বিধান কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

---

৪১. আলী মাহফূয, আল-ইবদা' ফী মাযাররিল ইবতিদা', পৃঃ ৪৬।
৪২. তদেব।
৪৩. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন, আল-ইবদা' ফী কামালিশ শারঈ ওয়া খাতারিল ইবতিদা', পৃঃ ২১-২৪।

(২) الجنس তথা শ্রেণী বা প্রকার : অর্থাৎ কেউ যদি এমন শ্রেণী বা প্রকারের ইবাদত করে যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়, তা সুন্নাত পরিপন্থী ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট কবুল হবে না। যেমন- উট, গরু, ছাগল অথবা ভেড়া বা দুম্বা দ্বারা কুরবানী করা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু উল্লিখিত পশুর পরিবর্তে কেউ যদি ঘোড়া দ্বারা কুরবানী করে তাহলে তা সুন্নাত পরিপন্থী ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে, যা আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন না।

(৩) القدر তথা পরিমাণ : অর্থাৎ যতটুকু ইবাদত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কেবল ততটুকুই পালন করতে হবে। এর অতিরিক্ত করলে তা সুন্নাত পরিপন্থী আমল হিসাবে গণ্য হবে, যা আল্লাহ তা'আলার নিকট কবুল হবে না। যেমন- যোহরের চার রাক'আত ফরয ছালাতের স্থানে পাঁচ রাক'আত আদায় করলে সুন্নাত পরিপন্থী হবে। অনুরূপভাবে তারাবীহ-এর ছালাত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো ১১ রাক'আতের বেশী আদায় করেননি। কিন্তু যদি কেউ এই সুন্নাতকে উপেক্ষা করে ২০ রাক'আত আদায় করে তাহ'লে তা সুন্নাত পরিপন্থী ইবাদতে পরিণত হবে, যা আল্লাহ তা'আলার নিকট কবুল হবে না।

(৪) الكيفية তথা পদ্ধতি : অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে ইবাদত যে পদ্ধতিতে আদায় করেছেন সে ইবাদত ঠিক সে পদ্ধতিতে আদায় করলেই কেবল সুন্নাতের অনুসরণ করা হবে। কিন্তু যদি কেউ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে নিজের মস্তিস্কপ্রসূত পদ্ধতিতে ইবাদত করে তাহলে তা সুন্নাত পরিপন্থী আমলে পরিণত হবে, যা আল্লাহ তা'আলার নিকট কবুল হবে না। যেমন- দো'আ বা মুনাজাত একটি উত্তম ইবাদত। কিন্তু তা হতে হবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন যে পদ্ধতিতে মুনাজাত করেছেন, তখন ঠিক সেই পদ্ধতিতে মুনাজাত করতে হবে। কিন্তু ফরয ছালাতের পরে, ঈদের ছালাতের পরে, মৃত মানুষকে দাফন করার পরে, বিবাহ বৈঠকে বর্তমানে প্রচলিত দলবদ্ধ মুনাজাত রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতির বিপরীত হওয়ায় তা স্পষ্ট বিদ'আত।

(৫) الزمان তথা সময় : অর্থাৎ যে সময় যে ইবাদত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, ঠিক সে ইবাদত সে সময় পালন করতে হবে। সময়ের ব্যতিক্রম করলে সুন্নাত পরিপন্থী আমলে পরিণত হবে, যা আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হবে না। যেমন- কেউ যদি ফযীলতের মাস হিসাবে রামাযান মাসে পশু যবেহের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করতে চায়, তাহ'লে তা বিদ'আত হবে। কেননা পশু যবেহের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল শুধুমাত্র কুরবানী ও আক্বীকাহ দ্বারাই হবে, যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

(৬) المكان তথা স্থান : অর্থাৎ যে স্থানে যে ইবাদত কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত, ঠিক সে ইবাদত সে স্থানেই পালন করতে হবে। স্থান পরিবর্তন করলে সুন্নাত পরিপন্থী আমলে পরিণত হবে, যা আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে না। যেমন- রামাযানের শেষ দশকে মসজিদে ই'তিকাফ করা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু কেউ যদি মসজিদের পরিবর্তে বাড়িতে ই'তিকাফ করে তাহলে তা সুন্নাত পরিপন্থী আমলে পরিণত হবে, যা আল্লাহ তা'আলার নিকট কবুল হবে না।

চতুর্থ দৃষ্টিভঙ্গি : হুকুমের দিক থেকে বিদ'আত দু'প্রকার।

(ক) البدعة المكفرة তথা কুফরী বিদ'আত : তা হল, কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ইসলামী শরী'আতের অকাট্য কোন বিষয়কে অস্বীকার করা। যেমন- কোন ফরযকে অস্বীকার করা, কোন হালাল বস্তুকে হারাম ও হারাম বস্তুকে হালাল মনে করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ-নিষেধের ব্যতিক্রম বিশ্বাস করা ইত্যাদি।

(খ) البدعة غير المكفرة তথা কুফরী নয় এমন বিদ'আত : ইহা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ইসলামী শরী'আতের কোন বিষয়কে অস্বীকার করা নয়। যেমন- মারওয়ানিয়্যাহদের বিদ'আত যারা ছাহাবীগণের ফযীলত অস্বীকার করে। তারা কোন ছাহাবীকে মর্যাদাবান বলে স্বীকার করে না এবং কোন ছাহাবীকে কাফেরও বলে না।

[চলবে]

শরীফুল ইসলাম রচিত

সদ্য প্রকাশিত বই

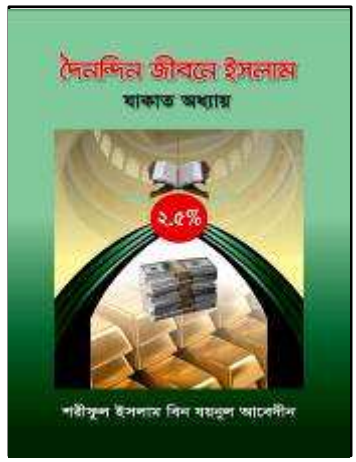

দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম যাকাত অধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান :

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী।ফোন : ০৭২১ ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০ ৮০০৯০০

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ : একটি পর্যালোচনা

*কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী**

উপক্রমণিকা :

ইসলাম একটি শাশ্বত ও সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি স্তরে রয়েছে এর কল্যাণমুখী দিকনির্দেশনা। বিশ্বজাহানের মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধানাবলী জানা এবং তদনুযায়ী আমল করার অন্যতম মাধ্যম হ'ল শিক্ষা। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনের চাবিকাঠি হ'ল শিক্ষা। তাই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সর্বপ্রথম যে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন সেটা হ'ল- اِقْرَأْ 'পড়' তথা শিক্ষার্জন কর। একই সাথে কোন ধরনের শিক্ষার্জন করতে হবে সে বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে তিনি বলেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ-خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 'পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবাধা রক্ত দিয়ে। পড়, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের মাধ্যমে। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন এমন বিষয়ে যা সে জানত না' *(আলাক্ব ১-৫)*। শিক্ষার মাধ্যমেই অর্জিত হয় জ্ঞান। এর মাধ্যমে মানুষের ইয্যত-সম্মান বৃদ্ধি পায়, সমাজে তার মর্যাদার স্তর নির্ণীত হয়। আল্লাহ তা'আলা শিক্ষার্জনের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও জ্ঞানীর মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُو الْأَلْبَابِ 'বল, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান? কেবলমাত্র জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে' *(যুমার ৩৯/৯)*। অন্যদিকে অজ্ঞতাকে অন্ধকারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيْرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّوْرُ 'বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি সমান?' *(রা'দ ১৩/১৬)*। হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী আলোকবর্তিকা সদৃশ ইলম অর্জন করা পুরুষ-নারী সকলের জন্য ফরয। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয'।[৪৪] উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষার্জনকে ইসলাম সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। কেননা শিক্ষার মাধ্যমে ইসলামের যাবতীয় বিধানাবলী তথা হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, আদেশ-নিষেধ, ন্যায়-অন্যায়, সুবিচার-অবিচার, কল্যাণ-অকল্যাণ, ভাল-মন্দ, সুনীতি-দুর্নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানা এবং মানা যায়।

মানুষ আশরাফুল মাখলূকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব। আর এই শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে জ্ঞান তথা শিক্ষা। পক্ষান্তরে সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও অভিশপ্ত জীব হ'ল ইবলীস শয়তান। তার মূলেও ছিল জ্ঞান। আদি মানব আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পর আদম (আঃ) ও ফেরেশতাদের মাঝে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানের পরীক্ষা নিয়েছিলেন। এ পরীক্ষায় আদম (আঃ) কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং আদম (আঃ)-এর চেয়ে হাযার হাযার বছর পূর্বে সৃষ্টি হওয়া ফেরেশতাগণ অকৃতকার্য হয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আদম (আঃ)-কে সিজদা করার জন্য। ফেরেশতাগণ তাদের অকৃতকার্যতা মেনে নিয়ে আল্লাহ্র নির্দেশানুযায়ী আদম (আঃ)-কে সিজদা করেছিলেন শুধু ইবলীস ব্যতীত *(বাক্বারাহ ২/৩১-৩৪)*। বরং ইবলীস উল্টো যুক্তি প্রদর্শন করেছিল এই বলে যে, أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِن نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ 'আমি তার চেয়ে উত্তম। আমাকে তুমি সৃষ্টি করেছ আগুন থেকে আর তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি থেকে' *(আ'রাফ ১২)*। আগুনের বৈশিষ্ট্য হ'ল ঊর্ধ্বগামী হওয়া আর মাটির বৈশিষ্ট্য হ'ল নিম্নগামী হওয়া। সুতরাং আমি আদমকে সিজদা করব কেন? বরং আদমেরই উচিত আমাকে সিজদা করা। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইবলীসের যুক্তি সঠিকই মনে হয়। কিন্তু ইবলীসের জ্ঞানের পরিচয় যেখানে দেয়া প্রয়োজন ছিল, সেখানে দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করার ফলে সে চির অভিশপ্ত এবং সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়েছে। উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষা দু'ধরনের যথা- ১. সুশিক্ষা, যে শিক্ষা ছিল আদমের। ২. কুশিক্ষা, যে শিক্ষা ছিল ইবলীসের। পৃথিবীতে আজও দু'ধরনের শিক্ষাই রয়েছে। এর মধ্যে দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর, নৈতিকতা সম্পন্ন সুশিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দেশের পরবর্তী নাগরিকদের গড়ে তুলতে হবে। আর সে আলোকেই আমাদের শিক্ষানীতি প্রণীত হওয়া যরূরী।

জাতীয় শিক্ষানীতি :

জাতীয় শিক্ষানীতি একটি দেশের ধর্মীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত নৈতিকতা সম্পন্ন সুনাগরিক তৈরির দিক-নির্দেশনা। বিধায় এটা জাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি শিক্ষানীতির সঙ্গে জাতির উন্নতি-অবনতি, কল্যাণ-অকল্যাণ, উত্থান-পতন তথা জাতির ভাগ্য ও ভবিষ্যত জড়িত। তাই দেশের মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধ, চিন্তা-চেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আক্বীদা-বিশ্বাস, কৃষ্টি-সভ্যতা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন যুগোপযোগী আধুনিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা উচিত। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত সাত বার জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে। কিন্তু কোন শিক্ষানীতিতে দেশের

* হেড মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।
৪৪. ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২১৮, সনদ হাসান।

মানুষের চাহিদার প্রতিফলন ঘটেনি। শিক্ষানীতিগুলোতে সুশিক্ষার চেয়ে কুশিক্ষার প্রভাব বেশী ছিল। বিধায় যতই শিক্ষিতের হার বাড়ছে ততই দেশ ও জাতি দুর্নীতি, অবক্ষয় ও অবনতির দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ সহ বিশ্বব্যাপী অপরাধকর্মের তালিকা প্রণয়নে দেখা যাবে যে, সাধারণ থেকে ভয়াবহ অপরাধ কর্মের সাথে শিক্ষিত লোকেরাই বেশী জড়িত। সূদ-ঘুষ, যৌন কেলেংকারী, মাদক ব্যবসা, নারী ও শিশু পাচার, পণ্যে ভেজাল মিশ্রণ ও পরিমাপে কারসাজি, বৈদেশিক ও কষ্টার্জিত অর্থে বিদেশ থেকে আনা সার, তেল ইত্যাদি প্রতিবেশী দেশে পাচার, নিম্নমানের পণ্য আমদানী, ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ পানীয় উৎপাদন ও বিপণন, মওজুদদারী, চোরাচালানী, ফটকাবাজী, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী চাঁদাবাজী, স্বজনপ্রীতি, জালিয়াতী, টেন্ডারবাজী, সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, এম.এল.এম ব্যবসার নামে প্রতারণা ও ধোঁকাবাজী, শেয়ার বাজার কেলেংকারী, অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসা, অবৈধ গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগ, বিনা টিকেটে রেলভ্রমণ, দলীয় কারণে বা টাকার বিনিময়ে অযোগ্য লোককে নিয়োগদান, ফাইল আটকিয়ে চাঁদাবাজী, পর্ণোগ্রাফী, ব্লাকমেইল, অপহরণ, তথ্য ও মিডিয়া সন্ত্রাস, ট্যাক্স ও শুল্ক ফাঁকি, টাকার বিনিময়ে বা দলীয় কারণে রায় বিকৃতি, ভিসাকার্ড স্ক্যান্ডাল, পরীক্ষায় অসদুপায়, সিনেমা, সিডি, অডিও, ভিডিও-তে অশ্লীলতা-বেহায়াপনা ইত্যাদিতে যে দুর্নীতি ও অনৈতিকতা এর সিংহভাগই শিক্ষিত লোকদের দ্বারাই সংঘঠিত হয়ে আসছে। আর এসবই হচ্ছে ইসলামী নৈতিকতা বহির্ভূত শিক্ষার কারণে। নিরক্ষরতা যেমন মন্দ ও নিন্দনীয়, তেমনি নীতি-নৈতিকতা ও ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থাও অনুরূপভাবে মন্দ ও নিন্দনীয়। কারণ কুশিক্ষা নিরক্ষরতার মতই মূর্খতার জন্ম দেয়। ফলশ্রুতিতে প্রায় ৬০% শিক্ষিত লোকের এ দেশে উন্নতি-সমৃদ্ধির পরিবর্তে দিন দিন অবক্ষয় ও অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। ২০০১-২০০৫ সাল পর্যন্ত পরপর পাঁচবার বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে বাংলাদেশ শীর্ষস্থান দখল করেছে। অতি সম্প্রতি পদ্মা সেতু দুর্নীতির কারণে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক কৃত ঋণচুক্তি বাতিল করেছে। এসবের একমাত্র কারণ ধর্মীয় মূল্যবোধ বিবর্জিত নৈতিকতাহীন শিক্ষা ব্যবস্থা। পরকালীন জবাবদিহিতার ভয় ও ঈমানী চেতনাই কেবল মানুষকে দুর্নীতি মুক্ত রাখতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী, هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ 'এটা আমার কিতাব (রেকর্ড) যা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে সত্যতা সহকারে। তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করতাম' *(জাছিয়া ২৯)*।

বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন :

স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত দেশে সাতটি শিক্ষা কমিশন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে। কিন্তু কোন শিক্ষানীতি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। যতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক দিকগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে, আর ইতিবাচক দিকগুলো অবগুণ্ঠিত থেকে গেছে। স্বাধীনতার পরে গঠিত শিক্ষা কমিশন সাতটি হচ্ছে-

১। ড. কুদরত-এ খুদা শিক্ষা কমিটি : ১৯৭২-৭৪
২। কাজী জাফর আহমেদ শিক্ষা প্রণয়ন কমিটি : ১৯৭৮
৩। ড. মজিদ খান শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি : ১৯৮৩
৪। ড. মফিজ উদ্দিন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি : ১৯৮৭
৫। ড. শামসুল হক শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি : ১৯৯৬
৬। অধ্যাপক মনিরুযযামান মিঞা শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি : ২০০৩
৭। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি : ২০১০

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ :

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে গঠিত হয়ে ১৯৭৪ সালে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে ড. কুদরত-এ খুদা শিক্ষা কমিশন। যেটি ধর্মীয় ভাবধারার সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, ধিকৃত ও নিন্দনীয় হয়। ১৯৯৬ সালে একুশ বছর পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে পুনরায় শিক্ষানীতি প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৯৭ সালে রিপোর্ট প্রস্তুত হয়। উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে শিক্ষানীতি-২০০০ প্রণীত হয়। কিন্তু ক্ষমতার পট পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এ শিক্ষানীতিও আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। ২০০৮ সালে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে চেয়ারম্যান ও ড. কাজী খলীকুজজামান আহমদকে কো-চেয়ারম্যান করে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। এ কমিটি ড. কুদরত-এ খুদা ও ড. শামসুল হক শিক্ষা কমিশনের আলোকে শিক্ষানীতির চূড়ান্ত খসড়া-২০০৯ ওয়েব সাইটে প্রদান করে। যাতে ২৯টি অধ্যায়, ৭টি সংযোজনী এবং ২টি সারণী ছিল। এ শিক্ষানীতির বিষয়ে জনগণের মতামত চাওয়া হয়। বিভিন্ন মহল সে বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা, সমালোচনা করে তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেন। কিন্তু জনগণের সেসব মতামত গ্রহণ বা বর্জনের কোন সংখ্যাভিত্তিক তথ্য বা ব্যাখ্যা না দিয়ে এর কিছু শব্দ ও টার্ম পরিবর্তন করে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ চূড়ান্ত করা হয় এবং ৩ অক্টোবর ২০১০ জাতীয় সংসদে পাশ হয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রাক-কথন এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রদত্ত মুখবন্ধ সহ এতে মোট ২৮টি অধ্যায় এবং ২টি সংযোজনী রয়েছে। অর্থাৎ খসড়া শিক্ষানীতি থেকে ১টি অধ্যায় এবং ৫টি সংযোজনী ও ২টি সারণী বাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এর কোন কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সংযোজনী ২ ও ৩ বাদ দেয়া হয়েছে জাতিকে শিক্ষার বিষয়বস্তু ও ধরন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখার কৌশল হিসাবে। কারণ এ দু'টি সংযোজনীর একটিতে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর

পাঠ্য বিষয় তালিকা ও নম্বর বণ্টন দেখানো হয়েছিল। কিন্তু ২০১০ এর শিক্ষানীতিতে বুদ্ধিবৃত্তিক এমন কৌশলের আশ্রয় নেয়া হয়েছে, যাতে পাঠ্যক্রমে কী কী বিষয় আছে তা জানার কোন উপায় থাকছে না। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ মুখবন্ধে বলেছেন, 'শিক্ষানীতি কোন অপরিবর্তনীয় বিষয় নয়, এর পরিবর্তন ও উন্নয়নের পথ সব সময়ে উন্মুক্ত থাকবে। কোন ভুল-ত্রুটি হলে তা সংশোধন করা যাবে'। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর এ আশ্বাস বাণীতে আশ্বস্ত হয়ে শিক্ষানীতি ২০১০-এর প্রাককথন থেকে শুরু করে মুখবন্ধসহ কতিপয় অধ্যায়ের কতিপয় বিষয়ের গঠনমূলক সমালোচনা, পর্যালোচনা ও প্রস্তাবনা পেশ করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। যাতে পরবর্তীতে এ শিক্ষানীতিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও সংকোচনের মাধ্যমে একটি ধর্মীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষানীতির মাধ্যমে জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করা যায়।

প্রাক-কথন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রদত্ত প্রাক-কথনের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলেছেন, 'আওয়ামীলীগ আগামী প্রজন্মকে নৈতিক মূল্যবোধ, জাতীয় ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রস্তুতি পূর্বেই গ্রহণ করেছিল'।

আমরা জানি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান এবং তিনি নিজেও ধার্মিক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ। জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে তাঁর মাথায় হিজাব এবং হাতে তাসবীহ এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে। সুতরাং জাতি আশা করেছিল তিনি তাঁর বাণীতে আগামী প্রজন্মকে ধর্মীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত, নৈতিকতা সম্পন্ন, জাতীয় ঐতিহ্যে উদ্বুদ্ধ করে জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে তোলার আশাবাদ ব্যক্ত করবেন। কারণ ধর্মীয় মূল্যবোধ ব্যতীত নৈতিক মূল্যবোধ আশা করা বাতুলতা মাত্র। তেতুল গাছ লাগিয়ে সুমিষ্ট আঙ্গুর ফল প্রত্যাশা যেমন অর্থহীন ও অবাস্তব, তদ্রূপ ধর্মীয় মূল্যবোধ ব্যতীত নৈতিক মূল্যবোধ আশা করাও অবান্তর ও অনর্থক। কেবল আল্লাহভীতি, তাওহীদ-রিসালাতে বিশ্বাস ও পরকালীন জবাবদিহিতার ভয়ই কাউকে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে পারে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সাধুবাদ জানাই এজন্য যে, শেষ প্যারায় তিনি বলেছেন, 'এই শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য দিক হল এখানে ধর্ম, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে'। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য ও বাস্তব যে, জাতীয় শিক্ষানীতির অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ, কর্মকৌশল, পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচীর কোথাও তাঁর এ মূল্যবান বাণীর পুরো প্রতিফলন ঘটেনি। জাতীয় শিক্ষানীতিতে শেষোক্ত দু'টি বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করলেও সুকৌশলে ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা গেছে, প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার কর্মকৌশলে যথার্থভাবে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা নেই।

মুখবন্ধ

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মুখবন্ধে বলেছেন, 'এটা কোন দলীয় শিক্ষানীতি নয়, জনগণ তথা জাতির আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটিয়ে তৈরী করা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি'। এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর সাথে একমত পোষণ করতে পারছি না বলে দুঃখিত। কেননা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এটা একটি দলীয় শিক্ষানীতিরই প্রতিচ্ছবি। এ শিক্ষানীতি আদৌ জাতির আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার প্রতিফলন নয়। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত একটি স্বাধীন দেশের যে জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষার প্রতিটি স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা আবশ্যিক হিসাবে থাকবে না, সেটা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হয় কিভাবে? পঞ্চম প্যারার শেষাংশে লিখা রয়েছে, 'সবরকম বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্য শিক্ষানীতির মৌলিক ভিত্তি হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে'।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এ বক্তব্য প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু এ বক্তব্যের বাস্তব প্রতিফলন কতটুকু তা বিবেচ্য বিষয়। আসলেই কি এ শিক্ষানীতিতে মাদরাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মাঝের এবং সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যমান আকাশ-পাতাল বৈষম্যের অবসান ঘটানো হয়েছে। দেশে সরকারী ও রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৫৭,৭৩৩টি (বর্তমানে সব সরকারী) অথচ সরকারী ও রেজিস্ট্রার্ড ইবতেদায়ী মাদরাসা একটিও নেই। সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে ১৪,৭৮১টি। অথচ সরকারী দাখিল মাদরাসা একটিও নেই। সরকারী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ আছে ১০,৯১৬টি। অথচ সরকারী কামিল মাদরাসা আছে মাত্র ৩টি। সাধারণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৩৪টি। অথচ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আছে মাত্র ১টি। তাও আবার নামকাওয়াস্তে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। কেননা প্রতিষ্ঠালগ্নে প্রতিটি অনুষদের প্রতিটি গ্রুপে ২০০ নম্বর ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু বর্তমানে খোল-নলচে পাল্টে তা বিলুপ্ত করা হয়েছে। একই দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও, একই বাপের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও একজন সাধারণ শিক্ষার্থী সরকারী প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে। অথচ অন্যজন মাদরাসায় লেখাপড়া করার কারণে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক মাসিক বেতন পাচ্ছে ৯০০০-১৬০০০/- টাকা। অথচ হাতে গোনা কয়েকটি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসার শিক্ষক পাচ্ছে মাত্র ৫০০/-। তাও আবার অধিকাংশ স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসার শিক্ষকরা সরকারী এক টাকাও পায় না। সরকারী স্কুল-কলেজের ৮ম শ্রেণী পাশ একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী যে বেতন-বোনাস পাচ্ছে স্নাতক-স্নাতকোত্তর পাশ করা একজন বেসরকারী স্কুল বা দাখিল স্তরে কোন কোন সহকারী শিক্ষক

সে পরিমাণ বেতন-বোনাস পাচ্ছে না। সাধারণ শিক্ষার স্নাতক-স্নাতকোত্তর পাশ করে বি.সি.এস, এম.ফিল, পিএইচ.ডি করতে পারছে অথচ সমমান হওয়া সত্ত্বেও মাদরাসা থেকে ফাযিল কামিল পাশ করে বি.সি.এস, এম.ফিল, পিএইচ.ডি ইত্যাদি করতে সুযোগ পাচ্ছে না। এভাবে প্রতিটি স্তরে রয়েছে সীমাহীন বৈষম্য। এ শিক্ষানীতিতে এ বৈষম্যগুলো দূরীকরণে কোন প্রস্তাব বা দিক নির্দেশনা নেই। তাহ'লে এটা বৈষম্যহীন শিক্ষানীতি হ'ল কিভাবে তা আমাদের বোধগম্য নয়। মুখবন্ধের ৭ম প্যারায় বলা হয়েছে, 'মান সম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। মানসম্মত শিক্ষা ও দক্ষ জনসম্পদ গড়ার প্রধান শক্তি মানসম্মত দক্ষ নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক'।

মানসম্মত দক্ষ নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক পেতে হ'লে তাঁদের বেতন-ভাতাদিও মানসম্মত ও যুগোপযোগী হওয়া উচিত নয় কি? শিক্ষকতার পেশা আজ সবচেয়ে অবহেলিত। একই ডিগ্রী অর্জন করে অন্য পেশায় যে বেতন-ভাতা পাওয়া যায়, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের ভাগ্যে তার অর্ধেকও জোটে না। যার কারণে মেধাবীগণ শিক্ষকতা পেশায় আসতে চায় না। আর কতিপয় মেধাবী যারা শিক্ষকতা পেশায় আসছে তারা অর্থ সংকটের কারণে ক্লাসের চেয়ে বাইরে প্রাইভেট পড়ানো ও কোচিং-এ পাঠদানকে বেশী প্রাধান্য দিতে বাধ্য হচ্ছে। শিক্ষকদের জন্য সম্মানজনক ন্যায্য বেতন-ভাতাদির ব্যবস্থা না করেই ইতিমধ্যে শিক্ষকের জন্য প্রাইভেট-টিউশনি ও কোচিং-এ পাঠদান নিষিদ্ধের যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে, তাতে শিক্ষকতার পেশা আরও বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে।

মুখবন্ধের নবম প্যারায় বলা হয়েছে, 'মোটকথা সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষা, আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা, কম্পিউটার সহ আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষালাভ এবং তা আয়ত্ত ও প্রয়োগ করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য কারিগরি পেশাগত জ্ঞান ও শিক্ষা এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ অগ্রাধিকারের বিষয়'।

অবাক না হয়ে পারছি না এজন্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাণীতে ধর্ম, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বললেও অত্র প্যারায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়ের তালিকায় ধর্মীয় কোন বিষয়ের নাম উল্লেখ নেই। তাহ'লে কি ধরে নেয়া যায় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথার কোন মূল্যায়ন হয় না?

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

জাতীয় শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা'। শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্যের উপরোক্ত শব্দমালা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এখানে যতগুলো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সবগুলো শুধু ইহকালীন কল্যাণের জন্য নিবেদিত। একটি শব্দও পরকালীন মুক্তির উদ্দেশ্য নিবেদিত নয়। একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশের শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্যের প্রথমে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে বাক্যাংশটুকু কাম্য ছিল।

৪নং পয়েন্টে বলা হয়েছে, 'জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা'। এখানে জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে ইসলামের ইতিহাসের কথাও উল্লেখ করা উচিত ছিল। ১৪নং পয়েন্টে বলা হয়েছে, 'সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সম মৌলিক চিন্তা-চেতনা গড়ে তোলা এবং জাতির জন্য সম নাগরিক ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সব ধারায় শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ। একই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরেও একইভাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে পাঠদান'। সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সম মৌলিক চিন্তা-চেতনা গড়ে তোলার নীতি যৌক্তিক ও বাস্তবানুগ নয়। কারণ মানুষের চিন্তা ও চেতনা তার ধর্মীয় বিশ্বাস, কর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এক্ষেত্রে বরং শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব ধারার শিক্ষার ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে মৌলিক বিষয়ের সমমানের জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করাই যুক্তিযুক্ত। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করা যৌক্তিক ও বাস্ত বসম্মত নয়। কেননা দেশের বিদ্যমান শিক্ষাধারা হচ্ছে সাধারণ শিক্ষা, মাদরাসা শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও বিশেষ শিক্ষা (ইংলিশ মিডিয়াম এবং কওমী মাদরাসা)। এসব শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এক ও অভিন্ন নয়। এতে মাদরাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সাথে একীভূত করে মাদরাসা শিক্ষাকে বিলুপ্ত ও ধ্বংস করার অপকৌশল গ্রহণ করা হয়েছে।

২৩ নং পয়েন্টে বলা হয়েছে, 'দেশের আদিবাসী সহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো'। এ দেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলো সাংবিধানিকভাবে উপজাতি হিসাবে স্বীকৃত। সুতরাং তাদেরকে আদিবাসী বলা অসাংবিধানিক। আর তারা যদি আদিবাসী হয় তাহ'লে বাকি ৯৫% নাগরিক কি অভিবাসী, পরগাছা?

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কৌশল ৪-এ বলা হয়েছে, 'মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডায় ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত সকল ধর্মের শিশুদেরকে ধর্মীয় জ্ঞান, অক্ষর জ্ঞান সহ আধুনিক শিক্ষা ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদানের কর্মসূচি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে'। এ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মূলত ধর্ম শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে

মাদরাসা ও স্কুলে ধর্ম না পড়িয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা প্রভৃতি উপাসনালয়ের মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষাপ্রদানের কথা বলা হয়েছে। বস্তুতঃ এর মাধ্যমে ধর্ম শিক্ষাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ, রাষ্ট্র থেকে আলাদা করার কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। আমরা মনে করি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যিক করার পাশাপাশি মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা প্রভৃতি উপাসনালয়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা উচিত। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সম্মানিত সদস্যদের প্রতি আমার সবিনয় জিজ্ঞাসা, আপনাদের সন্তানদেরকে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য মসজিদ, মন্দির, গীর্জা বা প্যাগোডায় পাঠাবেন কি?

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধর্মীয় শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকায় একজন শিশু তৃতীয় শ্রেণীতে উঠার পূর্ব পর্যন্ত তিন বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একবারের জন্যও আল্লাহ, ভগবান, ঈশ্বর, গড প্রভৃতি শব্দগুলো শুনতে পাবে না। কারণ শিশু শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত কোন প্রকার ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা এতে রাখা হয়নি। পক্ষান্তরে এতে রাখা হয়েছে সহজ আকর্ষণীয় বিষয়ের নামে ছবি, রং, গল্প ও ছড়ার নামে শিশু মনে অশ্রাব্য মিথ্যা-বানোয়াট কল্প-কাহিনীর জন্ম দিয়ে তাদেরকে রূপকথার রূপকার হিসাবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যা ললিতকলারই নামান্তর। এ ধরনের উদ্ভট বানোয়াট কল্প-কাহিনী শিখিয়ে শিশুদেরকে ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে সরিয়ে রাখার পায়তারা করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বৃদ্ধি করে আট বছর তথা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে’। কিন্তু এতে কি ফায়দা হবে সে সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি এবং অপকারিতা ও সমস্যা সম্পর্কেও মনে হয় কোন চিন্তা-ভাবনা করা হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বৃদ্ধি করলে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত আরও তিনটি করে শ্রেণীকক্ষ বৃদ্ধি করতে হবে। অতিরিক্ত শিক্ষক ও আসবাবপত্র প্রয়োজন হবে। সে অতিরিক্ত শিক্ষক বিদ্যমান নিম্ন মাধ্যমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক হবে, নাকি নতুনভাবে নিয়োগ দেয়া হবে? যদি নতুনভাবে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়, তাহ’লে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও দাখিল স্তরের তিন লক্ষাধিক শিক্ষকের চাকুরির কি অবস্থা হবে? একই সাথে প্রশ্ন থেকে যায়, বিদ্যমান নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও দাখিল স্তরের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণী কি বিদ্যমান থাকবে, নাকি উক্ত দুই শ্রেণী বিলুপ্ত করা হবে? আর যদি নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও দাখিল স্তরে চাকুরিরত শিক্ষকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানান্তর করা হয় তাহ’লে তারা সরকারী শিক্ষক নাকি বেসরকারী শিক্ষক হিসাবে গণ্য হবে? (প্রকাশ থাকে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯০ ভাগই সরকারী (বর্তমানে শতভাগ সরকারী)। অন্যদিকে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮৭ ভাগই বেসরকারী)। এ ধরনের হাযারো প্রশ্নের কোন সমাধান না করেই অভূতপূর্ব ডিজিটাল পাণ্ডিত্য যাহির করা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতিতে। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে নিয়োগপ্রাপ্ত এসএসসি পাশ ৬০% মহিলা শিক্ষকদের (সমমান স্নাতক পাশ পুরুষ শিক্ষক) পক্ষে কি সম্ভব অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান করা?

প্রাথমিক শিক্ষার কৌশল পর্বের দ্বিতীয় প্যারায় বলা হয়েছে, ‘প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে’। অনুরূপভাবে ইবতেদায়ী মাদরাসাগুলোকে জাতীয়করণ করা হবে কি না ‘বৈষম্যহীন শিক্ষানীতি’ দাবীদার জাতীয় শিক্ষানীতিতে এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা নেই জেনে আমরা হতবাক। প্রাথমিক স্তরে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হ’লেও তা কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে সে সম্পর্কে কর্মকৌশলে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। বরং প্রাথমিক স্তরে বাধ্যতামূলক হিসাবে যে কয়টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে (বাংলা, ইংরেজি, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, সামাজিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি, তথ্য প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান) তন্মধ্যে ‘ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা’ বলতে কোন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। মূলতঃ এখানে সূক্ষ্ম চাতুরতার আশ্রয় নিয়ে ধর্মভিত্তিক নৈতিক শিক্ষার বিষয়ে প্রহসন করা হয়েছে।

বিভিন্ন ধারার সমন্বয় অনুচ্ছেদের শেষ দু’লাইনে বলা হয়েছে, ‘সাধারণ, কিন্ডার গার্টেন, ইংরেজি মাধ্যম ও সব ধরনের মাদরাসাসহ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নিয়মনীতি মেনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন হতে হবে’। আমাদের পরামর্শ হ’ল এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের শুধু নিবন্ধনই নয় বরং সাথে সাথে নিয়ন্ত্রণও করতে হবে। কারণ কিন্ডার গার্টেন, ক্যাডেট মাদরাসা ও স্কুল এগুলো এক ধরনের গলাকাটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এরা শিশু শ্রেণীতেই একটা ছেলেমেয়েকে ‘মহাপণ্ডিত’ বানিয়ে ফেলার স্বপ্ন দেখায়। ইংরেজী, বাংলা, আরবীর এক বোঝা বই সিলেবাসভুক্ত করে ছোট শিশুর মুখ দিয়ে কিছু ইংরেজী, আরবী মুখস্থ করিয়ে এবং পরীক্ষায় প্রাপ্যতার চেয়ে বেশী বেশী নম্বর দিয়ে বাবা-মাকে তাক লাগিয়ে দেয় ও তাদের পকেট থেকে মাসে মাসে হাযার হাযার টাকা খসিয়ে নেয়। অথচ ঐসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদরাসাগুলির ব্যর্থতা ও অপ্রতুলতার কারণে সুযোগসন্ধানী লোকেরা এভাবে সর্বত্র শিক্ষাবাণিজ্য শুরু করেছে। সুতরাং এসব প্রতিষ্ঠানের সরকারী নিয়ন্ত্রণ আশু প্রয়োজন।

[চলবে

আধুনিক বিজ্ঞানে ইসলামের ভূমিকা

*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর**

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বা complete code of life. মানব জাতির জন্য প্রয়োজন এমন কোন বিষয় নেই যার বিবরণ ও সুষ্ঠু সমাধান ইসলামে নেই। ইসলাম মানব সমাজকে যা দিয়েছে, অন্য কোন ধর্ম তা দিতে অধ্যাবধি সক্ষম হয়নি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনেও ইসলামের অবদান অসামান্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচনে ইসলাম প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। বলা যায়, আধুনিক বিজ্ঞানের নবজাগরণ সৃষ্টিতে ইসলামের ভূমিকা সর্বাধিক। দেড় হাযার বছর পূর্বে জাহেলিয়াতের প্রগাঢ় অন্ধকারে মানব জাতি অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত থাকা অবস্থায় বিশ্ব প্রভু মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেন ইসলামের প্রধান উৎস আল-কুরআন। যাকে তিনি বিজ্ঞানময় বলে ঘোষণা করেন *(ইয়াসীন ২)*। সে সময় থেকেই ইসলাম বিজ্ঞান সম্পর্কিত নির্ভুল তথ্য প্রদান করে আসছে। তাই ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের কোনই বিরোধ নেই। যদিও কেউ কেউ বিজ্ঞানে ইসলামের অবদানকে খুবই খাটো করে দেখার চেষ্টা করেছেন। এটা বড় পরিতাপের বিষয়। ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকার কারণেই এমনটি হয়েছে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও বিজ্ঞান গবেষণার অনেক উপাত্ত রেখে গেছেন। যা বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন। ইসলাম সর্বদা বিজ্ঞানকে সামনের দিকে এগিয়ে দিতে চেয়েছে। বক্ষমাণ প্রবন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানে ইসলামের ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

বিজ্ঞান অর্থ বিশেষ জ্ঞান। আমাদের চারপাশে দৃশ্যমান মানব, জীবজগত ও বিভিন্ন বস্তু মানুষের মনে কৌতুহল সৃষ্টি করে এবং এসবের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে ফিরে। এই বিশাল বিশ্বজগত কেমন করে চলছে সেই সত্য উদঘাটনই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। কিন্তু বাহ্যিকভাবে পঞ্চেন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকেই বিজ্ঞান একদিন শ্বাশত সত্য বলে যাহির করেছিল এবং ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আল্লাহ্র বাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অথচ বিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বললেন, Science without religion is lame and religion without science is blind অর্থাৎ ধর্মহীন বিজ্ঞান খোড়া এবং বিজ্ঞানহীন ধর্ম অন্ধ।[৪৫] বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরের পরিপূরক। এতদুভয়ের মধ্যে বিরোধ বা সংঘর্ষের আশংকা থাকতে পারে না। সুতরাং ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই। আবার এই বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদানও অনস্বীকার্য। যা অমুসলিম মনীষীগণও স্বীকার করেছেন। যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদানের কথা স্বীকার করে সার্টন বলেন, মানব সমাজের প্রধান কাজ মুসলমানগণ সাধন করেছেন। শ্রেষ্ঠ গণিতবেত্তা আবু কামিল ও ইবরাহীম ইবনে সিনান ছিলেন মুসলমান। সর্বশ্রেষ্ঠ ভূ-গোলবিদ ও বিশ্বকোষ প্রণেতা আল-মাসঊদী ছিলেন মুসলমান। সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আত-তাবারীও ছিলেন মুসলমান।[৪৬] আমরা প্রকৃত সত্য উদঘাটনের মানসে সজাগ দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই, প্রতিটি বিষয়ে মুসলমানদের অবদান অসামান্য। যেমন আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞানে মুসলমানদের ভূমিকার বর্ণনা দিতে গিয়ে মনীষী রবার্ট ব্রিফো নির্দ্বিধায় উল্লেখ করেছেন,

Science is the most momentous contribution of Arab civilization to the modern world. The debt of our science to the Arabs does not consist in starting discoveries or revolutionary theories; Science owes a great deal more to Arab culture it owes its existence.

অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞান শুধুমাত্র চমকপ্রদ আবিষ্কার বা যুগান্তকারী তত্ত্বকথার জন্যই মুসলমানদের কাছে ঋণী নয়, আধুনিক বিজ্ঞান তার অস্তিত্বের জন্যই মুসলমানদের নিকট চিরঋণী। বলা বাহুল্য, ইসলামের আবির্ভাব না ঘটলে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হ'ত না। হ'লেও তা নিশ্চিতরূপে যথেষ্ট বিলম্বিত হ'ত'।[৪৭] অনুরূপভাবে বিখ্যাত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও স্বীকৃতি প্রদান করেছেন,

Among ancients we do not find the scientific method in Egypt or China or India. We find just a dit of it in old Greece. In Rome again it was absent. But the Arabs had this scientific spirit of inquiry and so they may be considered the fathers of modern science.

অর্থাৎ আমরা মিশরীয়, চীনা ও ভারতীয় আদি সভ্যতাগুলোতে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব খুঁজে পাই না। তবে প্রাচীন গ্রীস সভ্যতায় এর কিছুটা প্রমাণ মেলে। আর রোম সভ্যতায় তা ছিল রীতিমত অনুপস্থিত। কিন্তু আরবদের মাঝে প্রাণবন্ত, অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞান বিদ্যমান ছিল। সুতরাং তাদেরকে (মুসলিমদেরকে) আধুনিক বিজ্ঞানের জনক বলা যেতে পারে।[৪৮]

পবিত্র কুরআনে বিভিন্নভাবে মানুষকে বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ছোট বড় অণু-পরমাণু এমন কোন বস্তু নেই যার উল্লেখ সুস্পষ্ট কিতাবে (কুরআনে) নেই' *(সাবা ৩)*। তিনি

---

* *আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*

৪৫. *বিজ্ঞান চর্চায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০১), পৃঃ ৬৩।*

৪৬. *অধ্যাপক কে. আলী, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, (ঢাকা: আলী পাবলিকেন্স, ১৯৮১), পৃঃ ২৩১।*

৪৭. *Robert Briffault, The making of History (London; 1934), P. 191.*

৪৮. *Jawaharlal Nehru, Glimpses of world History (London: 1934), P. 154.*

অন্যত্র বলেন, انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার প্রতি লক্ষ্য কর' *(ইউনুস ১০১)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণার যথেষ্ট খোরাক রয়েছে। জার্মান বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন কুরআনের আয়াতেরই ভাব প্রকাশ করলেন এভাবে, He who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe is as good as dead and his eyes are closed.

অর্থাৎ 'যে মানুষ সৃষ্টি জগতের অবলিলা দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয় না, তার মনে ভয়-ভীতি রেখাপাত করে না, সে যেন মৃতবৎ, দৃষ্টিশক্তি তার রহিত হয়ে গেছে'।[৪৯]

মানুষের সামনে আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, 'তাদের জন্য আর একটি নিদর্শন রাত্রি, আমরা তা হ'তে দিনকে বের করে আনি, তৎক্ষণাৎ তারা অন্ধকারে এসে যায় এবং সূর্য তার নিজের অবস্থান স্তরেরও পর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চলেছে, এটা সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ আল্লাহ্রই নির্দেশ। চন্দ্রের জন্য আমরা তার মনযিল নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, এমনকি অবশেষে তা পুনরায় খেজুরের পুরাতন শুকনা শাখার মত হয়ে যায়। সূর্যের সাধ্য নেই যে, চন্দ্রকে ধরতে পারে এবং রাত্রিরও ক্ষমতা নেই যে, দিনকে অতিক্রম করে। প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষ পথে চলছে' *(ইয়াসীন ৩৭-৪০)*।

উপরোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে বহুবিধ নিয়মের দৃষ্টান্ত উঠে এসেছে। এসব নিয়ম মহাশূন্যে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র সমূহের কার্যাবলী ও গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এসব জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের গঠন ও শৃংখলা দর্শন করলে বিস্ময়ে অভিভূত হ'তে হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কিছু নেই যারা বিশৃংখলভাবে ঘোরাফেরা করে বেড়াচ্ছে। সবকিছুই সুমহান সৃষ্টিকর্তার নিয়মের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে।[৫০]

ইসলাম মানুষকে বিভিন্নভাবে বিজ্ঞান গবেষণায় উৎসাহিত করেছে। যার ভূরিভূরি প্রমাণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বিদ্যমান। এসব বিষয় গবেষণা করে মুসলিমগণ অনেক জিনিস আবিষ্কারের শুভ সূচনাও করেছিলেন। কালক্রমে তা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের হাতে চলে যায়। পবিত্র কুরআনের বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনাকে মেনে নিয়ে ড. মরিস বুকাইলি বলেন, 'কুরআনের এমন একটা বক্তব্যও নেই, যে বক্তব্যকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিচারে খণ্ডন করা যেতে পারে'।[৫১] পবিত্র কুরআনে একাধিক আয়াতে ভূগোল গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ভূগোল বিষয়ক তত্ত্ব প্রণয়ন, মূল্যবান প্রবন্ধাবলীর সংকলন ও প্রাপ্ত তথ্যাবলীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুসলমানগণ ভূগোল শাস্ত্রে অত্যন্ত উঁচুমানের অবদান রেখেছেন।[৫২] পি.কে. হিট্টি বলেন, মুসলমানদের ভূগোল গবেষণার মূলে প্রধান প্রেরণা ছিল পবিত্র হজ্জ পালন, মসজিদের ক্বিবলা নির্ধারণ এবং ছালাতের দিক নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা।[৫৩] ভূগোল ও জ্যোতির্বিদ্যায়ও স্পেনের মুসলমানরা বিখ্যাত ছিলেন। খলীফা আল-মামূন ও ফার্নেল পৃথিবীর পরিধি মাপেন। তাঁরাই প্রথম পৃথিবী গোলাকার এবং স্থির নয়, এ তথ্য প্রদান করেন। কিন্তু এর কয়েকশ' বৎসর পরেও ইউরোপবাসীদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, পৃথিবী স্থির ও সমতল।[৫৪] একজন মুসলিম গবেষক তাইতো আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলেছেন, ঊনসত্তরজন মুসলমান ভূগোলবিদ নিয়ে পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র কি আঁকা হয়নি? যার নাম দেয়া হয়েছিল 'ছূরাতুল আরয' অর্থাৎ পৃথিবীর আকার। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কম্পাস যন্ত্রের আবিষ্কারক হচ্ছেন ইবনে আহমাদ- স্যার বারটনের বিবরণে স্পষ্টভাবে কি তা লেখা নেই?[৫৫]

দশমিক প্রথা, বীজগণিত, সংখ্যা গণনা পদ্ধতি প্রভৃতি বিজ্ঞানের শাখাগুলোও মুসলমানদের আবিষ্কার। অধ্যাপক আর্নল্ডের মতে, তারা (মুসলমানগণ) প্রকৃতপক্ষে সমতল ক্ষেত্র ও গোলাকার ত্রিকোণমিতির প্রতিষ্ঠাতা। তা প্রকৃতপক্ষে গ্রীক পণ্ডিতদের জানা ছিল না। তিনি আরো বলেন, আরবগণ পাশ্চাত্য জগতকে সংখ্যা গণনা পদ্ধতি শিক্ষাদান করেন। ফলে আরবী প্রতীক এখনও পৃথিবীর সকল জাতি ব্যবহার করে।[৫৬] তারাই বীজগণিতকে পূর্ণাঙ্গরূপ দান করেন। এটা তাঁদের একক গৌরবময় কীর্তি বলে জগতবাসী স্বীকার করে নিয়েছেন। বীজগণিত ছাড়া পরিসংখ্যান, অংক, জ্যামিতি প্রভৃতি ফলিত বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাও মুসলমানদের আবিষ্কার। তারাই প্রথম ইউক্লিডের জ্যামিতি অনুবাদ করেন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের সমীকরণ আবিষ্কার করে দ্বিঘাত সমীকরণ ও দ্বিপদ উপপাদ্যের উন্নতি সাধন করেন।[৫৭] তাঁদের গাণিতিক আবিষ্কারগুলো মুসলিম নাবিক, বণিক, সমুদ্রচারী ও ভ্রমণকারী পণ্ডিতগণ ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে নিয়ে যান এবং তাঁদেরই মাধ্যমে ইউরোপসহ পৃথিবীর অন্য জাতিগুলো এ বিষয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন।[৫৮] মুহাম্মাদ ইবনু জাবির আল-বাত্তানী (৮৫৮-৯২৯ খৃঃ), আবুল ওয়াফা (৯৪০-৯৯৭ খৃঃ), বিখ্যাত দার্শনিক আল-কিন্দী (৮৭৪ খৃঃ), আল-বালাখী (৮৮৮ খৃঃ), আল-সারাখামী (৮৮৮ খৃঃ), নাছিরুদ্দীন তুসী

---

৪৯. বিজ্ঞান চর্চায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ, পৃঃ ৬৭।

৫০. Written by a Board of Researchers, Scientific Indication in the Holy Quran (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, December 1990), p. 173.

৫১. ডঃ মরিস বুকাইলি, রূপান্তর: আখতার উল আলম, বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, (ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ১৯৯৬), পৃঃ ১০।

৫২. ডঃ নাফিস আহমাদ, রূপান্তর: মুহাম্মাদ নূরুল আমিন জাওহার, ভূগোল বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫), পৃঃ ১৫।

৫৩. P.K. Hitti, History of the Arabs, (London, 1970), P. 383.

৫৪. সরকার শরীফুল ইসলাম, মুসলিম স্পেন, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃঃ ৬৫।

৫৫. গোলাম আহমদ মোর্তজা, বাজেয়াপ্ত ইতিহাস (বর্ধমান: বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, সপ্তম সংস্করণ, ২০০২), পৃঃ ৭৪।

৫৬. মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, পৃঃ ২৫১।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫২।

৫৮. ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার, ইসলাম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান (ঢাকাঃ ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী, ১৯৯২), পৃঃ ৪০।

এবং আরো অনেক মুসলিম বিজ্ঞানী গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার উপর মৌলিক অবদান রেখে গেছেন। গণিতশাস্ত্র বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। এই বিজ্ঞানেই যখন মুসলিম বিজ্ঞানীগণ অবদান রেখে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক ও বিজ্ঞানী হ'তে পেরেছেন তখন বিজ্ঞানকেও সমৃদ্ধ ও আলোকিত করেছিলেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।[৫৯] মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আল-খাওয়ারিজমী পৃথিবীতে প্রথম বীজগণিতের জন্মদাতা। সে সময়ে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গণিতজ্ঞ ছিলেন।[৬০]

চিকিৎসা বিজ্ঞানেও মুসলমানদের অসামান্য অবদান রয়েছে। আর-রাযী মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম এবং সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ ছিলেন। তিনি তরুণ বয়সে আলকেমী চর্চা করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তার খ্যাতি যখন পশ্চিম এশিয়ার সকল অঞ্চলের শিষ্য ও রোগী আকর্ষণ করে তখন তিনি একান্তভাবে চিকিৎসাশাস্ত্রে আত্মনিয়োগ করেন। তার জ্ঞান ছিল সর্বব্যাপক এবং বৈজ্ঞানিক অবদান ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ২০০টিরও বেশী গ্রন্থ রচনা করেন, যার অর্ধেক চিকিৎসা সংক্রান্ত।[৬১]

মহানবী (ছাঃ) চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলিম জাতিকে উৎসাহিত করে বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ দেননি যার ঔষধ তৈরী করেননি'।[৬২] অন্যত্র তিনি বলেন, 'প্রত্যেক রোগের জন্য ঔষধ রয়েছে। সুতরাং সঠিক ঔষধ যখন রোগের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন আল্লাহ্র হুকুমে রোগী রোগমুক্ত হয়ে যায়'।[৬৩] তিনি আরো বলেন, 'জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের তাপ হ'তে। সুতরাং তোমরা পানি দ্বারা তা ঠাণ্ডা কর'।[৬৪] জ্বরে পানি ও বরফের ব্যবহার বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত এবং এটি একটি সাধারণ ব্যবস্থা। জ্বর বেড়ে গেলে মাথায় পানি ঢেলে কিংবা আইস-ব্যাগ লাগিয়ে তাপ নিবারণ করা একটি ডাক্তারী বিধান। সুতরাং একথা মানতেই হবে যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর এই বাণী আধুনিককালের চিকিৎসাশাস্ত্রেও বিধিসম্মত।[৬৫] মহানবী (ছাঃ) আরো বলেন, 'কালজিরার মধ্যে মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের প্রতিষেধক নিহিত রয়েছে'।[৬৬] এ কালজিরা বহু রোগের প্রতিরোধক হিসাবে বর্তমানে স্বীকৃত। যেমন কটু অম্ল, রস ও উষ্ণবীর্য্য এবং আদোষ, ক্রিমি, অপান বায়ুর উদার্যতা, উদররোগ, হৃদরোগ ও অর্শরোগে হিতকর।[৬৭]

এভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আমরা মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের অবদান দেখতে পাই। যেমন পৃথিবীতে প্রথম বন্দুক তৈরী ও উন্নত ধরনের বারুদের ব্যবহার মুসলমানদের মাধ্যমেই হয়। সিরিয়ার মুসলমানগণ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম চিনি তৈরী করেন এবং আরবী 'সাকার' (অর্থ চিনি) নাম তাঁদেরই দেয়া। তার থেকেই ইংরেজী 'সুগার' শব্দ উদ্ভূত।[৬৮] জলের গভীরতা ও সমুদ্রের স্রোত-মাপক যন্ত্রের আবিষ্কারক ইবনে আব্দুল মজীদ নামক মুসলমান। ৭০২ খ্রীঃ তুলা থেকে তুলট কাগজ প্রথম তৈরী করেন ইউসুফ ইবনে ওমর। তার দু'বছর পর বাগদাদে কাগজের কারখানা তৈরী হয়।[৬৯] খলীফা হারূনুর রশীদের যুগে মুসলিম বিজ্ঞানীরাই সর্বপ্রথম জলঘড়ি তৈরী করেন।[৭০] প্রথম পানি জমিয়ে বরফ তৈরী করাও মুসলিম বিজ্ঞানীদের অমর কীর্তি। ইউরোপ তার অনেক পর নিজের দেশে বরফ প্রস্তুত কারখানা চালু করে।[৭১]

মুসলিম আমলে স্পেনে সব ধরনের চাষাবাদ করা হ'ত। ভবিষ্যতের জন্য স্পেনে সব সময়ই খাদ্য সংগৃহীত করে রাখা হ'ত। এসব খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় সরকারী খাদ্যগুদাম ছিল। সেই আমলে কর্ডোবা, সেভিল, গ্রানাডা, সারাগোজা, টলেডো প্রভৃতি জায়গায় বড় বড় গুদাম তৈরী করা হয়। টলেডো এবং গ্রানাডার আবহাওয়া শষ্য রক্ষার অত্যন্ত অনুকূল ছিল। পাহাড়ের গায়ে তৈরী এসব গুদামের (কোল্ড স্টোরেজ) শষ্য ৫০ থেকে ৭০ বৎসর পর্যন্ত অবিকৃত থাকত (যা আধুনিক যুগেও প্রায় অসম্ভব)। শুকনো ফলমূল ১০ বছর পর্যন্ত রাখা যেত। গ্রানাডা অধিকারের দু'শো বছর পরেও সেখানকার এক গুদামের শষ্য সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।[৭২]

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণের লিখিত ইসলামের অবদান সম্পর্কে অধ্যয়ন করলে আমরা স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারি যে, বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে মুসলমানদের দান অপরিসীম। ঐতিহাসিক গীবন তাঁর 'Decline and fall of Roman Empire' গ্রন্থে বলেন, লন্ডনের রাস্তা যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকত, কর্ডোভার রাস্তা তখন আলোয় উদ্ভাসিত থাকত। ড্রেপার, গীজা ডেভেনপোর্ট, লেইনপুল, সার্টন, হিট্টি প্রমুখ পাশ্চাত্য খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতিতে মুসলিম অবদানের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন।[৭৩] এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন, অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হ'তে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত আরবী

৫৯. *বিজ্ঞান চর্চায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ, পৃঃ ৩০৪; বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন- Ameer Ali, The Spirit of Islam (London-1967), P. 360-403.*
৬০. *গোলাম আহমাদ মোর্তজা, চেপে রাখা ইতিহাস (বর্ধমান: বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, অষ্টম মুদ্রণ, ২০০০), পৃঃ ২৫।*
৬১. *নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী, পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন-২০০০), পৃঃ ৩৩০।*
৬২. *বুখারী, মিশকাত, হা/৪৫১৪।*
৬৩. *মুসলিম, মিশকাত, হা/৪৫১৫।*
৬৪. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/৪৫২৫।*
৬৫. *আফলাতুল কায়সার অনূদিত, বাংলা মিশকাত, (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, জুন-১৯৯৫ ইং), পৃঃ ৮/২৬৫-২৬৬।*
৬৬. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/৪৫২০।*
৬৭. *শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, দ্রব্যগুণ-শিক্ষা (কলিকাতা: নগেন্দ্র টীম প্রিন্টিং ১৯১৯ ইং), পৃঃ ৭২।*
৬৮. *বাজেয়াপ্ত ইতিহাস, পৃঃ ৭৪।*
৬৯. *চেপে রাখা ইতিহাস, পৃঃ ২২।*
৭০. *বাজেয়াপ্ত ইতিহাস, পৃঃ ৭৫।*
৭১. *চেপে রাখা ইতিহাস, পৃঃ ২২।*
৭২. *মুসলিম স্পেন, পৃঃ ৩৫।*
৭৩. *বিজ্ঞান চর্চায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ, পৃঃ ২৮৮-২৮৯।*

ভাষাভাষী লোকেরা সমগ্র বিশ্বের বুদ্ধি ও সভ্যতার আলোকবর্তিকা ছিলেন। তাঁদের মাধ্যমে প্রাচীন বিজ্ঞান এবং দর্শন পুনরুজ্জীবিত, সংযোজিত ও সম্প্রসারিত হয়। যার ফলে পশ্চিম ইউরোপে রেনেসাঁর উন্মেষ সম্ভবপর হয়।[৭৪]

একজন গবেষক হাযার বছর পূর্বের মুসলিম স্পেনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, আটটি বড় শহর ও তিন হাযারের বেশী ছোট ছোট শহর কর্ডোভার অধীনে ছিল। প্রতি বৎসর রাজস্ব পাওয়া যেত আঠারো কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা। শহরের প্রত্যেকটি রাস্তার ধারে রাত্রে সরকারী বাতি জ্বলতো। অথচ এর সাতশ' বছর পরেও লন্ডনের রাজপথে কোন বাতির চিহ্ন ছিল না।[৭৫] রাজকর্মচারীদের প্রাসাদ ছাড়াও সাধারণ লোকদেরই ১,১৩,০০০ প্রাসাদ, ৩,৮০০ মসজিদ, ৯০০ স্নানাগার ও ৪,০০০ দোকান ছিল। আধুনিক কোন ইউরোপীয় শহরও এত সমৃদ্ধশালী কি-না তা সন্দেহের বিষয়।[৭৬] মোটকথা সে সময় মুসলিম স্পেন সভ্যতার চরম শিখরে উন্নীত ছিল।

মুসলিম জাতি শিক্ষা-দিক্ষায়ও পিছিয়ে ছিল না। মেজর আর্থার গ্রীন লিনওয়ার্ড বলেন, আরববাসীদের উচ্চশিক্ষা, সভ্যতা ও মানসিক উৎকর্ষ এবং তাদের উচ্চশিক্ষার প্রণালী প্রবর্তিত না হ'লে ইউরোপ অদ্যাপি অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমগ্ন থাকত। বিজেতার উপর সদ্ব্যবহার ও উদারতা তাঁরা যে প্রকার প্রদর্শন করেছিলেন তা প্রকৃতই চিত্তাকর্ষক।[৭৭]

যখন ইউরোপে অন্ধযুগের অভিশাপে শিক্ষা শুধু গীর্জা ও মঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তখন কর্ডোভা, গ্রানাডা, সেভিল, জ্যালেনসিয়া, টলেডো, জাতিভা ও আলমেরিয়ায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গড়ে উঠেছিল। এসব মুসলিম সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করে। এগুলোকে ইউরোপ আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্মদাতা বলা যায়। অবশ্য ইংরেজরা তাদের লেখায় পরিষ্কারভাবে তা স্বীকার করেছেন। যেমন মিঃ নিকোলসন বলেছেন, মুসলমানদের কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় স্পেন, ফ্রান্স, ইটালী এমনকি জার্মানীর জ্ঞান সাধকদের চুম্বকের মতো টেনে আনতো।[৭৮] একমাত্র কর্ডোভাতে বিনা বেতনে শিক্ষাদানের জন্য স্কুলের সংখ্যা ছিল ৮০০টি। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকেই শিক্ষার্থীরা এখানে এসে ভিড় করত। জাতশত্রু খৃষ্টানরাও এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেত। দ্বিতীয় 'পোপ সিলভারস্টার' জারবার্তা এর শিক্ষালাভ ঘটেছিল কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কুরআন ও মুসলিম আইন ছাড়াও গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু, প্রকৃতি বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, কবিতা, শিল্প, রসায়ন ও সঙ্গীত শিল্প শিক্ষা দেয়া হ'ত। নবম শতাব্দীতে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১১ হাযার।[৭৯]

সে সময় মিশরের সুলতান মোস্তানছিরের লাইব্রেরীতে আশি হাযার, ত্রিপোলীর লাইব্রেরীতে দুই লক্ষ, স্পেনের খলীফা দ্বতীয় হাকামের লাইব্রেরীতে ছয় লক্ষ ও কায়রোর ফাতেমিয়া খলীফাদের লাইব্রেরীতে দশ লক্ষ পুস্তক ছিল।[৮০]

স্বামী বিবেকানন্দ এ সত্যটি স্বীকার করে বলেন, মুর নামক মুসলমান জাতি স্পেন (Spain) দেশে অতি সুসভ্য রাজ্য স্থাপন করলে, নানা বিদ্যা চর্চা করলে ইউরোপে প্রথম ইউনিভার্সিটি হ'ল। ইতালি, ফ্রান্স, সুদূর ইংল্যান্ড হ'তে বিদ্যা শিখতে এল। বাড়ি-ঘরদোর সব নতুন ঢঙে বনতে লাগল।[৮১] শ্রী মানবেন্দ্রনাথ রায় বলেন, Leaming form the Muslim Europe became the leader of modern civilization. অর্থাৎ মুসলিম শিক্ষার প্রভাবেই ইউরোপ আধুনিক সভ্যতার নেতা হ'তে পেরেছে।[৮২]

আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে এ কথাই বলতে হয় যে, আধুনিক বিজ্ঞানে মুসলমানদের ভূমিকা অপরিসীম। যার সত্যতা অমুসলিম জ্ঞান সাধকরাও অকপটে স্বীকার করেছেন। শিক্ষা-সভ্যতা, কুরআন-সুন্নাহ, দর্শন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত প্রভৃতি বিদ্যায় ছিল মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ। কালক্রমে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়ে মুসলিম সভ্যতার পতন ঘটে। সাথে সাথে সব কিছুই চলে যায় তাদের নিয়ন্ত্রণে। পিছিয়ে পড়ে মুসলিম জাতি। যা আজও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই বলে তাদের অতীত অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। প্রতিটি জিনিসের সূচনাকারীর স্থান সর্বগ্রে এটা চির সত্য কথা।

ইসলাম বিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক নয়, বরং ইসলাম বিজ্ঞানকে ঢেলে সাজাতে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছে। তাই আমরা বলতে পারি, বিশ্ব সভ্যতায় ইসলামের অবদান সর্বাধিক। এ প্রসঙ্গে আধুনিক পণ্ডিত মিঃ ব্রিফল্ট-এর মন্তব্য পেশ করে আলোচনার শেষ করতে পারি, Science is the most momentous contribution of Arab civilization to the modern world. 'আধুনিক বিশ্বের জন্য বিজ্ঞান হ'ল আরব সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ দান'।[৮৩] তিনি আরো জোর দিয়ে বলেন, European Science owes its existence to the Arabs. অর্থাৎ 'ইউরোপীয় বিজ্ঞান তার অস্তিত্বের জন্যই আরবদের তথা মুসলমানদের নিকট চিরঋণী'।[৮৪]

---

৭৪. *History of the Arabs, P. 557.*
৭৫. *মুসলিম স্পেন, পৃঃ ৭৩-৭৪।*
৭৬. *তদেব, পৃঃ ৭৪।*
৭৭. *চেপে রাখা ইতিহাস, পৃঃ ১৮।*
৭৮. *তদেব, পৃঃ ২৭-২৮।*
৭৯. *মুসলিম স্পেন, পৃঃ ৫২-৫৩।*
৮০. *তদেব, পৃঃ ৫৪।*
৮১. *বাজেয়াপ্ত ইতিহাস, পৃঃ ৫১।*
৮২. *চেপে রাখা ইতিহাস, পৃঃ ১৯।*
৮৩. *বিজ্ঞান চর্চায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ, পৃঃ ৩০৪।*
৮৪. *তদেব, পৃঃ ৩০৪।*

মানবাধিকার ও ইসলাম

*শামসুল আলম**

(১৩তম কিস্তি)

সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া কাউকে বন্দী করা বা অন্তরীণ রাখা নিষিদ্ধ :

Article-9. No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.[৮৫] 'কোন ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া বন্দী, আটক বা অন্তরীণ রাখা যাবে না' (অনুঃ ৯)।

অর্থাৎ জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের ৯নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে, কোন ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া বন্দী, আটক বা অন্তরীণ (কারারুদ্ধ) রাখা যাবে না। যদি রাখা হয় তা হবে মানবাধিকার পরিপন্থী। এ ধারার প্রথমাংশে `Complain' বা 'অভিযোগ' শব্দটির যে সংযোজন করা হয়েছে তা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ ও সমালোচনামূলক। কারণ উক্ত ধারাতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেবল অভিযোগ থাকলেই তাকে গ্রেফতার, আটক বা কারারুদ্ধ রাখা যাবে, অন্যথা নয়। সুতরাং এখানে অভিযোগ (Complain) কি এবং কোন কোন অভিযোগের ভিত্তিতে কাউকে আটক করা বা আটকাদেশ (Detantion) দেয়া যায়, তা খতিয়ে দেখা দরকার। যেমন এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ফৌজদারী আইনের ৫৪ (১) ধারায় উল্লেখ রয়েছে, কোন পুলিশ অফিসার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অথবা ওয়ারেন্ট ব্যতীত ৯ ধরণের ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারেন। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন হ'ল-

প্রথমতঃ কোন আমলযোগ্য অপরাধের সাথে জড়িত কোন ব্যক্তি, যার বিরুদ্ধে যুক্তিসংজ্ঞত অভিযোগ করা হয়েছে অথবা বিশ্বাসযোগ্য খবর পাওয়া গেছে অথবা যুক্তিসংগত সন্দেহ রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ আইনসঙ্গত অজুহাত ব্যতীত যার নিকট ঘর ভাঙ্গার কোন সরঞ্জাম রয়েছে।

তৃতীয়তঃ এই কার্যবিধি অনুসারে অথবা সরকারের আদেশ দ্বারা যাকে অপরাধী বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

চতুর্থতঃ চোরাই বলে সন্দেহ করা যেতে পারে এরূপ মাল যার নিকট রয়েছে এবং যে এরূপ মাল সম্পর্কে কোন অপরাধ করেছে বলে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ রয়েছে।

পঞ্চমতঃ পুলিশকে তার কাজে বাধা দানকারী ব্যক্তি অথবা যে ব্যক্তি আইনসঙ্গত হেফাজত হ'তে পালিয়েছে অথবা পালানোর চেষ্টা করেছে এমন ব্যক্তি।[৮৬]

এছাড়া ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৫, ৫৭ ও ১৫১ ধারা অনুসারে পুলিশ বিনা পরওয়ানা (Warrent) বা ম্যাজিস্ট্রেট-এর আদেশ ছাড়া যে কাউকে গ্রেফতার করতে পারেন। যেমন- ১৫১ ধারায় উল্লেখ রয়েছে, কোন পুলিশ অফিসার যদি কোন আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারেন এবং তাঁর নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, এই অপরাধ সংঘটন অন্যভাবে নিবারণ করা যাবে না, তাহ'লে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ও ওয়ারেন্ট ব্যতীত ষড়যন্ত্রকারী ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারবেন।[৮৭]

উপরোক্ত ধারাগুলো পড়লে মনে হয় যে, পুলিশের হাতে এই বৃটিশ রচিত ফৌজদারী বিধান বিপুল ক্ষমতা দিয়েছে। শুধুমাত্র সন্দেহের বশীভূত হয়ে তারা বিনা ওয়ারেন্টে যেকোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারেন। এমনকি অনির্দিষ্ট কালের জন্য জেলে আটক রাখতে পারেন।

ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ : ইসলাম মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। একটি ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অপরাধ প্রবণতাকে প্রতিকারের লক্ষ্যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবশ্য বিদ্যমান। যাকে বাংলায় ফৌজদারী আইন, ইংরেজীতে Criminal law এবং আরবীতে বলা হয় قَانُوْن جِنَائِى 'ক্বানূন জিনাঈ'।

ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য নির্বাহী, বিচার ও প্রশাসন বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়। এখানে পক্ষপাতিত্ব ও অন্যায়-অবিচারের যেমন কোন সুযোগ নেই, তেমনি রাষ্ট্র জোর করে ও অযৌক্তিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে কেবল সন্দেহ বশতঃ কাউকে গ্রেফতার, বন্দী বা অন্তরীণ রাখতে পারে না। কারণ কুরআনে আছে ভাল করে যাচাই-বাছাই না করে কেবল অনুমান বা সন্দেহের উপর নির্ভর করে কাউকে কিছু বলা বা করা যাবে না *(হুজুরাত ৪৯/৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা অবশ্যই ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা'...।[৮৮] এটা কঠিন পাপের কারণ। আর বিচার ব্যবস্থার কথা তো পরের কথা। এখানে সাক্ষী ছাড়া কোন বিচারও নেই। কোনরূপ সাক্ষী ছাড়া বিচার করা, আটক বা বন্দী রাখার অর্থই হচ্ছে মানুষের উপর যুলুম করা, যা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই যুলুমের কারণে মানুষ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হ'তে পারে। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক যুলুমই ক্বিয়ামতের দিনে অন্ধকারের কারণ হয়ে দাঁড়াবে'।[৮৯] অর্থাৎ যদি কেউ কারও উপর অন্যায়ভাবে কোন কিছু চাপিয়ে দেয় অথবা সে যা করেনি তাকে সে দোষে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তাহ'লে ক্বিয়ামতের ময়দানে উক্ত ব্যক্তিকে জবাব দিতে হবে। এ সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে- তায়ীফ (রাঃ) বলেন, 'একদা আমি সাফওয়ান বিন জুন্দুব এবং তাঁর সঙ্গীদের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি সাথীদেরকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। সাথীরা তাঁকে জিজ্ঞেস

* *শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

৮৫. *Fifty years of the Universal Declaration of Human Rights, Dhaka, P. 200.*

৮৬. *গাজী শামছুর রহমান, ফৌজদারী আইনের ভাষ্য, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা (সংশোধিত নতুন সংস্করণ), পৃঃ ৬৪-৬৬।*

৮৭. *তদেব, পৃঃ ২০৭-২০৮।*

৮৮. *বুখারী হা/৬০৬৬, ৫১৪৩, ৬০৬৪।*

৮৯. *বুখারী হা/২৪৪৭।*

করলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কিছু শুনতে পেয়েছেন? উত্তরে জুন্দব (রাঃ) বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সুনামের জন্য সৎ কাজ করে, আল্লাহ তার উদ্দেশ্য ক্বিয়ামতের দিন প্রকাশ করে দিবেন। যে মানুষকে বিপদে ফেলবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহও তাকে বিপদে নিক্ষেপ করবেন'..।[৯০]

ইসলাম বিচার-আচারের ব্যাপারে কাযী বা বিচারককে সাধ্যমত ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়েছে। যেমন- উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি তো একজন মানুষ। তোমরা বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে আমার নিকটে আস। আর সম্ভবত তোমাদের কেউ কেউ দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনে অন্যের চেয়ে বাক্‌পটু। সুতরাং আমি যা শুনি সে মোতাবেক বিচার-ফায়ছালা করি। কাজেই আমি যে ব্যক্তির বিচার করে তার ভাইয়ের হক অন্য ভাইকে প্রদান করি, সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা আমি তাকে কেবলমাত্র এক টুকরা অগ্নি প্রদান করি'।[৯১]

একই সাথে কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করাও অত্যন্ত গর্হিত ও ধ্বংসাত্মক কাজ। যেমন- আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে বেঁচে থাক। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলো কি হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, (১) আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা (২) যাদু (৩) যথার্থ কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করা, যা আল্লাহ হারাম করেছেন (৪) সূদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা (৬) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং (৭) সতী-সাধ্বী ঈমানদার নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া'।[৯২]

অত্র হাদীছে কয়েকটি নিষিদ্ধ দিক ফুটে উঠেছে যার মধ্যে অন্যতম ক্ষতিকর বা ধ্বংসাত্মক কাজ হ'ল মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং সতী-সাধ্বী ঈমানদার নারীদের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা। এখানে শুধু নারী কেন, ভাল পুরুষের বিরুদ্ধেও বাজে অপবাদ না দেয়ার গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। অপর হাদীছে বর্ণিত আছে যে, মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ প্রজা পালনের দায়িত্ব অর্পণ করেন, কিন্তু সে তাদের কল্যাণকর নিরাপত্তা বিধান না করে, জান্নাতে প্রবেশ তো দূরের কথা সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না'।[৯৩]

তাহ'লে দেখা যায় শুধু আমাদের দেশে নয়, বিশ্বের প্রায় সকল দেশে আজ রাষ্ট্রীয় প্রশাসন দিয়ে দুষ্টের দমনের নামে শিষ্টদেরকে আটক করে জেলে ঢুকিয়ে তাদের উপর সর্বাত্মক অন্যায়-যলুম চালানো হচ্ছে, যা মানবাধিকার পরিপন্থী। মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'যদি কোন ব্যক্তি মুসলিম জনগণের শাসক নিযুক্ত হয়, অতঃপর খেয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন'।[৯৪]

অন্য হাদীছে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার সম্মুখে জাহান্নাম পেশ করা হয়েছিল। সেখানে বনী ইসরাঈলের এক মহিলাকে দেখতে পেলাম। তাকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল, তাকে খাদ্য দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনের পোকা-মাকড় খেতে পারে'।[৯৫] এখানে দেখা যাচ্ছে, একটি বিড়ালের মত জন্তুকে আটকিয়ে মারার কারণে কি পরিণতি হ'তে পারে? এভাবে আমাদের এই সমাজে হাযার হাযার ভাল, জ্ঞানী, গুণী-সম্মানী ও সাধারণ নির্দোষ মানুষকে কেবল সন্দেহের কারণে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে বছরের পর বছর কারাগারে আটকে রেখে নির্যাতন করা হচ্ছে এবং বহু লোক মারাও যাচ্ছে। তাহ'লে বুঝা যায়, মানব রচিত এই আইনের কোন মূল্য আছে কি?

মানুষের উপর অন্যায়ভাবে অত্যাচার-নির্যাতন করা ও অপবাদ দেয়া কতটা মারাত্মক তা নিম্নবর্ণিত হাদীছ থেকে অনুমেয়। প্রখ্যাত ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি জান কোন ব্যক্তি নিঃস্ব? ছাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিঃস্ব বা দরিদ্র, যার কোন ধন-সম্পদ নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি, যে ক্বিয়ামতের দিন অনেক ছালাত, ছিয়াম, যাকাত (নেকী) সহ উপস্থিত হবে। (কিন্তু তার সাথে সাথে ঐ সমস্ত লোকেরাও উপস্থিত হবে) যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে, কারও মাল (অবৈধভাবে) ভক্ষণ করেছে, কারও রক্তপাত করেছে এবং কাউকে মেরেছে। অতঃপর এ (অত্যাচারিত) ব্যক্তিদেরকে তার নেকী থেকে দেয়া হবে। অতঃপর সকলের দাবী পূরণ করার পূর্বেই যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তাহ'লে তাদের পাপরাশি নিয়ে অত্যাচারী ব্যক্তির আমলনামায় যোগ করে দেয়া হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[৯৬] অতএব সংশ্লিষ্ট সকলে সাবধান!

এ প্রসঙ্গে অন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে, হিশাম বিন হাকীম বিন জিহাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'একদা তিনি সিরিয়া অঞ্চল অতিক্রমকালে কতিপয় আজমী কৃষক সম্প্রদায়ের কিছু লোকের কাছে ফিরে যাচ্ছিলেন। ঐ লোকদের রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। তাদের মাথায় যয়তুনের তেল ঢালা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপারটি কি? তাঁকে বলা হ'ল, ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্য এদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। অন্য এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, জিজিয়া আদায়ের কারণে এদেরকে আটকে রাখা হয়েছে। হিশাম বলেন, আমি শপথ করে বলছি, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

৯০. *বুখারী হা/৭১৫২।*
৯১. *বুখারী হা/২৪৫৮, ৬৯৬৭ ।*
৯২. *বুখারী হা/৬৮৫৭।*
৯৩. *বুখারী, হা/৭১৫০।*
৯৪. *বুখারী হা/৭১৫১।*
৯৫. *মুসলিম হা/১৯১৯।*
৯৬. *মুসলিম হা/২৫৮১; 'তিরমিযী হা/২৪১৮; আহমাদ হা/৭৯৬৯; রিয়ায়ুছ ছালেহীন হা/২২৩।*

নিঃসন্দেহে আল্লাহ সেই লোকদের শাস্তি দিবেন, যারা দুনিয়ায় লোকদের শাস্তি দেয়। এরপর তিনি সেখানকার শাসকের কাছে গেলেন এবং হাদীছটি শুনালেন। তখন তিনি আলোচ্য বিষয়ে নির্দেশ দিলেন এবং সে অনুসারে আটক ব্যক্তিদেরকে মুক্তি দেয়া হ'ল'।[৯৭]

ইসলাম অন্যায়ভাবে তো দূরের কথা, ন্যায়সঙ্গত শাস্তির ক্ষেত্রেও অপরাধীর সাথে অমানবিক, নিষ্ঠুর ও অসদাচরণকে সমর্থন করে না এবং অপরাধীকে মানবেতর অবস্থায় ফেলে দেয় না। বরং সদা সর্বদা উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْبُدُواْ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গীসাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। আল্লাহ পসন্দ করেন না দাম্ভিক, আত্মাভিমানীকে' *(নিসা ৩৬)*।

আল্লাহ পাক অন্যত্রে বলেন, وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 'তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দাংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকগণের নিকট পেশ কর না' *(বাক্বারাহ ১৮৮)*।

অত্র আয়াতদ্বয় থেকে বুঝা গেল, দুনিয়ার সকল স্তরের মানুষসহ পথচারীদের সাথেও উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং কারও ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণের নিকট পেশ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। যদিও আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশে এ ধরণের ঘটনা হরহামেশা ঘটছে। আর দেশের প্রশাসনসহ আইন-শৃংখলা বাহিনী যেন এ কাজে সহযোগিতার জন্য সরকারি সার্টিফিকেট নিয়ে মাঠে-ময়দানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে।

এ কথা সত্য যে, ইসলামী রাষ্ট্রে প্রকৃত অপরাধীকে চিহ্নিত করতে হ'লে কখনও কখনও ভুল করে নির্দোষ লোককেও আটক করা হ'তে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক যাচাই-বাছাই করতঃ নির্দোষ মানুষের নিকট ভুল স্বীকার ও ক্ষমা চেয়ে দ্রুত ছেড়ে দিতে হবে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস অথবা বছরের পর বছর আটকে রাখার প্রশ্নই ওঠে না।

পুলিশ (Police) ও রিমাণ্ড (Remand) : জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের এই ধারার সাথে বিশ্বের পুলিশের ভূমিকা ও রিমাণ্ডের সঙ্গে রয়েছে যেমন সম্পর্ক, তেমনি এ দু'ক্ষেত্রে রয়েছে নানা বিতর্ক, আলোচনা ও সমালোচনা। সংক্ষিপ্তভাবে বিষয়গুলো তুলে ধরা হ'ল।-

পুলিশ (Police) শব্দটি পর্তুগীজ শব্দ থেকে এসেছে। বৃটিশ ঔপনিবেশিকগণ ভারতীয় উপমহাদেশকে শাসনের হাতিয়ার হিসাবে জনগণের বন্ধু (!) হয়ে কাজ করবে বলে এই বাহিনী গঠন করে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর তারা উপলব্ধি করে এরকম কিছু একটা করা দরকার। এরপর ১৮৬০ সালের আগষ্টে গঠন করা হয় একটি কমিশন। ১৮৬১ সালে পুলিশ এ্যাক্ট পাশ করা হয়। প্রথমে তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কিছু সফল হ'লেও তাদের চিন্তা ছিল ভিন্ন। আক্ষরিক অর্থে Police শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় এরকম P=Polite (নম্র, ভদ্র), O=Obedient (কর্তব্যপরায়ণ), L=Loyel (বিশ্বস্ত), I=Intelligent (বুদ্ধিমান) C=Courageous (সাহসী), E=Efficient (দক্ষ)।[৯৮] এসব শব্দ-বিশ্লেষণ করলে মনে হয় পুলিশ কখনও মানুষের শত্রু হ'তে পারে না। তবে আমাদের দেশের পুলিশের যে বেহাল দশা, সম্ভবতঃ তা অন্য কোন দেশে নেই। যেমন- ইংল্যান্ডেই এদেরকে জনগণের বন্ধু ভাবা হয়। আমাদের দেশেও কিছু পুলিশ ভাল আছে। কিন্তু তাদের খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তবে সব মিলে বর্তমানে বাংলাদেশের পুলিশী ভূমিকার অবস্থা যে একেবারে নিম্ন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে তা এখন আর গোপন নেই। বৃটিশ আমল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় দেড় ডজনের অধিক সংস্কার কমিটি গঠন ও সংস্কারের প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু পুলিশের ভূমিকার পরিবর্তন হয়নি। সর্বশেষ ২০০৪ সালে শত বর্ষের বৃটিশ পোষাকের রং বদল হ'লেও বদল হয়নি পুলিশের মনমানসিকতার। যদিও এর জন্য দায়ী রাজনৈতিক দল ও দলীয় সরকার ব্যবস্থা। তবে প্রশ্ন হচ্ছে- পুলিশ ব্যবস্থার এ করুণ দশার জন্য প্রকৃত অর্থে গলদটা কোথায়? আসলেই পুলিশ দায়ী, না পুলিশী আইন ব্যবস্থা দায়ী? এ ক্ষেত্রে ইসলামী পুলিশ ব্যবস্থা কি বলে?

ইসলামী রাষ্ট্রে পুলিশী ব্যবস্থা থাকাটা স্বাভাবিক। তবে মানব রচিত বৃটিশ আইনের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের পুলিশের ভূমিকা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলামিক বিধানে অপরাধী যে হৌক না কেন যাচাই-বাছাই না করে এবং সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না পেলে তাকে আটক করা হয় না। যদি এ রকম আকস্মিক দু'একটি ঘটনা ঘটেই যায়, তবে তার আত্মপক্ষ সমর্থন এবং আল্লাহ্র নামে শপথের মাধ্যমে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। এখানে কোনরূপ যুলুম-অত্যাচারের সুযোগ নেই।

আমর ইবনু শো'আয়েব (রাঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রমাণ বাদীকেই পেশ করতে হবে এবং বিবাদীর ওপর বর্তাবে কসম'।[৯৯]

অর্থাৎ পুলিশ প্রশাসনের উচিত কেউ কখনও রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কল্যাণের ক্ষেত্রে অপরাধী হিসাবে ধৃত হ'লে এবং তার পক্ষে সাক্ষী প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারলে সঙ্গে

৯৭. *মুসলিম হা/২৬১৩; আবুদাঊদ হা/৩০৪৫, রিযায়ুছ ছালেহীন হা/১৬১৪।*

৯৮. আইন (মানবাধিকার বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা), ২০তম বর্ষ, ১১ ও ১২তম যুগ্ম সংখ্যা, ১-১৬ ডিসেম্বর ২০১০, পৃঃ ৪।

৯৯. *তিরমিযী হা/১৩৪১, ১৩৪২।*

সঙ্গে ধৃত ব্যক্তিকে আল্লাহ্র নামে শপথ করাবে যে, সে এই অপরাধের সাথে জড়িত নয়। এরপরে তাকে ছেড়ে দিবে।

রিমাণ্ড (Remand) : যখন কোন মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার পর তদন্তকারী কর্মকর্তার এরূপ প্রত্যয় জন্মে যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে (৬১ ধারা অনুযায়ী) তদন্তকার্য সম্পন্ন করা যাবে না, তখন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পাওয়া তথ্যাদিসহ কেইস ডাইরী সমেত অভিযুক্তকে সংশ্লিষ্ট আদালতে সোপর্দ পূর্বক রিমাণ্ডে নেয়ার আবেদন পেশ করতে পারে। উপযুক্ত কারণ থাকলে সংশ্লিষ্ট আদালতের বিচারক অধিকতর তদন্তের স্বার্থে রিমাণ্ড মঞ্জুর করতে পারেন। তবে একই মামলায় সর্বমোট ১৫ দিনের বেশী রিমাণ্ড মঞ্জুর করবেন না।

আমাদের দেশে পুলিশী রিমাণ্ড অর্থ এক ভয়ংকর কাহিনী। ধৃত আসামীর কাছ থেকে যখন পুলিশ স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারে না, তখন প্রশাসনের নির্দেশে পুলিশ কোর্টের কাছে রিমাণ্ডের আবেদন করেন। কোর্ট ইচ্ছামত রিমাণ্ডের আবেদন মঞ্জুর করেন। শুরু হয় আসামীদের উপর নানারূপ নির্যাতন। শারীরিক নির্যাতনে পঙ্গুত্ব বরণ করে অনেকে। কেউবা মারা যায়। মানসিক নির্যাতন ও অমর্যাদাকর আচরণ তো রয়েছেই। এক রিপোর্টে দেখে যায়, ২০০১-২০০২ দেশের জেল কাস্টডিতে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ৩০ জন, আটকাদেশ প্রাপ্ত ৮৭ জন এবং পুলিশ কাস্টডিতে ৯ জন মারা যায়।[১০০] তাই রিমাণ্ড নিয়ে চলছে নানা বিতর্ক ও সমালোচনা। সচেতন নাগরিক ও মানবাধিকার কর্মীদের মতে, রিমাণ্ড বা পুলিশ হেফাযতে জিজ্ঞাসাবাদের নামে এ নির্যাতন শুধু মানবাধিকার লংঘনই নয়; এটি একটি বেআইনী কর্মকাণ্ডও বটে। রিমাণ্ডে নিয়ে নির্যাতন করে আসামীর কাছ থেকে তথ্য বের করার কোন আইনগত ভিত্তি নেই। অথচ রিমাণ্ডে নিয়ে আসামীদের স্বীকারোক্তির জন্য ইলেক্ট্রিক শক্, ইলেক্ট্রিক চেয়ারে বসানো, নখে সুঁচ ঢুকানো, নাকে গরম পানি দেয়া ও মরিচ দেয়া, চোখ বেঁধে রাখা, খেতে না দেয়া, ঘুমাতে না দেয়া, শারীরিক ও মানসিকসহ নানা রকম অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়। যার বিবরণ শ্রবণে গা শিউরে উঠে। বাংলাদেশে বহু আলেম-ওলামা, শিক্ষক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি, রাজনৈতিক ও সাধারণ মানুষকে এই নির্যাতনের শিকার হ'তে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বিশ্বের অন্যান্য দেশেও বিশেষ করে ইসলামপন্থীদের উপরে চলছে এসব নির্যাতন।

কারাগারে অনিয়ম ও বন্দী নির্যাতন : ১৭৭২ সালে বৃটিশ গভর্নর ওয়ারেন্ট হেস্টিংস দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সৃষ্টির মাধ্যমে প্রচলিত কারাগারের প্রবর্তন করেন। ১৮৬৪ সালে বেঙ্গল জেল কোড প্রণয়ন করা হয়। এখনও বাংলাদেশে সেই বৃটিশ আমলে প্রণীত কোড অনুসরণ করেই চলছে কারা ব্যবস্থাপনা। রাষ্ট্র কর্তৃক ধৃত সকল অপরাধীর গন্তব্য স্থল হ'ল কারাগার। উল্লেখ্য, কারাগারগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল অপরাধীদের বিচারকালীন কোর্ট হাজিরা, অপরাধী যাতে একই অপরাধ বারবার করতে না পারে ও বিচার কাজের সুবিধার জন্য। কিন্তু বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলে আমাদের দেশের আলেম-ওলামা, সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক ব্যক্তি, বিপ্লবীদের ধরে বিচারের নামে যেভাবে নির্যাতন করত, বর্তমানে ঠিক একই কায়দায় বরং পূর্বের চেয়েও এ নির্যাতন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। স্বাধীনতার ৪২ বছর পর হ'লেও বেঙ্গল জেল কোর্ড, প্রিজন অ্যাকট সহ আইনগুলোর যে সংশোধন প্রয়োজন ছিল তা করা হয়নি এবং কারাগার ব্যবস্থাপনার যে আমূল পরিবর্তন আনা প্রয়োজন ছিল তাও হয়নি। ফলে কারাগার হয়ে উঠেছে অপরাধের অভয়ারণ্য। যেখানে ধাপে ধাপে আসামীর প্রবেশ থেকে শুরু করে জামিন পর্যন্ত চলে টাকার খেলা, নইলে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হয় বন্দীকে। এখানে যেসব স্থানে হাজতী বা কয়েদি বন্দীকে ঘুষ দিতে হয়- সেগুলো আমদানি, কেইস টেবিল, ব্রেকিংআপ, কারাচৌকী, জেলগেট, সুইপার দফা, বিশেষ দফা, মেডিকেল, ডাণ্ডাবেড়ি, চালান, বেত্রাঘাত, বন্দীদের দেখা, মাদক রাখা, মাদকদ্রব্য ও সার্বিক ক্রয়, চিত্ত বিনোদন, নাপিত দফা, প্রিজনার্স ক্যান্টিন, মহিলা ওয়ার্ড, আইনগত সমস্যা, কয়েদি শাখা, জামিন শাখা, কোর্ট শাখা, কাজপাশ, বহির্গমন ইত্যাদি।[১০১]

এসব ধাপে বন্দিদের অত্যধিক দুর্নীতির মুখোমুখি হ'তে হয়। এছাড়া তারা কারা প্রশাসন, কারারক্ষী, জেলার, সাব জেলার, সুবেদার, জমাদার, সিনিয়র সুপার ও সুপারেরও দুর্নীতির শিকারে পতিত হয়। এই দুর্নীতির মাত্রা সাধারণ দুর্নীতির চেয়ে বহুগুণ বেশী। এখানে যেন স্বাধীনতার ছোয়া এখনও লাগেনি।

একজন বন্দী হাজতী কোন বিষয়ে সুবিধা পাবে কি পাবে না তা নির্ভর করে তার টাকার পরিমাণের উপর। যেমন- রাতের শেষে বন্দীদের ডাকা হয়। দু'তিনশ' বন্দীর জন্য দু'একটি টয়লেট। টাকা না দিলে দুর্গন্ধযুক্ত টয়লেটের সামনে ঘুমাতে দেয়া হয়। সকালে নাস্তার জন্য রুটি আসে চামড়ার চেয়ে শক্ত, দুর্গন্ধময় ও কালচে, যা খাওয়ার অনুপযোগী। সঙ্গে যে গুড় দেয়া হয়, কতদিনের যে বাসী তা বুঝা মুশকিল। মনে হয় ফেলে দেয়া গুড়, কুড়িয়ে এনে খেতে দিয়েছে। এসব দেখে মনে হয়, পেটে যা আছে তা বমি হয়ে এখনি বের হয়ে যাবে। কেইস টেবিলে বন্দিদের লাঠি পেটা, চড়-থাপ্পড় মারা, জুতা পেটা থেকে শুরু করে সব ধরনের নির্যাতন করা হয়। এভাবে বন্দীর নির্যাতনের লোমহর্ষক লাখো চিত্র ও কাহিনী চলে আসছে আবহমানকাল থেকে।

জেল হাসপাতাল হ'ল দুর্নীতির আর এক স্থান। এখানে থাকে বেশীর ভাগই সুস্থ বন্দী। আয়েশী জীবন-যাপনের জন্য মক্কেলকে ৬ থেকে ৮ হাযার টাকা দিতে হয়। মেডিকেলে সবচেয়ে বড় দুর্নীতি হ'ল ডাক্তারদের রোগী না দেখার মানসিকতা। বাইরের মেডিকেলে নেয়ার জন্যও একজন বন্দীকে মোটা অংকের টাকা ঘুষ দিতে হয়। অথচ প্রকৃত অসুস্থ রোগী বাইরের মেডিকেলে তো দূরের কথা কারাগারের

১০০. *Human Rights in Bangladesh, (Dhaka, 2002), P. 162.*

১০১. *আইন, ২০ বর্ষ ১১-১২তম যুগ্ম সংখ্যা, ১ ও ১৬ ডিসেম্বর ২০১০, পৃঃ ১৩।*

মেডিকেলেও সীট পায় না![১০২] ষোল কোটি বনু আদমের এই বাংলাদেশে মোট ১১টি কেন্দ্রীয় কারাগার সহ মোট ৬৬টি জেলা কারাগার রয়েছে। ২০০২ সালের এক রিপোর্টে দেখা যায়, দেশের ৬৬টি কারাগারে (উপযেলা পর্যায়ে ১৬টি কারাগারে ৪৮০ জন সহ) ধারণক্ষমতা মোট ২৫,০১৮ জন। অথচ এতে বন্দীর সংখ্যা হ'ল ৭৫,১৩৫ জন। এর মধ্যে দণ্ডপ্রাপ্ত ১৯,৯১৬ জন, বিচারাধীন ৪৯,২৭০ জন, আটকাদেশ প্রাপ্ত ৫,২৩৬ জন, অবৈধ বিদেশী নাগরিক ৭১৩ জন। তাদের মধ্যে ৭২,৯৯১ জন পুরুষ এবং ২,১৪৪ জন মহিলা।[১০৩] বর্তমানে কারাগারগুলোতে হাজতি/কয়েদির সংখ্যা ধারণ ক্ষমতার প্রায় ৮ গুণ ছাড়িয়ে গেছে। কারণ ২০১৩ সালে কেবল রাজনৈতিক কারণেই লক্ষাধিক মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে।[১০৪] এর মধ্যে দেশের আলেম-ওলামা, বড় বড় রাজনীতিবিদ, উচ্চশিক্ষিত ও সাধারণ শ্রেণী, অপরাধী ও নিরাপরাধ সকলকে অত্যন্তসংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে অবস্থান করতে হচ্ছে। এই হ'ল একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক (?) দেশের জেলখানার মানবাধিকার পরিস্থিতি!

পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রের জেলখানায় এরূপ দুর্ব্যবস্থা ও অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ নেই। সেখানে একজন আসামী বা কয়েদীর জীবন যাপন অনেক উন্নত। তাদের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও থাকার ব্যবস্থা অনেক উন্নত, যা আমাদের এই কারাব্যবস্থার সাথে তুলনীয় নয়।

সেখানে অপরাধীদের সংশোধনের জন্য রয়েছে বহু সুযোগ-সুবিধা ও স্বাভাবিক জীবন-যাপনের নিশ্চয়তা। আর সেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই প্রকৃত অপরাধীদের কারাগারে রাখা হয়। আর তারা বিচারের রায় দ্রুত পেয়ে যায়। ফলে কারাগারেরও তেমন একটা প্রয়োজন পড়ে না।

পর্যালোচনা :

জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের ৯নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া বন্দী, আটক বা অন্তরীণ (জেলে) রাখা যাবে না। কথাগুলো ভাল মনে হ'লেও প্রকৃত অর্থে জাতিসংঘের এই সনদের সাথে বিশ্বের ফৌজদারী (প্রায়োগিক) আইনের কতটুকু মিল রয়েছে? এই ধারাতে উল্লেখ করা হয়েছে, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া কাউকে আটক বা গ্রেফতার করা যাবে না। অথচ বাস্তবে সকল ক্ষেত্রে এ আইনের অপপ্রয়োগ হচ্ছে। যেমন- বৃটিশ আমলে প্রণীত বাংলাদেশের ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪(১) ধারা অনুসারে- যে সকল ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে অন্তরীণ করতে পারবে, তার সকল ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রয়োজন পড়ে না। কোনরূপ সন্দেহ হ'লেই যে কোন মানুষকে গ্রেফতার করতে পারবে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে যদি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সম্মানিত প্রফেসরও হন। শুধু তাই নয়, দলীয় সরকারের নির্দেশে পুলিশ প্রশাসন এই ৫৪ ধারা ও অন্যান্য ধারার অপব্যবহার করে অজস্র নিরীহ মানুষকে গ্রেফতার করে জেলে ঢুকাচ্ছে।

মাসের পর মাস, বছর পর বছর এ সকল হতভাগা বনু আদমকে কারা প্রকোষ্ঠে নিদারুণ কষ্টে দিন কাটতে হয়। সেখানে প্রকৃত অপরাধীরা যেমন শাস্তি পাচ্ছে, তেমনি নিরপরাধ ব্যক্তিও শাস্তি পাচ্ছে। কেন তা হবে? ৫৪(১) ধারার তৃতীয় স্তরে বলা হয়েছে, এই কার্যবিধি অনুসারে অথবা সরকারের আদেশ দ্বারা যাকে অপরাধী বলে ঘোষণা করা হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া বিনা ওয়ারেন্টে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারবে। একইভাবে ৫৫, ৫৭ ও ১৫১ ধারায় পুলিশ যে কাউকে গ্রেফতার করে জেলে দিতে পারে। এগুলো সন্দেহজনক অপরাধী হিসাবে চালিয়ে দেয়া হয়। কখনও কখনও শ্যোন অ্যারেস্ট দেখিয়ে ১০/১৫টি বা ক্ষেত্র বিশেষে আরও অধিক মামলা দেয়া হয়। একই কায়দায় তথাকথিত গণতান্ত্রিক দলীয় সরকার কর্তৃক বিরোধী মতের ব্যক্তিদেরকেও এই আইনের আওতায় গ্রেফতার দেখিয়ে নানা প্রকার যুলুম-নির্যাতন ও গুম-হত্যা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এসব যুলুম-নির্যাতন চলে ক্ষমতার পালাবদলে সব সরকারের আমলে। এগুলো তাদের কাছে মানবাধিকার পরিপন্থী নয়।

পাশ্চাত্যের দেশেগুলোতেও একইভাবে সাধারণ ও নিরীহ মানুষের উপর পুলিশী নির্যাতন চলছে। সেখানে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অথবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের এই ধারা লংঘন করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের লস এ্যাঞ্জেলসের কেস ডেলানো রেজিষ্ট্রার নামক এক ব্যক্তি মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের মামলায় ৩৪ বছর কারা ভোগের পর নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে মুক্তি পেয়েছেন। যে যুক্তরাষ্ট্র নিজ দেশের চেয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোর ওপর মিথ্যা ও সন্দেহমূলক গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গোটা দেশকে ধ্বংস করতে কসুর করে না সে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের এই হচ্ছে নিষ্করুণ দৃশ্য। ইরাক, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ তার প্রমাণ। যার জাজ্বল্য প্রমাণ।

ইরাক যুদ্ধের প্রায় ১০ বছর পরে ২০১৩ সালে বাগদাদে নিযুক্ত জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শন সংস্থার প্রধান হ্যান্স ব্লিক্স স্বীকার করেছেন যে, ইরাকে যুদ্ধ ছিল ইতিহাসের এক ভয়ংকর ভুল। একইভাবে স্বীকার করেছেন আরও অনেকে। অথচ এই ভুলে প্রাণ গিয়েছে ১০ লক্ষাধিক মানুষের। সেখানে এখনও প্রতিমাসে গড়ে নিহত হচ্ছে ৩ শতাধিক বনু আদম। ৩৫ লাখ ইরাকী হতাহত হয়েছে, ১৪ লাখ নারী হয়েছেন বিধবা, ইয়াতীম হয়েছে ৬০ লাখ শিশু। ২০০৮ সাল পর্যন্ত নিখোঁজ হয়েছে ১২ লাখ ইরাকী।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সাড়ে ৪ হাযার সৈন্য নিহত হয়েছে। এ যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় হয়েছে ৮৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ও যুক্তরাজ্যের ৪.৫ বিলিয়ন ইউরো। মার্কিন হামলায় ধ্বংস হয়েছে হাযার বছরের মুসলিম ঐতিহ্য। সেখানে এখনও তাদের ৫০ হাযার সৈন্য মোতায়েন আছে। এসবই সংঘটিত হয়েছে তেল সম্পদকে কুক্ষিগত ও মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তারের জন্য। আর

১০২. *Hameeda Hossain, Human Rights in Bangladesh (Dhaka : Ain o Salish Kendra (ASK), First published 2003), P. 85.*
১০৩. *Op.cit, P. 182.*
১০৪. *ঢাকা নিউজ, ১লা জানুয়ারী ২০১৪। মানবাধিকার সংস্থা 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র' কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট।*

এসব সম্ভব হচ্ছে তথাকথিত রাসায়নিক অস্ত্রের মজুদের মিথ্যা ও সন্দেহের বশে।[১০৫] সেখানে এখনও প্রতিনিয়ত রক্তের শ্রোত বয়েই চলেছে। অথচ সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ, কলিন পাওয়েল, রামসফেল্ড, যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধান মন্ত্রী টনি ব্লেয়াররা যুদ্ধাপরাধী নন (?) কি চমৎকার ন্যায় বিচার, কি চমৎকার গণতন্ত্র! কি চমৎকার জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার সংস্থা!

আফগানিস্তানকে ধ্বংস করা ও এ এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করার জন্য বহু পূর্ব থেকে ইহুদী সহ আমেরিকা প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল। কথিত উসামা বিন লাদেনের মিথ্যা গল্প-কাহিনী আবিষ্কারে তারা মাঠে ময়দানে নামে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বিশ্ব বাণিজ্য সেন্টার টুইন টাওয়ারে হামলা চালায়। দোষ দেয়া হয় উসামা বিন লাদেন ও আল-কায়দার উপরে। প্রতিশোধ নিতে আফগানিস্তানে হামলা করা হ'ল, সে দেশ ধ্বংস হ'ল। হাযার হাযার মানুষ নিহত হ'ল, লক্ষ লক্ষ মানুষ আহত হ'ল, বিধ্বস্ত হ'ল স্থাপনা, বিনষ্ট হ'ল মানুষের সহায়-সম্পদ। অথচ কিছুদিন পরেই সত্য প্রকাশ পেল। জানা গেল, নিউইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে এবং পেন্টাগনে ৯/১১'র হামলা সম্পর্কে কয়েক মাস আগে থেকে জানতেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ, ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রামস্‌ফেল্ড। আর এ কথা ফাঁস করেছেন ৯/১১ হামলার পর মার্কিন প্যাট্রিয়টিক অস্ত্রের দায়িত্বে থাকা ও সম্প্রতি গ্রেফতার হওয়া সুসান লিন্ডার নামে সি,আই,এ'র এক কর্মী। কিছুদিন পূর্বে রাশিয়ার একটি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিত ইউটিউব ভিডিও ফুটেজে লিন্ডার বলেছেন, বুশ, চেনি ও রামস্‌ফেল্ড জানতেন ৯/১১-এর হামলা সংঘটিত হ'তে যাচ্ছে। তিনি জানান, সিআইএ'র কন্ট্রোল অফিসার ডঃ রিচার্ড ফিউশজকে একটি লাইভ পিড দেখতে দেখেছিলেন, যাতে দেখা গেছে যে, ইসরাঈল থেকে যাওয়া বিমান বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে আঘাত হানছে। সুতরাং এ ঘটনায় বিশ্ব বিবেকের কাছে দিবালোকের মত পরিষ্কার যে, বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে হামলাটি ছিল আমেরিকা গং-এর সাজানো নাটক। এ নাটকের শিকারে মুসলিম কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ ৩১০ লোক নিহত হন।[১০৬] আরও আশ্চর্য ব্যাপার হ'ল এ হামলার সময় ঐ কেন্দ্রে কোন ইহুদী কর্মচারী ছিল না। এসব ঘটানো হচ্ছে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক অভিযোগের ভিত্তিতে।

একইভাবে গণতন্ত্রের দাবীদার (?) ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্ত কারী সংস্থা সিবিআই'র সাবেক সদস্য সতীশ ভার্মা জানিয়েছেন, 'কোন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী নয় বরং ভারত সরকারই দেশটির পার্লামেন্ট ভবনে এবং ২০০৮ সালে মুম্বাইয়ে হামলা চালিয়েছিল। ভারতের ইংরেজী দৈনিক টাইমস অব ইন্ডিয়ায় চাঞ্চল্যকর এ খবর প্রকাশিত হয়েছে। হামলায় ১১ জন লোক নিহত হয়।[১০৭]

অথচ এ হামলায় মুসলমানদেরকে দায়ী করা হয়েছিল।

ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বৃটেন-মিশর, সিরিয়া তাদের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন মানবাধিকার সনদের এই ধারার অপব্যবহার করে যাচ্ছে, তেমনিভাবে সারা বিশ্বে কথিত মানবাধিকার রক্ষার নামে মুসলিম দেশ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে সনদটি কাজে লাগাচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকারও এখন এ ধারার অপব্যবহার করে চলেছে ব্যাপকভাবে। ফলে দেশের বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব, জ্ঞানী-গুণীদেরকে সন্দেহমূলক আইনের আওতায় ও মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করে যুলুম চালানো হচ্ছে। পক্ষান্তরে ইসলাম সন্দেহবশত যুলুম-নির্যাতনের এই পদ্ধতি ও আইনকে সমর্থন করে না। কারো মধ্যে যদি অপরাধের আলামত কিছুই না পাওয়া যায়, তাহ'লে তাকে ধরা যাবে না। আর যদি এরকম কিছু ঘটেও থাকে তবে ইসলামী আদলতে যাচাই-বাছাই করে আল্লাহ্‌র নামে কসম করিয়ে তাকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেয়া হয় এবং সম্মানের সাথে তাকে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিপুরণ দেয়া হয়।

পরিশেষে বলা যায়, জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের ৯ ধারা বহু ত্রুটি ও ফাঁক রয়েছে। এখানে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ শব্দের ব্যাখ্যা স্পষ্ট নয়। কারণ সুনির্দিষ্ট অভিযোগ শব্দগুলোকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে বাংলাদেশ এবং বিশ্বের বিভিন্ন পরাশক্তি। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উপযুক্ত প্রমাণ ও সাক্ষ্য উপস্থাপন ছাড়া কোন ব্যক্তিকে আটক করে জেলে ঢোকানোর বিধান নেই। যদি রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে তথাপিও সাক্ষ্য-প্রমাণ না পেলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ প্রশাসন স্বসম্মানে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য। অতএব জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের ৯ ধারাতে যা বলা হয়েছে, তা পূর্ণাঙ্গ নয়। সুতরাং এ ধারাটি বাতিল করে ইসলামী বিধানের সুসীতল ছায়াতলে বিশ্ববাসীকে আত্মসমর্পণ করা উচিত।

[চলবে]

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2

আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

১০৫. *মাসিক আত-তাহরীক, ১৬তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৩, পৃঃ ৪৫।*
১০৬. *মাসিক আত-তাহরীক, আগষ্ট, ২০১৩, পৃ. ৪৬-৪৭।*
১০৭. *তদেব, পৃ. ৪৭।*

সাক্ষাৎকার

[পাকিস্তানের খাইবার-পাখতুনখোয়া প্রদেশের রাজধানী পেশাওয়ার শহরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ আহলেহাদীছ মাদরাসা 'জামে'আতু ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী (রহঃ)'। পূর্ব পেশাওয়ারের জিটি (গ্রাণ্ড ট্রাংক) রোড সংলগ্ন চমকানী মোড়ে মাদরাসাটি অবস্থিত। এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আফগানিস্তানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর অন্যতম প্রাণপুরুষ ও সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধের খ্যাতনামা মুজাহিদ মাওলানা জামীলুর রহমান। আয়তনের দিক থেকে এটিই পেশাওয়ারের সবচেয়ে বড় আহলেহাদীছ মাদরাসা। বর্তমানে মাদরাসাটির অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন শায়খ জামীলুর রহমানেরই পুত্র শায়খ হাদিয়ুর রহমান মাদানী। সম্প্রতি গত ১২ই জানুয়ারী'১৪ তারিখে গবেষণা বিভাগ, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর সাবেক পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব পেশাওয়ার সফরে গিয়ে এই মাদরাসাটি পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি মাদরাসার অধ্যক্ষ শায়খ হাদিয়ুর রহমানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন। সাক্ষাৎকারটি আরবী থেকে অনূদিত হ'ল-সম্পাদক]

আত-তাহরীক : আপনার পিতা শায়খ জামীলুর রহমান আফগানীর পরিচয় এবং আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে তাঁর অবদান সম্পর্কে কিছু বলুন।

শায়খ হাদিয়ুর রহমান : শায়খ জামীলুর রহমানের মূল নাম ছিল মুহাম্মাদ হুসায়েন বিন আব্দুল মান্নান। পরে পাকিস্তানে আসার পর তিনি জামীলুর রহমান নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৩৯ সালে আফগানিস্তানের কুনাড় প্রদেশের নিঙ্গালাম গ্রামে এক হানাফী পরিবারে। কুনাড়েই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে উচ্চশিক্ষার জন্য পাকিস্তানে আসেন। পাকিস্তানে এক মাদরাসার লাইব্রেরীতে ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ ও মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের আক্বীদা সম্পর্কিত গ্রন্থগুলি পড়ার পর তিনি আহলেহাদীছ আক্বীদা গ্রহণ করেন। তারপর তিনি আফগানিস্তানে ফিরে গিয়ে দাওয়াতী ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং একটু একটু করে তার অনুসারীদের সংগঠিত করতে শুরু করেন। এভাবেই আফগানিস্তানে প্রথম সাংগঠনিকভাবে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর কার্যক্রম শুরু হয়। তখন 'উম্মতে মুসলিমাহ' নামে সংগঠনটির কাজ চলত। এটা ছিল সোভিয়েত আগ্রাসনের প্রায় ২৫ বছর আগের ঘটনা। অতঃপর ১৯৮৫ সালে দিকে 'জামা'আতুদ দাওয়াহ ইলাল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমীর হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

আর দাওয়াতের ময়দানে তাঁর খেদমত সম্পর্কে যেটুকু বলব, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' তথা ছহীহ আক্বীদার প্রচার ও প্রসারে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুনাড়সহ পাকিস্তানের পেশাওয়ারে যত আহলেহাদীছ মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার পিছনে মূল ভূমিকা ছিল তাঁরই। প্রথম তিনি যে দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেছিলেন তাতে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন বহু সত্যপিয়াসী মানুষ। কুনাড় সহ অন্যান্য প্রদেশের অনেক আলেম-ওলামা সমবেত হয়েছিলেন তাঁর পার্শ্বে। উঁচু কবর, মাযারসমূহ ভেঙ্গে ফেলা এবং এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজে একটা তাওহীদী জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন। ফলে সরকারের নযরে পড়ে যান তারা এবং বিদ'আতী ও মুশরিকদের কারসাজিতে তাদের অনেককেই কারাবন্দী হ'তে হয়। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হ'লে পরিস্থিতি পরিবর্তন হয় এবং শায়খ জামীলুর রহমান দাওয়াতের পাশাপাশি আফগান জিহাদে সম্পৃক্ত হন। প্রথমদিকে তিনি ইখওয়ানী মতাদর্শপুষ্ট গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারের 'হিযবে ইসলামী' সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং কুনাড় প্রদেশের আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে 'হিযবে ইসলামী'র আদর্শিক দুর্বলতা লক্ষ্য করে তিনি দলত্যাগ করেন এবং স্বতন্ত্র আহলেহাদীছ সংগঠন হিসাবে 'জামা'আতুদ দাওয়াহ ইলাল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ' প্রতিষ্ঠা করেন। যা আফগানিস্তানের একমাত্র আহলেহাদীছ সংগঠন হিসাবে অদ্যাবধি দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁর নেতৃত্বেই কুনাড়ে সালাফী মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালের জানুয়ারী মাসে। এসময় আরব ওলামায়ে কেরাম তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। শায়খ আলবানী, শায়খ বিন বায, শায়খ উছায়মীনও তাঁর প্রতি শুভেচ্ছাবার্তা ও উপদেশবাণী প্রেরণ করেন। ছোট্ট স্বাধীন রাষ্ট্রটিতে অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলামী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে শারঈ আইন মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালিত হ'ত। ফলে সেখানে মক্কা-মদীনার মত শান্তি ও নিরাপত্তার সুবাতাস ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু অচিরেই সালাফী বিদ্বেষী কুনারের অপর প্রভাবশালী সংগঠন গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারের নেতৃত্বাধীন 'হিযবে ইসলামী' যে কোন মূল্যে এই নতুন রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হয় এবং সাত দলীয় হানাফী মুজাহিদ জোট গঠন করে। অতঃপর ১৯৯১ সালের মাঝামাঝি তারা কুনাড় প্রদেশের কেন্দ্রস্থলে বোমা হামলা চালিয়ে বহু মানুষ হত্যা করে এবং রাজধানী আস'আদাবাদ দখল করে নেয়। ফলে সালাফী মুজাহিদগণ পিছু হটতে বাধ্য হন এবং শায়খ জামীলুর রহমান আফগান-পাক সীমান্তবর্তী ট্রাইবাল এরিয়ায় এসে বাজোড় এজেন্সিতে আশ্রয় নেন। অবশেষে ঐ বছর ৩০ আগস্ট শুক্রবার জুম'আর ছালাতের পূর্বে আততায়ীর গুলিতে তিনি মর্মান্তিকভাবে নিহত হন।

আত-তাহরীক : শায়খ জামীলুর রহমান আফগানীর নিহত হওয়ার ঘটনাটি বলুন। কারা এর পিছনে দায়ী ছিল বলে আপনারা মনে করেন?

শায়খ হাদিয়ুর রহমান : ১৯৯১ সালের ৩০ আগস্ট। আমার পিতা বাজোড় এজেন্সিতে নিজের বাড়িতে বসেছিলেন এবং জুম'আর ছালাতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় বাড়ির সামনে একটি মটরগাড়ি এসে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে একজন মিসরী আরোহী নেমে আসে এবং আব্বার সাথে দেখা করতে চায়। তাঁর কক্ষে প্রবেশের মুখে সাধারণতঃ সবাইকে চেক করা হ'ত। কিন্তু আরবদের প্রতি বিশেষ সম্মানের কারণে তিনি নিরাপত্তারক্ষীদেরকে বলে দিয়েছিলেন তাদের দেহ তল্লাশী না করার জন্য। সেই সুযোগে উক্ত মিসরী আততায়ী পকেটে পিস্তল নিয়ে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে। আব্বা মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হবেন, ঠিক সে সময় আততায়ী পিস্তল বের করে তাঁর মাথায় ও মুখে গুলি চালায়। ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। লোকটি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় এবং রক্ষীদের গুলিতে নিহত হয়। কেন বা কারা এই ঘটনার পিছনে ছিল তা আমরা নিশ্চিত বলতে পারব না। তবে এটা যে সালাফী দাওয়াতের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ পোষণকারী কোন গ্রুপের কাজ ছিল, তা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়। তারা এ কাজে একজন মিসরীয়কে ব্যবহার করেছিল যেন আরবদের সাথে আমাদের বিদ্যমান সুসম্পর্ক নষ্ট করা যায়।

আত-তাহরীক : আপনি এবং আপনাদের পরিবারের সদস্যরা বর্তমানে কে কোথায় আছেন? পেশাওয়ারেই কি আপনারা স্থায়ী হয়ে গেছেন?

শায়খ হাদিয়ুর রহমান : আমি কুনাড় প্রদেশেই জন্মগ্রহণ করেছি। আমার বয়স এখন ৩৮ বছর। যখন আমার বয়স ছিল প্রায় ১ বছর, তখন আমার আব্বা সপরিবারে পাকিস্তানে হিজরত করেন। পেশাওয়ারেরই বিভিন্ন সালাফী মাদরাসায় আমি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করি। অতঃপর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাই। সেখানে ২ বছর ছানুবিয়াহ সহ মোট নয় বছর অধ্যয়ন করি এবং শরী'আ বিভাগ থেকে লিসান্স ডিগ্রী লাভ করি। আমরা ৮ ভাই-বোন। এক ভাই ড. যিয়াউর রহমান মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি করার পর বর্তমানে জামে'আতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। আরেক ভাই এনায়াতুর রহমান আমার সাথেই আমাদের সমাজকল্যাণ সংস্থার পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং সবার ছোট ভাই বর্তমানে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। এছাড়া আরেক ভাই আলতাফুর রহমান ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদ থেকে ফারেগ হয়েছে। আমি ১৯৯৫ সালে পাকিস্তানেই বিয়ে করেছি এবং আমার দুই সন্তান রয়েছে। আমার মা এখনও জীবিত আছেন এবং পেশাওয়ারেই আমার কাছে থাকেন। বর্তমানে আমরা পেশাওয়ারের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেও ভবিষ্যতে ইচ্ছা আছে আবার কোনদিন মাতৃভূমি কুনাড়ে ফিরে যাওয়ার।

আত-তাহরীক : এই মারকাযটি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এবং বর্তমানে মাদরাসাটি কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে সে সম্পর্কে কিছু বলুন।

শায়খ হাদিয়ুর রহমান : মাদরাসাটি আমার পিতার হাতেই ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে বর্তমান ভবনটি তাঁর মৃত্যুর পর সঊদী ক্রাউন প্রিন্স আমীর সালমান বিন আব্দুল আযীয আলে শায়েখের নির্দেশনা ও আর্থিক সহযোগিতায় ১৯৯৬ সালে স্থাপিত হয়। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মাটিতে শিরক ও বিদ'আতের অপ্রতিরোধ্য জোয়ার ঠেকানোর জন্য ছহীহ আক্বীদা সম্পন্ন মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণের লক্ষ্যে আমার পিতা এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সেসময় মধ্যপ্রাচ্যের দ্বীনদরদী ভাইয়েরা তাঁর সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। পেশাওয়ারের আফগান শরণার্থী শিবিরে এখন প্রায় ২৭টি মসজিদ রয়েছে, যার বেশ কয়েকটি আমার পিতার হাতে তৈরী করা। ফলে এই মসজিদগুলোর মাধ্যমে শরণার্থী আফগানীদের মধ্যে সালাফী আক্বীদার প্রসার ঘটেছে এবং তাদের মধ্য থেকে শিরক-বিদ'আতের কুসংস্কার ধিরে ধিরে দূর হয়ে যাচ্ছে, *ফালিল্লা-হিল হামদ*।

মাদরাসায় বর্তমানে ছাত্রাবাস ও ক্লাসরুম মিলিয়ে প্রায় ৮০টি কক্ষ রয়েছে। একটি ইয়াতীমখানাও রয়েছে। ভর্তি ফিস ছাড়া ছাত্রদের নিকট থেকে কোনরূপ অর্থ নেয়া হয় না। থাকা-খাওয়া ফ্রী। ২০ জন শিক্ষকের বসবাসের জন্য ক্যাম্পাসের মধ্যেই পৃথক কোয়ার্টার রয়েছে। মাদরাসার উচ্চতর সার্টিফিকেট পাকিস্তান ও আফগানিস্তান শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। এছাড়া সঊদী আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে মু'আদালাহ রয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এই মাদরাসার 'মা'হাদ শারঈ' এবং 'কুল্লিয়াহ শারঈয়াহ' থেকে মোট ১৪৩৩ জন ছাত্র ফারেগ হয়েছে। আমাদের সিলেবাস সরকারী এবং সঊদী আরবের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসের সমন্বয়ে নিজস্ব আঙ্গিকে তৈরী করা। এবতেদায়ী (৬ বছর) পর্যন্ত পশতু ভাষায় শিক্ষা দেয়া হ'লেও 'মুতাওয়াসসিতাহ' (৩ বছর), ছানুবিয়াহ (৩ বছর) এবং কুল্লিয়াতে (৪ বছর) সম্পূর্ণ আরবী মিডিয়ামে পাঠদান করা হয়। ফলে এখানকার ছাত্ররা আরবী ভাষায় অনেক দক্ষ। বর্তমানে এখানে ৩৮ জন শিক্ষক-কর্মচারী সহ প্রায় ৫০০ ছাত্র রয়েছে। সর্বপ্রথম প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন মিসরী শায়খ আহমাদ আবু ছুহায়েব (১৯৮৫-১৯৯৩ইং)। অতঃপর শায়খ রফীকুল্লাহ বিন সামীউল্লাহ নাজীবী (১৯৯৩-২০০৩ইং)। আর ২০০৩ সাল থেকে আমিই এই দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছি।

এছাড়া আমরা সমাজকল্যাণমূলক কাজ করে থাকি। গত এক বছরেই আমাদের সংস্থার মাধ্যমে ৪১টি মসজিদ নির্মিত হয়েছে পেশাওয়ার এবং পার্শ্ববর্তী যেলা সমূহে।

আত-তাহরীক : পেশাওয়ারে বর্তমানে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত সম্প্রসারিত হচ্ছে কেমন?

শায়খ হাদিয়ুর রহমান : পেশাওয়ারে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অবস্থা এখন অনেক ভাল। এখানে প্রায় কয়েক শতাধিক মসজিদ নির্মিত হয়েছে গত এক দশকে। কেবল ২০১৩ সালেই আমরা আমাদের সংস্থার মাধ্যমে ৪১টি মসজিদ নির্মাণ করেছি পেশাওয়ারসহ আশ-পাশের যেলাগুলোতে। পেশাওয়ারে আমাদের এই মাদরাসার মত আরো প্রায় ১৫টি বড় মাদরাসা রয়েছে। এছাড়া ছোটখাটো আরো প্রায় ৫০টি আহলেহাদীছ মাদরাসা রয়েছে। এসব মাদরাসার শিক্ষার্থীরা একটা বড় ভূমিকা রাখছে এ অঞ্চলে বিশুদ্ধ আক্বীদার প্রচার ও প্রসারে। তবে সাংগঠনিকভাবে আমরা সংঘবদ্ধ নই। এমনকি বর্তমানে আমাদের প্রকাশিত কোন সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাও নেই। এই দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আপাততঃ এ সকল দ্বীনী মাদরাসার মাধ্যমেই আমরা যতদূর সম্ভব দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

আত-তাহরীক : আফগানিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত কেমন চলছে?

শায়খ হাদিয়ুর রহমান : আলহামদুলিল্লাহ কুনাড়, নূরিস্তান, বাদাখশানসহ আফগানিস্তানের অন্য সকল প্রদেশেই এখন দাওয়াতী কার্যক্রম জোরদারভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে প্রতিনিয়ত ছহীহ আক্বীদার ছায়াতলে সমবেত হচ্ছে বহু মানুষ। মুশরিক-বিদআতীদের পক্ষ থেকে বাঁধা আসে যথেষ্ট, তবে পূর্বের তুলনায় অনেক কম। তবে ইখওয়ানীরা এখনও আমাদের প্রতি যথেষ্ট বিদ্বেষ পোষণ করে। সর্বোপরি দিন দিন মানুষের মধ্যে দ্বীন সম্পর্কে সচেতনতা যত বাড়ছে, পীর-পূজা, কবরপূজা, শিরক-বিদআতী নানা রসম-রেওয়াজ তত কমে আসছে আলহামদুলিল্লাহ। মাদরাসা-মসজিদগুলো ছাড়াও আমার পিতার প্রতিষ্ঠিত আফগানিস্তানের প্রথম আহলেহাদীছ সংগঠন 'জামা'আতুদ দাওয়া ইলাল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ' সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। বর্তমানে সংগঠনটির আমীরের দায়িত্ব পালন করছেন শায়খ সামীউল্লাহ নাজীবী। তিনি দুবাইয়ে বসবাস করছেন এবং সেখান থেকেই সংগঠন পরিচালনা করেন। পাকিস্তানের মত ওখানে আমাদের মাঝে সাংগঠনিক কোন বিভক্তি নেই। ফলে মাদরাসাগুলোর অধিকাংশ এই সংগঠনের নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত হয়। আর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সহ পেশাওয়ারের আহলেহাদীছ মাদরাসাগুলো থেকে ফারেগ হওয়া ছাত্ররা বর্তমানে দ্বীন প্রচারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে। আমাদের এই মাদরাসাতে বর্তমানে যেসব ছাত্ররা আছে, তাদের অর্ধেকই আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা। প্রতিবছরই এ সংখ্যা বাড়ছে। এরা দেশে ফিরে গিয়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনের খাদেম হিসাবে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে।

তবে কুনাড় (প্রতিষ্ঠাতা : মাওলানা জামীলুর রহমান), নূরিস্তান (প্রতিষ্ঠাতা : মাওলানা আফযাল) ও বাদাখশানে (প্রতিষ্ঠাতা : মাওলানা শারেকী) যে আহলেহাদীছ হুকুমতগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৯০-এর দশকে, তা এখন আর বিদ্যমান নেই। এখন প্রদেশগুলো আফগান সরকারের নিয়ন্ত্রণেই পরিচালিত হচ্ছে।

আত-তাহরীক : আফগানিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত প্রচারে সরকারী কোন বাধা আছে কি?

শায়খ হাদিয়ুর রহমান : না, সরকারীভাবে আমাদেরকে কোনরূপ বাধা দেয়া হয় না। সরকার কেবল চায় আমরা যেন রাজনৈতিক বিষয়গুলিতে নাক না গলাই। 'জামা'আতুদ দাওয়াহ' সংগঠনটি ৯০-এর দশকে ইসলামী সরকারের অধীনে একবার নির্বাচনে অংশ নিলেও পরবর্তীতে আর কখনও রাজনৈতিক কোন মঞ্চে আসে নি এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নি। তারা মূলতঃ সাধারণ মানুষকে কুরআন-সুন্নাহের দিকে আহ্বানের দায়িত্ব পালন করছেন। গণতন্ত্রের বিষয়ে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে এটুকুই বলব যে, এ ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য এবং আমাদের বক্তব্য ভিন্ন কিছুই নয়। আমরা ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুর অনুসরণ করি না। এর বেশী কিছু বলতে চাই না।

আত-তাহরীক : বাংলাদেশের সালাফী ভাইদের উদ্দেশ্যে আপনার বক্তব্য কি?

শায়খ হাদিয়ুর রহমান : আমি বাংলাদেশী আহলেহাদীছ ভাইদের প্রতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তাদের প্রতি আমাদের একটাই অনুরোধ থাকবে দাওয়াতের ময়দানে আপনারা সবসময় ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ থাকুন। কেননা একতার মাঝেই বরকত ও কল্যাণ নিহিত।

আত-তাহরীক : আমাদেরকে সময় দেয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

শায়খ হাদিয়ুর রহমান : শুকরিয়া, বারাকাল্লাহু ফীকুম। এই প্রথম কোন বাংলাদেশী সালাফী ভাইয়ের সাথে মিলিত হ'তে পেরে আমাদেরও খুব ভাল লাগছে। বাংলাদেশের আহলেহাদীছদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম এবং উপকৃত হলাম। যে বই দুটি পেলাম (ছালাতুর রাসূল ছাঃ এবং আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন'-এর ইংরেজী অনুবাদ) আমি তা সযত্নে আমাদের লাইব্রেরীতে রাখব। এই মারকাযে আপনারা আবারও আসবেন। বাংলাদেশী আহলেহাদীছ ভাইদের প্রতিও আমাদের সালাম ও শুভেচ্ছা রইল।

[আফগানিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পিএইচডি থিসিস 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' ৪৯৬-৫০০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'আফগানিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলন' অধ্যায়টি পাঠ করুন- সম্পাদক]

বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতা নেলসন ম্যাণ্ডেলা

*ইহ্সান ইলাহী যহীর**

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে শ্রদ্ধাভাজন রাষ্ট্রপ্রধান, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের প্রবাদপুরুষ নোবেল বিজয়ী প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যাণ্ডেলা (১৯১৮-২০১৩ ইং) গত ৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। ২০০৪ সালে রাজনীতি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসরে যাওয়ার পর থেকে তিনি জনসমক্ষে কমই আসতেন। ২০১০ সালে সর্বশেষ তিনি জনসমক্ষে বের হয়েছিলেন। এরপর থেকে কয়েকবার তিনি অসুস্থ হন। অবশেষে ফুসফুসের সংক্রমণে বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর মৃত্যুবরণ করলেন।

এই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী কুজ্ঝটিকা ও কুহেলিকা ভেদ করে ধূমকেতুর ন্যায় আবির্ভূত হন। আফ্রিকার বর্ণবাদী কুশাসন ও পরাধীনতার লৌহ জিঞ্জির ভেঙ্গে তিনি কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের মুক্তির আকুতিকে সংগ্রামে পরিণত করেছেন, দান করেছেন মুক্তির সংগ্রামে অকুতোভয় লড়াইয়ের দীক্ষা ।

আমৃত্যু ধর্ম-গোষ্ঠী, ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ জাতিগোষ্ঠীতে পরিণত করার সংগ্রামে লিপ্ত এই কিংবদন্তী মানুষটির বর্ণাঢ্য জীবনের পুরোটাই কেটেছে মানবতার মুক্তির সংগ্রামে। প্রতিবাদ দিয়ে যে সংগ্রামী জীবনের সূচনা হয়েছিল, ঐক্য ও শান্তি স্থাপনের মধ্য দিয়ে তা পূর্ণতা লাভ করেছে।

বিশাল দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার ৮০ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ হলেও এটি একটি বহু বর্ণভিত্তিক সমাজ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বহির্বাণিজ্যের সন্ধানে ইউরোপীয়রা ক্রমেই অধিকহারে দক্ষিণ আফ্রিকায় আসতে শুরু করে। ব্রিটিশরা দক্ষিণে কেপটাউনে কলোনী স্থাপন করে এবং বোয়াসরা (ওলন্দাজ, ফরাসী, জার্মান ও ফ্লেমিস) নাটালে অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে বসতি স্থাপন করেছিল। তারপর ১৮৬৭ সালে হীরা এবং ১৮৮৪ সালে সোনা আবিষ্কৃত হলে ইউরোপীয় বিভিন্ন কোম্পানী দক্ষিণ আফ্রিকায় অধিক সংখ্যায় ভিড় জমায়। কেপটাউন ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল ১৮০৬ সালে। হীরা ও সোনাসহ অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পণ্যসামগ্রীভিত্তিক বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসতি স্থাপনকারী ইউরোপীয়দের জীবনের মান নিজ দেশের তুলনায়ও অনেক উন্নত হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। অন্যদিকে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থান সবদিক দিয়েই ছিল চরমভাবে পিছিয়ে। সেখানে ইউরোপীয়দের সংখ্যা পাঁচ শতাংশেরও নিচে থাকলেও তাদের হাতেই ছিল প্রশাসনিক কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনার প্রশ্নাতীত ক্ষমতা। শ্বেতাঙ্গদের জন্য সব কিছুই পৃথক ছিল। তাদের প্রতিষ্ঠানে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। কোন বিষয়ে ন্যূনতম প্রতিবাদ হ'লেই কৃষ্ণাঙ্গদের গ্রেপ্তার করে জেলে ঢুকানো হ'ত। এমনকি গুলি করে হত্যা পর্যন্ত করা হ'ত।

এমন এক দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে ১৯১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং সম্পূর্ণ এক বৈরী পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠেন নেলসন ম্যাণ্ডেলা। বাবা ছিলেন ইস্টার্ণ কেপ প্রদেশের থেম্বো রাজকীয় পরিবারের কাউন্সিলর। বাবা নাম রেখেছিলেন রোলিহ্লাহলা ডালিভুঙ্গা মানডেলা। স্কুলের এক শিক্ষক তার ইংরেজী নাম রাখলেন নেলসন। পারিপার্শ্বিক বর্ণবাদী কিংবা বর্ণবিদ্বেষী ঘটনাবলী ক্রমে তাঁকে প্রতিবাদী করে তোলে। স্কুলজীবনে বিভিন্ন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে বহিষ্কৃত হন তিনি। কিশোর বয়সে পিতাকে হারিয়ে অতিকষ্টে শেষ পর্যন্ত তিনি প্রবেশিকা পাস করেন। পরে আইন (এলএলবি) পড়ার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন ইউনিভার্সিটিতে। কিন্তু লেখাপড়ায় তাঁর মোটেও কোনো অগ্রগতি হয়নি। বিভিন্ন প্রতিবাদ ও আন্দোলনগত কারণে তাঁকে অনেকবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বহিস্কৃত ও গ্রেফতার হ'তে হয়েছে। বন্দী অবস্থায় ১৯৪৯ সালে ইউনিভার্সিটি অব সাউথ আফ্রিকা থেকে তিনি এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসে (এএনসি) যোগদান করেন ১৯৪৪ সালে এবং ক্ষমতাসীন শ্বেতাঙ্গ সংগঠন ন্যাশনাল পার্টির বর্ণবিদ্বেষী নীতির বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলেন ১৯৪৮ সাল থেকে। ১৯৬০ সালে শ্বেতাঙ্গ শাসকগোষ্ঠী এএনসিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। বিভিন্ন হামলা-মামলা ও গ্রেফতারী পরোয়ানার পর অসংখ্য কৃষ্ণাঙ্গ নেতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে এক প্রহসনমূলক অথচ কঠোর বিচারকাজ শুরু হয়েছিল উচ্চ আদালতে। অভিযুক্ত হয়েছিলেন সেদিনের তরুণ নেতা নেলসন ম্যাণ্ডেলাও। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে মামলার শুনানি চলেছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৬১ সালে উচ্চ আদালতের প্রদত্ত এক ঐতিহাসিক রায়ে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন।

বর্ণবাদ বিরোধী তার এ আন্দোলন অহিংসভাবে শুরু হলেও ১৯৬০ সালে বর্ণবাদী সরকার কর্তৃক শার্পভিলের কৃষ্ণাঙ্গ বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশের গুলিতে ৬৯ জন নিহত হলে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন সশস্ত্র আন্দোলনে রূপ নেয়। একই সাথে সরকার এএনসিকে নিষিদ্ধ করে এবং যরূরী অবস্থা ঘোষণা করে। ফলে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে আদৌ আর লাভ হবে কি-না সে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে চতুর্দিক থেকে সমস্বরে। এসময় এক বক্তৃতায় নেলসন ম্যাণ্ডেলা বলেছিলেন, সরকার যখন নিরস্ত্র এবং প্রতিরোধবিহীন মানুষের ওপর পাশবিক আক্রমণ চালাচ্ছে, তখন সরকারের সঙ্গে শান্তি এবং আলোচনার কথা বলা নিষ্ফল। পরবর্তীতে ম্যাণ্ডেলা ও তার সহযোদ্ধারা অন্তর্ঘাতমূলক সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নিতে বাধ্য হন। তবে এক্ষেত্রে তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল আফ্রিকায়

বিদেশী বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে সরকারকে চাপে ফেলে আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

এএনসি সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করলে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে নেলসন ম্যাণ্ডেলাকে গ্রেফতার করা হয়। বিচারে তার যাবজ্জীবন সাজা হয়। শুরু হয় দক্ষিণ আফ্রিকার কুখ্যাত রোবেন দ্বীপে তার দীর্ঘ কারাজীবন। সশ্রম কারাদণ্ডের অংশ হিসাবে একটি চুনাপাথরের খনিতে শ্রমিক হিসাবে তিনি কাজ করতে বাধ্য হন। কারাগারেও বর্ণবৈষম্য চালু ছিল। কৃষ্ণাঙ্গ বন্দীদের সবচেয়ে কম খাবার দেওয়া হ'ত। সাধারণ আসামীদের থেকে রাজবন্দীদের অনেক কম সুযোগ-সুবিধা ছিল। তার মধ্যেও তাঁকে সবচেয়ে কম সুবিধাপ্রাপ্ত বন্দীদের তালিকায় রাখা হয়েছিল। প্রতি ৬ মাসে ১টি চিঠি ও একজন মাত্র দর্শনার্থীর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া হ'ত তাঁকে। 'ডি গ্রুপের' বন্দী হিসাবে তিনি ছিলেন সেখানে সবচেয়ে কম সুবিধাপ্রাপ্ত। বন্দী থাকার সময়ে ছয়বার তাঁকে শর্তসাপেক্ষে মুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রত্যেকবারই তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। জনগণ মুক্ত নয়, তাই নিজের মুক্তি চাই না। জনগণের সংগঠন এএনসি যদি নিষিদ্ধ থাকে, তাহলে আমাকে কোন ধরনের মুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে?... দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে জানিয়েছিলেন তিনি। ম্যাণ্ডেলা এবং এএনসির শীর্ষ নেতাদের কারাবন্দী করলেও দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ টাউনশিপগুলোতে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত থাকে। পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান শত শত কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ। এদিকে ম্যাণ্ডেলার মুক্তির জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপও বাড়তে থাকে। অবশেষে তিনি দীর্ঘ ২৭ বছর কারাভোগের পর মুক্তি পান ১৯৯০ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী।

সেদিন কারাগারের সামনে দেয়া বক্তৃতায় নেলসন ম্যাণ্ডেলা তার সমর্থকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, 'এক দক্ষিণ আফ্রিকার স্বপ্ন দেখেন তিনি, যেখানে সব জাতি ও সব বর্ণের মানুষ সমান সুযোগ নিয়ে এক সঙ্গে থাকতে পারবে। এই আদর্শের জন্য তিনি মরতেও প্রস্তুত'।

মুক্তির পর দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকারের সঙ্গে নতুন এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলোচনা শুরু হয়, যেখানে সব বর্ণ এবং সব জাতির সমানাধিকার থাকবে। এ পথ ধরেই ১৯৯৪ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন নেলসন ম্যাণ্ডেলা।

পুরনো দক্ষিণ আফ্রিকাকে পেছনে ফেলে নতুন আফ্রিকা গড়ার কাজটা সহজ ছিল না। কিন্তু নেলসন ম্যাণ্ডেলা অতীতের তিক্ততার প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে তার সাবেক শ্বেতাঙ্গ নিপীড়কদের দিকে অবলীলায় বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলেন। শুরু হ'ল এক নতুন দক্ষিণ আফ্রিকার পথ চলা। সূচনা হ'ল নবপ্রভাতের নতুন সূর্যোদয়।

সাম্যের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তিনি ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব তুলে দিলেন বর্ণবাদী সাবেক প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্কের হাতে। নিজের নিরাপত্তার দায়িত্ব দিলেন একদল শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাতে। দায়িত্ব গ্রহণকালীন বক্তব্যে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা শ্বেতাঙ্গ শাসনের পরিবর্তে কৃষ্ণাঙ্গদের শাসন কায়েম করতে চাই না। আমরা এমন শাসন কায়েম করতে চাই, যেখানে সাদা-কালোর মধ্যে ভেদাভেদ থাকবে না, সব নাগরিক সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে'।

১৯৯৪ সালে প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর হাতেই মানুষে মানুষে ভেদাভেদমুক্ত এক নতুন আফ্রিকার জন্ম হয়। বৈরী প্রতিপক্ষের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়ার মতো উদারতা এবং বর্ণাঢ্য ও নাটকীয় জীবনের অধিকারী ম্যাণ্ডেলার চরিত্রের সবচেয়ে অনুকরণীয় দিক হ'ল, ক্ষমতার প্রতি নির্মোহ ও ক্ষমাশীলতা। ২৭ বছরের কারাজীবন থেকে মুক্তি পেয়ে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর বিশেষ আদালত গঠন করে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাতে পারতেন তাকে জেলখাটানো বর্ণবাদী নেতাদেরকে। কিন্তু বিভক্ত রাষ্ট্রকে আরও বিভক্ত করা ম্যাণ্ডেলার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি হিংসার আগুন জ্বালাননি, বরং কালোদের পাশাপাশি সাদা মানুষেরও সমঅধিকার বহাল রেখেছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। তিনি সবাইকে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছেন। 'মানুষকে যন্ত্রণা দেওয়ার মতো যন্ত্রণা হয়তো আর নেই', কারাগার থেকে বেরিয়ে তিনি রাষ্ট্রশক্তিধারী শ্বেতাঙ্গদের সেই যন্ত্রণাও ঘুচিয়েছেন।

পাঁচ বছর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনের পর তিনি স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করেন। বিপুল জনপ্রিয়তার মাঝেও বিদায়ের সময় তিনি বলেন, 'আমি সজ্ঞানে দায়িত্ব ছেড়ে দিলাম। আমি মনে করি, দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণের প্রতি সামান্য দায়িত্বই আমি পালন করতে পেরেছি'। এরূপ বিনয়ের নমুনা অধুনা ইতিহাসে বিরল। অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হবার নিরংকুশ সম্ভাবনা থাকলেও ক্ষমতাকে তিনি আঁকড়ে ধরে রাখেননি। অবসর জীবনে তিনি নেলসন ম্যাণ্ডেলা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

ম্যাণ্ডেলাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান : সঊদী আরবের প্রখ্যাত আলেম, ইসলাম প্রচারক, সুবক্তা ও জনপ্রিয় লেখক ড. আয়েয আল-ক্বারনী চিঠি ও একটি বই প্রেরণ করে মৃত্যুর মাসখানেক আগে নেলসন ম্যাণ্ডেলাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। চিঠিতে তিনি লিখেন-

'হে মহান নেতা, আপনি পার্থিব শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। আন্তর্জাতিক পদক-সম্মাননা লাভ করেছেন। স্বাধীনতার মুকুট পরিধান করেছেন। আপনি এর সঙ্গে আরো যোগ করুন, এক আল্লাহতে বিশ্বাস এবং তাঁর রাসূলের অনুগমন ও আনুগত্যের সাফল্য। আর তা ইসলাম ছাড়া অসম্ভব। ইসলাম গ্রহণ করে পারলৌকিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন। ইসলাম সাম্যের ধর্ম। এ ধর্ম আরবের শ্বেতাঙ্গ ওমর ও ইথিওপিয়ার কৃষ্ণাঙ্গ বেলালের মধ্যে, পারস্যের সালমান ফারেসী ও রোমের ছুহাইবের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। এ ধর্ম সকল

প্রকারের অন্যায়কে প্রত্যাখ্যান করে আর স্বেচ্ছাচারিতাকে নিষিদ্ধ করে এবং বর্ণ-গোত্র ও ভাষার পার্থক্য ঘুচিয়ে দেয়।

আমার যখন মুসলিম দেশগুলোর বিজ্ঞানী, নেতা, শিল্পী-সাহিত্যিক ও আলেম-ওলামার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তারা বলেন, ম্যাণ্ডেলা মুসলিম নন। অতএব আমি আপনার কাছে একান্তই প্রত্যাশা রাখি এবং আন্তরিকভাবে আশা করি যে, আপনি দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করুন! 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। হে মহান নেতা! পৃথিবীর দুশো কোটি মুসলিম আপনাকে স্বাগত জানাবে। আপনি পৃথিবীর সব প্রান্তের মুসলিম পুরুষ-নারী, শিশু-বৃদ্ধ সবার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন এবং আমার শুভেচ্ছা নিন। মহান আল্লাহ ও আরশের মহান রবের কাছে প্রার্থনা করি তিনি আপনার বক্ষকে ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রসারিত করে দিন- আমীন! *(সংক্ষেপায়িত)*।

ম্যাণ্ডেলার কিছু শিক্ষণীয় উক্তি :

১. পিছন থেকে নেতৃত্ব দাও। আর অন্যদের এ বিশ্বাস করতে দাও যে, তারাই সামনে রয়েছে।

২. নেতৃত্ব দানের জন্য তোমাকে থাকতে হবে পেছনে এবং অন্যদের রাখতে হবে সামনে। বিশেষ করে বিজয় উৎসব ও সুন্দর ঘটনার সময় তোমার পেছনে থাকাই সর্বোত্তম। তবে বিপজ্জনক মুহূর্তে তোমাকে অবশ্যই সামনে অবস্থান নিতে হবে।

৪. আমি সাধু নই। তবে যদি সাধুকে এমন এক পাপী হিসাবে বিবেচনা কর, যে সৎ হবার জন্য তার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমি তাই।

৬. সাহসী মানুষ শান্তির জন্য ক্ষমা করতে কখনো ভীত হয় না।

৭. পৃথিবীতে প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে তুমি যতটা অর্জন করতে পারবে, তার চেয়ে ঢের বেশী অর্জন করতে পারবে ক্ষমা প্রদর্শনের মাধ্যমে।

৮. সম্মান তাদের প্রাপ্য, যারা কখনো সত্যকে পরিত্যাগ করে না। এমনকি যখন পরিস্থিতি অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং বেদনাদায়ক হয়।

৯. সাহস অর্থ ভয়হীনতা নয়; বরং ভয়ের ওপর বিজয় লাভ। একজন সাহসী লোক মানে এই নয় যে, সে কখনো ভয় পায় না বা ভয়কে অনুভব করে না। সেই-ই প্রকৃত সাহসী যে ভয়কে উপলব্ধি করে এবং তা জয় করে।

১০. আপনি যদি শত্রুর সাথে শান্তিতে থাকতে চান, তবে তার সাথে আপনাকে মিশে যেতে হবে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। তবেই আপনার শত্রু আপনার সঙ্গীতে পরিণত হবে।

১১. একজন প্রকৃত এবং আদর্শ নেতাকে অবশ্যই নিজ জাতির জন্য সকল প্রকারের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে নিজের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

১২. বাধা-বিপত্তি কিছু মানুষকে ভেঙ্গে দেয়, আবার কিছু মানুষকে গড়ে তোলে। সবকিছুর বিনিময়ে সাফল্য পেতে যিনি সংকল্পবদ্ধ, তার মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার মত কোন হাতিয়ার পৃথিবীতে তৈরী হয়নি।

১৩. স্বাধীনতা মানে কেবল শিকল ভাঙ্গার হিড়িক নয়। বরং এমনভাবে জীবন যাপন করা যাতে করে অন্যের স্বাধীনতা ও সম্মান বৃদ্ধি পায়।

১৪. কারো প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করা অনেকটা নিজে বিষপান করে শত্রুর মৃত্যু কামনা করার মত।

১৫. মানব মনের মহানুভবতা এমন একটি অগ্নিশিখা, যা আপনি কখনই নেভাতে পারবেন না।

১৬. ঘৃণা মনকে অন্ধকার করে দেয়। কৌশলের পথ রুদ্ধ করে দেয়। নেতাদের ঘৃণা করা সাজে না।

১৭. কেউ যদি নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকে তবে সে বিজয়ী হবেই।

১৮. আমি মৌলিকভাবেই একজন আশাবাদী ব্যক্তি। ঠিক বলতে পারব না এটি আমার মধ্যে সহজাতভাবেই এসেছে, নাকি সময়ের সাথে সাথে তৈরি হয়েছে। আশাবাদী হওয়ার একটি শর্ত হচ্ছে সবসময় সূর্য বরাবর মাথা উঁচু রেখে সামনের দিকে পথ চলা। এমন অনেক মুহূর্তই এসেছে যখন মানবতার প্রতি আমার আস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আমি কখনই নিজেকে হতাশ হ'তে দেইনি। কারণ হতাশার হাত ধরেই প্রবেশ করে মৃত্যু এবং পরাজয়।

পরিশেষে বলব নেলসন ম্যাণ্ডেলা স্বীয় ব্যক্তিত্ব, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সততা ও নৈতিকতা দিয়ে জনগণকে আকর্ষণ করেছিলেন প্রবলভাবে। তাঁর নির্লোভ জীবন নিজ দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে তাঁকে বিশ্বনেতায় পরিণত করেছিল। বিশ্ববাসীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন সমঝোতা ও ঐক্যের এক অবিসংবাদী প্রতীক হিসাবেই। রেখে গেলেন শান্তিপূর্ণভাবে আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে অধিকার আদায়ের এক আপোষহীন সংগ্রামের ইতিহাস। সঙ্গে মানুষকে ভালবাসার অমলিন ইতিহাসও। বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন তিনি। তিনি মুসলিম হিসাবে মৃত্যুবরণ করেননি, কিন্তু ইসলামের মানবিক ও নৈতিক আদর্শগুলো তাঁর মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছিল।

তিনি মুসলমান হলে হয়ত পাশ্চাত্য বিশ্বের কাছে এত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারতেন না, যেমনটি পারেননি তাঁরই সমসাময়িক ফিলিস্তীনী নেতা ইয়াসির আরাফাত। নেলসন ম্যাণ্ডেলার মত তিনিও ভাগ্যাহত ফিলিস্তীনীদের মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন, শেষ পর্যন্ত প্রাণও দিয়েছেন শত্রুর হাতে। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বের কাছে তিনি মুক্তির দূত হিসাবে নন, বরং বিবেচিত হয়েছেন ফিলিস্তীনী 'জঙ্গী'দের মুখপাত্র হিসাবে।

হাদীছের গল্প

আক্বাবার বায়'আত

নবী করীম (ছাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের পূর্বে ইয়াছরিবের কতিপয় লোক হজ্জের মৌসুমে মক্কায় এসে আক্বাবা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন। যার মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের সূচনা হয়। সে সম্পর্কিত দু'টি হাদীছ-

ইমাম আহমাদ কর্তৃক জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে, জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা কোন কথার উপরে আপনার নিকটে বায়'আত করব? তিনি বললেন, (১) সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আমার কথা শুনবে ও মেনে চলবে (২) অভাবে ও সচ্ছলতায় সর্বাবস্থায় (আল্লাহ্র রাস্তায়) খরচ করবে (৩) সর্বদা ন্যায়ের আদেশ দিবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে (৪) আল্লাহ্র জন্য কথা বলবে এভাবে যে, আল্লাহ্র পথে কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদকে পরোয়া করবে না (৫) যখন আমি তোমাদের কাছে হিজরত করে যাব, তখন তোমরা আমাকে সাহায্য করবে এবং যেভাবে তোমরা নিজেদের ও নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদের হেফাযত করে থাক, সেভাবে আমাকে হেফাযত করবে। বিনিময়ে তোমরা 'জান্নাত' লাভ করবে' (৬) ওবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) বর্ণিত অপর রেওয়ায়াতে এসেছে যে, 'আর তোমরা নেতৃত্বের জন্য ঝগড়া করবে না'।[১০৮]

বস্তুতঃ প্রায় দেড় হাযার বছর পূর্বে নেওয়া বায়'আতের শর্তগুলির প্রতিটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এ যুগেও পুরোপুরিভাবে বিদ্যমান। সেদিনও যেমন জান্নাতের বিনিময়ে নেওয়া বায়'আত সর্বাত্মক সমাজবিপ্লবের কারণ ঘটিয়েছিল, আজও তেমনি তা একই পন্থায় সম্ভব, যদি আমরা আন্তরিক হই।

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় দশ বছর অবস্থান করেছিলেন। [মক্কায় দশ বছর তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করেন। প্রথম অহী লাভের পর তিন বছর গোপনে ইসলাম প্রচার করেন। সম্ভবত এই তিন বছর হিসাবে ধরা হয়নি] তিনি উকায, মাজান্না ও হজ্জ মৌসুমে মিনায় জনসমাগম স্থলে লোকদের অনুসরণ করতেন। তিনি তাদের বলতেন, এমন কে আছে যে আমাকে আশ্রয় দিবে এবং আমাকে সাহায্য করবে, যাতে আমি আমার প্রভুর বার্তা (মানুষের নিকট) পৌঁছে দিতে পারি আর বিনিময়ে সে জান্নাত লাভ করবে? এমনি করে হয়তো একজন লোক ইয়ামন প্রদেশ কিংবা মুযার গোত্র থেকে আসে আর তিনি তাকে এভাবে বলেন, অতঃপর সে তার গোত্রে ফিরে যায় তখন গোত্রের লোকেরা বলে, কুরাইশদের ঐ নওজওয়ানকে তুমি এড়িয়ে চলবে, সে যেন তোমাকে ফিতনায় না ফেলে। তিনি তাদের সওয়ারি/কাফেলাগুলোর মাঝে হেঁটে চলেন; তারা তখন তাকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে। এমনি করে আল্লাহ তা'আলা ইয়াছরিব থেকে আমাদেরকে তাঁর নিকট পাঠালেন। আমরা তাঁকে আশ্রয় দিলাম এবং তাঁকে সত্য বলে মানলাম। আমাদের কোন লোক তাঁর নিকট গেলে সে তাঁর উপর ঈমান আনত, তিনি তাকে কুরআন শিখাতেন। তারপর সে তার পরিবারে ফিরে এলে তার ইসলাম গ্রহণের কারণে তারাও ইসলাম গ্রহণ করত। এমনিভাবে আনছারদের এমন কোন বাড়ি বাকী ছিল না, যেখানে একদল মুসলিম ছিল না। তারা তাদের ইসলাম (গ্রহণের বিষয়) প্রকাশ করত। তারপর তারা সবাই মিলে পরামর্শ করল। আমরা বললাম, কতকাল আর আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছেড়ে থাকব আর তিনিই বা কতকাল মক্কার পাহাড়গুলোতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঠেলা খেয়ে ফিরবেন। তখন আমাদের মধ্য হ'তে সত্তর জন লোক তাঁর নিকট যাত্রা করলাম। হজ্জ মৌসুমে আমরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হ'লাম। আমরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হ'তে আক্বাবার গিরিপথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হ'লাম। আমরা একজন দু'জন করে সবাই তাঁর সঙ্গে মিলিত হ'লাম। আমরা তাঁকে বললাম, আমরা আপনার হাতে কিসের উপরে বায়'আত গ্রহণ করব। তিনি বললেন, তোমরা আমার নিকট এই শর্তে বায়'আত গ্রহণ কর যে, তোমরা আমীরের কথা শুনবে ও মানবে কর্মমুখর সময়ে ও অলস মুহূর্তে, অর্থ ব্যয় করবে সচ্ছলতায় ও অসচ্ছলতায়, আদেশ করবে সৎ কাজের এবং নিষেধ করবে অসৎ কাজের। তোমরা আল্লাহ্র পক্ষে কথা বলবে। আল্লাহ্র পক্ষে কথা বলতে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না। আর আমি যখন তোমাদের ওখানে যাব তখন তোমরা আমাকে সাহায্য করবে এবং যা কিছু থেকে তোমরা নিজেদের জীবন, স্ত্রী ও সন্তানদের রক্ষা কর, তৎসমুদয় থেকে আমাকে রক্ষা করবে। (এ সবের বিনিময়ে) তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা তাঁর নিকট উঠে গেলাম এবং বায়'আত গ্রহণ করলাম। আস'আদ ইবনু যারারাহ তাঁর হাত ধরল। সে ছিল দলের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট। সে বলল, হে ইয়াছরিববাসী একটু থাম। তিনি যে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সে কথা জেনেই আমরা উট হাঁকিয়ে এখানে এসেছি। আজ তাঁকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার অর্থ সারা আরবের বিরোধিতা কাঁধে তুলে নেওয়া, তোমাদের শ্রেষ্ঠজনদের নিহত হওয়া এবং তোমাদের তলোয়ারের পাকড়াওয়ের মুখোমুখি হওয়া। এখন ভেবে চিন্তে বল, তোমরা কি এসব বিষয়ে ধৈর্য ধরে থাকবে এবং আল্লাহ্র নিকট থেকে পুরস্কার লাভ করবে, নাকি কাপুরুষতা বশত নিজেদের জীবন বাঁচানোর ভয় করবে? এটা আল্লাহ্র নিকট তোমাদের ওযর হ'তে পারে। তারা বলল, হে আস'আদ, আমাদের থেকে দূর হও। আল্লাহ্র কসম! আমরা এই বায়'আত কখনই ত্যাগ করব না এবং কখনই তা ছিন্ন করব না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা তাঁর নিকট উঠে গেলাম এবং বায়'আত করলাম। তিনি আমাদের থেকে শর্তমূলে বায়'আত গ্রহণ করলেন এবং বিনিময়ে তিনি আমাদের জান্নাত দিলেন। অর্থাৎ জান্নাত লাভের প্রতিশ্রুতি দিলেন'।[১০৯]

১০৮. *আহমাদ হা/১৪৪৯৬; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৬৩; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৬।*

১০৯. *আহমাদ হা/১৪৪৯৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬২৭৪; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১৬৫৫৬।*

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

বাদশাহর বিচার

বাদশাহ মালিক শাহ ছিলেন আন্দালুসের (স্পেনের) স্বাধীন সুলতান। তার শখ ছিল হরিণ শিকার করা। তাই রাজকার্যে একটু ফুরসত পেলেই হরিণ শিকারের উদ্দেশ্যে ইস্পাহানের জঙ্গলে গমন করতেন। একদিন কিছু সৈন্য নিয়ে তিনি হরিণ শিকারে বের হ'লেন এবং বনের পাশে এক গ্রামে অবস্থান নিলেন। সেই গ্রামে ছিল এক গরীব বিধবা মহিলা। সে তার সন্তানদের নিয়ে এক পর্ণ কুটিরে বাস করত। তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন বলতে ছিল একটি গাভী, যার দুধ পান করে তার তিনটি শিশু লালিত-পালিত হ'ত। কিন্তু বাদশাহর অজান্তে সৈন্যরা সেই গাভীটি যবেহ করে খেয়ে ফেলল। বিধবা তাদের কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করল যে, তার গাভীটি যেন তারা ছেড়ে দেয়। কারণ এটাই তাদের জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু সৈন্যরা তাকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিল। এতে অসহায় মহিলা চোখে অন্ধকার দেখল। গাভী হারিয়ে সে পাগলপ্রায় হয়ে গেল। সৈন্যদের কাজে বাঁধা দেওয়ার কেউ ছিল না বলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে গাভী যবহের দৃশ্য দেখা ছাড়া তার কিছুই করার ছিল না। রাতে সে ঘুমাতে পারল না। ক্ষুধার্ত শিশুদের বুকফাটা কান্না ও চিৎকার তার হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করল। হঠাৎ উৎকণ্ঠার কুহেলিকা ভেদ করেও তার মনে আশার প্রদীপ জ্বলে উঠল যে, বাদশাহ যেহেতু ন্যায়বিচারক সেহেতু অবশ্যই তাঁর কাছে এর সঠিক বিচার পাওয়া যাবে।

সুতরাং প্রত্যুষেই সে বাদশাহর কাছে যাবার জন্য মনস্থির করল। কিন্তু বাদশাহর কাছে পৌঁছা তার কাছে দুরূহ ছিল। ইতিমধ্যে সে জানতে পারল বাদশাহ শিকারে বের হয়েছেন এবং অমুক স্থান দিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরবেন। বিধবা মহিলাটি এই সুযোগকে হাতছাড়া না করে ইস্পাহানের এক প্রসিদ্ধ পুলে দাঁড়িয়ে থেকে বাদশাহর আগমনের প্রহর গুণতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই অভিযোগ পেশ করার সেই মহেন্দ্রক্ষণটি উপস্থিত হ'ল। বাদশাহ পুলের উপর পৌঁছার সাথে সাথেই বিধবা সাহস ও দাপটের সাথে বলল, 'হে আন্দালুসের সুলতান! আমার ব্যাপারে এই পুলের উপরেই ইনছাফ করবেন, নাকি আখেরাতের পুলছিরাতে? আপনার যেটা পসন্দ বেছে নিন। বিধবার কথাটি যেন বিষাক্ত বান হয়ে বাদশাহর কলিজায় বিঁধে গেল। মহিলার এমন নির্ভিক ও অকপট কথায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় সৈন্যরাও একে অপরের দিকে তাকাতাকি করতে লাগল।

বাদশাহ দ্রুত ঘোড়া থেকে নেমে সাগ্রহে বললেন, 'হে মা! পুলছিরাতে কিছু করার কোনই সামর্থ্য আমার নেই, এই পুলেই আমি ফায়ছালা করতে চাই। আপনি নির্ভয়ে আপনার অভিযোগ পেশ করুন। বিধবা তাকে সবকিছু খুলে বলল। ঘটনা শুনে বাদশাহ অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন এবং তার চোখে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। সাথে সাথেই তিনি অপরাধী সৈন্যদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। আর সৈন্যদের এমন নিপীড়নে আফসোস ও দুঃখ প্রকাশ করলেন। বাদশাহ গাভীটির পরিবর্তে বিধবাকে ৭০টি গাভী প্রদান করলেন। বাদশাহর ইনছাফে বিধবা প্রীত হ'ল এবং সন্তুষ্ট চিত্তে তার কুটিরে ফিরে গেল।

সম্মানিত পাঠক মণ্ডলী! সেই যামানার অভিযোগকারীরা কতই না সাহসী ছিলেন আর শ্রবণকারীরাও কতবড় ন্যায়ের প্রতীক ছিলেন, যা বর্তমান সভ্যতায় রূপকথার গল্পের মতই মনে হয়। কিন্তু তাদের ন্যায়পরায়ণতার প্রধান কারণ ছিল তারা ছিলেন আল্লাহভীরু। আখেরাতের শাস্তিকে তারা ভীষণভাবে ভয় পেতেন। সবুজের বুকে লাল পতাকার এই স্বাধীন বাংলাদেশের শাসকদের হৃদয়তন্ত্রীতে যদি একবার আল্লাহভীতির দীপশিখা জ্বলে ওঠে, তবে বাংলার আকাশেও উদিত হবে ইনছাফের সোনালী সূর্য। মহান আল্লাহর সকাশে আমাদের বিনীত প্রার্থনা তিনি যেন সত্বর সেই দিনের উন্মেষ ঘটান এবং এদেশ ও জাতিকে রক্ষা করেন- আমীন!

** আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম রচিত

সদ্য প্রকাশিত বই

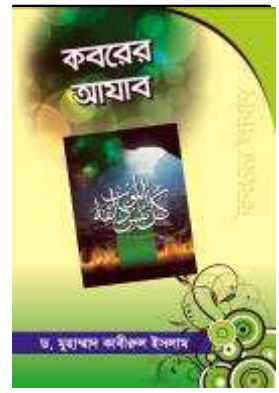

তাক্বওয়া কবরের আযাব

প্রাপ্তিস্থান :

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী।ফোন : ০৭২১ ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০ ৮০০৯০০

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

এখানে আলিয়া ও ক্বওমী মাদরাসার পাঠ্যপুস্তক, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত সকল, পত্রিকা, সিডি, ডিভিডি পাওয়া যায়। এছাড়া খ্যাতনামা আহলেহাদীছ লেখকগণের বই এবং ডা. জাকির নায়েকের বইসমূহ পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, শুক্রবার সহ ছুটির দিনগুলিতেও লাইব্রেরী খোলা থাকে।

যোগাযোগ : আব্দুল ওয়াহীদ বিন ইউনুস
মাদরাসা মার্কেট (মসজিদ গেটের সরাসরি পূর্ব দিকে)
রাণী বাজার, রাজশাহী।
মোবাঃ ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫।

কবিতা

আল্লাহ মহান

এফ.এম. নাছরুল্লাহ হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

গভীর রজনী দমকা বাতাস
আঁধার ঢাকা ঘোর,
শান্ত পৃথিবী ঘুমিয়ে আছে
নিদ্রায় বিভোর।
কুল-কুল ধ্বনি বইছে হাওয়া
পদ্মা নদীর পাড়ে,
চন্দ্র তারার প্রদীপ জ্বেলে
লক্ষ বছর ধরে।
আকাশ পরী উল্কাগুলো
ভেলকি দিয়ে যায়,
আল্লাহ তুমি অতি মহান
তোমার ইশারায়।
রাত জাগাপাখি বলছে ডাকি
আল্লাহ মহান তুমি
তোমার দয়ায় সৃষ্টি সকল
বিশ্ব জগৎভূমি।
ছুবহে ছাদিক শেষে জাগল ভুবন
মুয়াযযিনের আল্লাহু আকবার ডাকে,
ভোরের আলো উঠল হেসে
অদূর গাঁয়ের ফাঁকে।

***

হক্ব ও বাতিল

মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
নলত্রী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

কুরআন-হাদীছ পেয়েও যারা
গড়ছে বিদ'আত কারখানা,
ছহীহ হাদীছের মত ছাড়ছেতো
ইজমা-কিয়াস ছাড়ছে না।
ব্যক্তিপূজায় অন্ধ হয়ে
কুরআন-হাদীছ ভুলছে যারা,
ছহীহ হাদীছ বলতে গেলে
মনগড়া রায় বলছে তারা।
বলুন তো ভাই হাদীছ ছেড়ে
ইজমা-কিয়াস কি মানা যায়?
হাদীছ ছেড়ে ইজমায় আমল
কেমন তাদের বিবেক ভাই?
ভুল ধরলে ছহীহ-যঈফ
দু'টিই সঠিক কয় তারা,
ছহীহ হাদীছ মানবে না তাই
করে নানান পাঁয়তারা।
মনগড়া রায় মেনে মেনে
হচ্ছে তাদের দিল ভারী,
তাইতো তারা হক্বপন্থীদের
করে সদা টিটকারী।
ইলম-কালাম কিছু নাই
তবু মুফতী বনে যায়,
নানান মানুষ ভ্রান্ত যে হয়
তাদের মুখের মিষ্টি কথায়।
হক্বপন্থীদের কথা শুনে
করে তারা ভর্ৎসনা,
ছহীহ হাদীছ বলতে গেলে
শুনতে হয় ঢের গঞ্জনা।
যে যাই বলুক হক্ব ও বাতিল
কখনোই তো মিশবে না,
যতই তারা ফন্দি আটুক
করুক যত মন্ত্রণা।
এসো শিরক-বিদ'আত ছেড়ে
আঁকড়ে ধরি আল-কুরআন,
তবেই মোরা পরকালে
লাভ করিব পরিত্রাণ।

***

তাবলীগী ইজতেমার দাওয়াত

আবুল কাসেম
গোভীপুর, মেহেরপুর।

আহলেহাদীছ ডাক দিয়েছে
চল সবে ইজতেমায়
সম্মেলনে যেতে হবে
বসে থাকার নেই সময়।
সবাই মিলে বসব মোরা
ইজতেমার ময়দানে
শুনব তাওহীদের বাণী,
বক্তব্যের মাঝে মাঝে হবে
ইসলামী জাগরণী।
জাহান্নাম বিষয়ে বক্তব্য
যেদিন শুনেছি মোর কানে,
সেদিন থেকেই আযাবের ভয়
লেগেছে আমার প্রাণে।
আন্দোলনের নেতা-কর্মী সব
একনিষ্ঠ ত্যাগী মুসলমান,
সব কিছু বিসর্জন দিয়েও
ইসলামের রাখেন সম্মান।
আল্লাহ্‌র বাণী শুনেছি সেদিন
বলেছেন অনেক ভাই,
সেসব অমূল্য বক্তব্য
মোরা আজও ভুলি নাই।
ইজতেমার ভাষণ শুনলে
বাড়ে সবার ঈমান,
তাই সেখানে যোগদানে
জানাই সবাইকে আহ্বান।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (যাকাত বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. ২য় হিজরী।
২. ২০ মিছকাল তথা ৮৫ গ্রাম।
৩. ১৪০ মিছকাল তথা ৫৯৫ গ্রাম।
৪. ঈদের চাঁদ (শাওয়ালের চাঁদ) ওঠার পর।
৫. ঈদের ছালাতের পূর্বে।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১. সেন্টমার্টিন দ্বীপ।
২. শহীদ মিনারের ছবি।
৩. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
৪. ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খলজী।
৫. মুহাম্মাদ উল্লাহ।

চলতি মাসের সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী জগৎ)

১. মানুষের পরে সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী কোনটি?
২. কোন প্রাণী এক চোখ খোলা রেখে ঘুমায়?
৩. আকাশপথে গমনকারী সবচেয়ে দ্রুতগামী প্রাণীর নাম কি?
৪. কোন মাছ সবচেয়ে বেশী ডিম পাড়ে এবং কতটি?
৫. কোন দেশে হাতির জন্য হাসপাতাল আছে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ ইবরাহীম খলীল
রসূলপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

চলতি মাসের মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)

১. একটুখানি পুকুরটা পিতলের ছাউনি
মেঘ নেই বৃষ্টি নেই তবু পড়ে পানি।
২. একটুখানি পুকুরে কৈ ডগবগ করে
কোন লোকের সাহস নেই লাফ দিয়ে ধরে।
৩. ঢেউয়ের পরে ঢেউ
মাঝখানে বসে আছে লাট ছাহেবের বউ।
৪. মাঠের থেকে আসল ছাহেব কোট-প্যান্ট পরে
কোট-প্যান্ট খুলতে গেলে চোখে পানি ঝরে।
৫. অল্প দিলে হয় না বন্ধু বেশী দিলে বিষ
চিন্তা-ভাবনা করে বন্ধু আন্দাজমত দিস।

সংগ্রহে : তরীকুল ইসলাম
সুরিটোলা, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

সারন্দী, বাগমারা, রাজশাহী ৮ নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় সারন্দী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোনামণি শাখা গঠন উপলক্ষে এক প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আবু সাঈদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক ও সোনামণি সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'যুবসংঘ' রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি এবং সোনামণি উপদেষ্টা ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন, 'যুবসংঘ'-এর কর্মী হাফেয শহীদুল ইসলাম ও মাহফূযুর রহমান। অনুষ্ঠান শেষে মুহাম্মাদ আব্দাসকে পরিচালক করে সোনামণি শাখা পরিচালনা পরিষদ ও কর্মপরিষদ গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ইয়াসমীন ও জাগরণী পেশ করে আব্দুল বারী।

আহলেহাদীছ আন্দোলন

ইয়ারুল ইসলাম
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

আল্লাহ্র বিধান মেনে চলা ঝাণ্ডাবাহী দল,
হটে না পিছু বাতিলের কাছে, রয়েছে ঈমানী বল।
লেখায় তাদের হকের দাওয়াত, কণ্ঠে অগ্নিঝরা,
হাদীছ মতে চলে সদা, মানে না আইন মনগড়া।
দ্বীনের ক্ষেত্রে করে না আপোষ, ধারে না বাতিলের ধার,
ছহীহ পথে চলে সদা, যদিও আসে অত্যাচার।
হকের পথের দিশা হয়ে জ্বালিতেছে আলো,
নবীর পথে ডাকে তারা, দূর করতে চায় কালো।
জাহান্নাম হ'তে বাঁচাতে জানায় অহি-র আহ্বান,
চললে সে পথে পরকালে পাবে পরিত্রাণ।
নয়নের মণি কাফেলা, সে যে আহলেহাদীছ আন্দোলন,
সবাই পাক আলোর দিশা, অটুট থাকুক হকের বাতি প্রজ্বলন।

ছালাত-ছিয়াম পুঁজি

মাযহারুল আবেদীন
রামনগর, গাজোল, মালদহ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

ছালাত যদি আদায় করতে পার
নবীর মত করে,
কবুল হবে আল্লাহ্র কাছে
গোনাহ যাবে ঝরে।
নবীর কথা মানতে পারলে
আল্লাহকে মানা হয়,
আল্লাহকে ছাড়া অন্যকে মানলে
ত্বাগূত মানা কয়।
ছালাত ছিয়াম যাকাত হজ্জ
কালেমা কর পুঁজি,
আল্লাহ্র নামে এসব কর
তবেই তিনি হবেন রাযী।
ফাসিক আছে কপট আছে
আছে অনেক পাজি,
জুব্বা গায়ে ফৎওয়া দেয়
দেখায় কারসাজি।
আল্লাহ্র কথা নবীর কথা
দেয় না দাম ওরা,
মাযহাব- ফিরকার কথা কেবল
বলে বেড়ায় তারা।
ওদের কথা শুনলে তুমি
পড়বে মহাফাঁদে,
বন্দেগীসব বৃথা যাবে
পাবে না কুল কেঁদে।

***

স্বদেশ

মক্কায় বিশ্ব কুরআন প্রতিযোগিতায় হাবীবুল্লাহ্‌র ৩য় স্থান লাভ

সম্প্রতি পবিত্র কা'বা শরীফে সঊদী বাদশাহ আব্দুল আযীয আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় ৭০টি দেশের মধ্যে ঢাকার যাত্রাবাড়ীস্থ মারকাযুত তাহফীয ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসার হাফেয হাবীবুল্লাহ ৩য় স্থান লাভ করেছে। সঊদী ধর্মমন্ত্রী ছালেহ বিন আব্দুল আযীয আলে শায়খ ও কা'বা শরীফের ইমাম আব্দুর রহমান সুদাইস বিজয়ী হাফেয হাবীবুল্লাহ্‌র হাতে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও নগদ অর্থ তুলে দেন। একই মাদরাসার ছাত্র হাফেয এমদাদুল্লাহ চলতি বছরে সঊদী আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ছোটদের বিশ্ব কুরআন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে। তাছাড়া চলতি বছর জর্দানে বিশ্ব কুরআন প্রতিযোগিতায় উক্ত মাদ্রাসার বালিকা শাখার ছাত্রী হাফেযা ফারীহা তাসনীম ৪০টি দেশের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করে।

উদ্ভাবিত রঙিন আলু ঝুঁকি কমাবে ক্যান্সার, হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের

দেশে নতুন চার প্রজাতির রঙিন আলু উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) বিজ্ঞানীগণ। এসব আলুতে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিগুণ যেমন রয়েছে, তেমনি এর ফলনও ভাল পাবে কৃষকরা। গোল আলু-১, ২, ৩ ও গোল আলু-৪ নামে এ আলুগুলিতে সাদা আলুর তুলনায় প্রচুর পরিমাণে অ্যান্থোসায়ানিন ও ফেনোলিক কম্পাউণ্ড রয়েছে, যা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। এতে রয়েছে প্রচুর কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেল। ফ্যাটমুক্ত এ আলু ভাতের বিকল্প হিসাবে নিয়মিত খেলে প্রয়োজনীয় পুষ্টির চাহিদা যেমন পূরণ হবে, তেমনি হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস, ডায়াবেটিকস নিয়ন্ত্রণ, বয়ঃবৃদ্ধিজনিত বুদ্ধিহ্রাস রোধ করবে এবং মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও সহায়তা করবে। এছাড়া উদ্ভাবিত এ রঙিন আলুতে শুষ্ক পদার্থ বেশি থাকায় সহজেই কৃষক নিজ ঘরে অনেক দিন এটি সংরক্ষণ করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন গবেষকগণ।

গবেষক দলের প্রধান ড. আব্দুর রহীম বলেন, ২০০৮ সালে তিনি আমেরিকান দুই অধ্যাপকের নিকট থেকে মোট ২৮টি রঙিন গোল আলুর বীজ নিয়ে আসেন। অতঃপর প্রায় ৪ বছর গবেষণা শেষে অধিক ফলন ও রোগ-বালাইমুক্ত ৪ প্রজাতির আলুর নতুন লাইন উদ্ভাবন করেন। এ কাজে তাঁকে সাহায্য করেন মাষ্টার্সে অধ্যয়নরত ক'জন শিক্ষার্থী ও পিএইচডি ফেলোরা।

আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসি

১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে কথিত যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আব্দুল কাদের মোল্লাকে অবশেষে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। সুপ্রীমকোর্টে চূড়ান্ত রায় ঘোষণার পর গত ১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১০.০১ মিনিটে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এ রায় কার্যকর হয়।

এর আগে ১০ তারিখ রাতে ফাঁসি কার্যকরে কারা কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত করলেও শেষ মুহূর্তে রিভিউয়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে চেম্বার বিচারপতি রায় কার্যকর স্থগিত করেন। পরে দু'দিন শুনানির পর রিভিউ আবেদন খারিজ করে পূর্বের রায় বহাল রাখেন আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ। ফলে রায় বাস্তবায়নে আর কোন বাধা ছিল না।

উল্লেখ্য, কথিত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে মোট ছয়টি অভিযোগের বিচার করে দু'টি অভিযোগে যাবজ্জীবন, তিনটি অভিযোগে ১৫ বছর করে কারাদণ্ড এবং একটি অভিযোগ থেকে খালাস দেন। পরবর্তীতে আইন সংশোধন করে রাষ্ট্রপক্ষ উক্ত রায় পুনর্বিবেচনার জন্য আপিল করে। তাতে সুপ্রীম কোর্ট আপিল বিভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে তথা ৪:১ এর ভিত্তিতে একটি মামলায় যাবজ্জীবনের সাজা বাড়িয়ে আব্দুল কাদের মোল্লাকে মৃত্যুদণ্ড দেয় এবং অন্যগুলিতে ট্রাইব্যুনালের আদেশ বহাল রাখে। পাঁচজন বিচারপতির অন্যতম বিচারপতি আবদুল ওয়াহহাব মিঞা আপিল বিভাগের মোট ছয়টি মামলার পাঁচটি অভিযোগ থেকে আব্দুল কাদের মোল্লাকে খালাস দেন। একটিতে যাবজ্জীবন সাজা বহাল রাখেন।

তাঁর আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুর রাযযাক বলেন, এই রায় আইনের শাসনের পরিপন্থী। কাদের মোল্লা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তিন জায়গায় তিনরকম সাক্ষ্য প্রদানকারী একজন মহিলার অসংলগ্ন সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। যা আইনের শাসনের পরিপন্থী।

জনাব আব্দুল কাদেরের স্ত্রী ফাঁসির কয়েকদিন পূর্বে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, একমাত্র সাক্ষী মোমেনা বেগমের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আমার স্বামীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। সেই মোমেনা বেগম আদৌ আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসেননি। ক্যামেরা ট্রায়ালের নামে গোপন বিচারে ভূয়া একজন মহিলাকে মোমেনা বেগম সাজিয়ে আদালতে বক্তব্য দেওয়ানো হয়েছে। পরবর্তীতে জল্লাদখানায় সংরক্ষিত প্রকৃত মোমেনা বেগমের ছবি দেখে আমাদের আইনজীবীরা নিশ্চিত করেছেন আদালতে সাক্ষ্য দেয়া মোমেনা বেগম প্রকৃত মোমেনা বেগম ছিলেন না। অথচ এইরূপ একজন ভুয়া সাক্ষীর তিন জায়গায় প্রদত্ত তিন রকমের সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই আমার স্বামীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। আমরা মনে করি তা নযীরবিহীন এবং এটি একটি ভুল রায়।

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, তিন জায়গায় তিন রকম সাক্ষ্য দেয়া একজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণ ও একজন বিচারপতির ভিন্নমত পোষণ সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। অথচ সামান্য সন্দেহ থাকলেও সেখানে মৃত্যুদণ্ডের মত কঠোর দণ্ড দেয়া যায় না। এছাড়া রায় দানকারী পাঁচ বিচারপতির একজন শামসুদ্দীন চৌধুরী দেশে-বিদেশে চরমভাবে বিতর্কিত। মহিলার অসংলগ্ন সাক্ষ্যের বিষয়টি রিভিউ আবেদন কালে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে অন্যতম বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা (এস, কে, সিনহা) বলেন, তার সাক্ষ্য বিশ্বাস করেছি বলেই তো আমরা আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণকারী বিচারপতি আব্দুল ওয়াহহাব মিঞার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে রায় দেওয়া হয়েছে, যাতে চারজন একমত হয়েছেন। সেখানে আমারটা বলা আমার জন্য বিব্রতকর। অতঃপর আদালত উঠে যান এবং আধা ঘণ্টা পর ফিরে এসে রিভিউ পিটিশন খারিজ করে দেন। ফলে মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকে।

আব্দুল কাদের মোল্লা ট্রাইব্যুনালে গত ১৫ নভেম্বর নিজের ডিফেন্স সাক্ষ্যে বলেন, শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য দীর্ঘ ৪০ বছর পর সরকার আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর সাথে আমার বিন্দুমাত্র কোন সংশ্লিষ্টতা নেই এবং আমি কোনভাবেই ঐ ঘটনার সাথে জড়িত ছিলাম না। বিগত ৪০ বছরের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে কারু পক্ষ থেকে পত্র-পত্রিকায় বা কোন কর্তৃপক্ষের বরাবরে আনীত কোন অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি মিথ্যা, বানোয়াট, কাল্পনিক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

ফাঁসির আগে পরিবারের মাধ্যমে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'আমি পূর্বেই বলেছি, সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে এ সরকার আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছে। আমি মযলূম। তিনি বলেন, 'আমার মৃত্যুর পর যেন ইসলামি আন্দোলনের কর্মীরা পরম ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে আমার রক্তকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে লাগায়। কোন ধরনের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে যেন শক্তি নিয়োজিত না হয়।

এদিকে কাদের মোল্লার ফাঁসিতে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন, পাকিস্তান, তুরস্ক, কাতার, এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সহ কয়েকটি দেশ ও প্রতিষ্ঠান নিন্দা জানিয়েছে।

[আমরা আল্লাহ্‌র কাছে যথার্থ বিচার কামনা করছি। আমরা মৃতের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি ও তাদেরকে ধৈর্য ধারনের উপদেশ দিচ্ছি। একই সাথে ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের প্রতি ইসলামী পথে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগের আহ্বান জানাচ্ছি (স.স.)]

বিদেশ

সমুদ্রের বুকে এক মাইল দীর্ঘ ভাসমান শহর!

বিশ্ববাসী দানব আকৃতির অট্টালিকা, সুউচ্চ টাওয়ার দেখেছে। তবে এবারই প্রথম সবাইকে হতবাক করে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি সংস্থা সাগরের বুকে তৈরী করতে যাচ্ছে এক মাইল দীর্ঘ 'ফ্রিডম শিপ' নামের ভাসমান শহর! এ 'ফ্রিডম শিপে' থাকবে আলাদা বিমান বন্দর, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, পার্ক, শপিং মল সহ আরও অনেক কিছু। এই জাহায তৈরীর পর সেখানে ৫০,০০০ পরিবারকে স্থায়ীভাবে থাকতে দেয়া যাবে, যাদের জন্য সেখানে সকল নাগরিক সুবিধা প্রদান করা হবে। ভাসমান এই জাহাযের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে নিজস্ব পানিবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে। প্রস্তাব অনুযায়ী এই বিশাল জাহায যেহেতু কোন বন্দরে ভিড়তে পারবে না, সেহেতু সেখানে থাকা বাসিন্দাদের কোন প্রয়োজনে কোম্পানীর যাত্রীবাহী জাহায বা জাহাযের নিজস্ব বিমান বন্দরে থাকা বিমান ব্যবহার করতে পারবে। এই প্রকল্পের জন্য বাজেট ধরা হয়েছে ১০ বিলিয়ন ডলার।

২১ বছর পরও বাবরী মসজিদ ধ্বংসের সুবিচার হয়নি

১৯৯২ সালে সভ্য জগতকে মর্মাহত করে ভারতের উত্তর প্রদেশের ফয়যাবাদে অবস্থিত ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদের অবমাননার পর তা ধ্বংস করে দেয় একদল উগ্র হিন্দু। ভারতের মুসলমানরা মনে করেন, ২১ বছর পরও বাবরী মসজিদ ধ্বংসের সুবিচার হয়নি। ষোড়শ শতকের ঐতিহাসিক এই মসজিদটির নির্মাতা ছিলেন ভারতবর্ষে মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা যহীরুদ্দীন মুহাম্মাদ বাবরের ইরানী মন্ত্রী মীর বাক্বী। ১৫২৮ সালে নির্মিত এই মসজিদটি ছিল অনিন্দ্যসুন্দর তিনটি গম্বুজ-শোভিত এবং চমৎকার আরবী ও ফার্সী লিপি-খচিত মোঘল স্থাপত্যশৈলীর এক অনন্য নিদর্শন। তিন শতক পর এক ব্রিটিশ কর্মকর্তা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই দাবী বা কল্পনা নথিবদ্ধ করেন যে, মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর। অযোধ্যায় শী'আ মুসলিম রাষ্ট্রের পতনের পর এই দাবী প্রচার করে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী। অথচ হিন্দু ঐতিহাসিকদের লিখিত রাজপুত-ইতিহাসেও কখনও এমন দাবী করা হয়নি। দাঙ্গা বাঁধানোর ষড়যন্ত্রমূলক ঐ দাবী তোলার কয়েক দশক পর একদল হিন্দু গুণ্ডা জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করার লক্ষ্যে গোপনে এই মসজিদের একটি অংশে স্থাপন করে কয়েকটি মূর্তি। এরপর আদালতের রায়ের মাধ্যমে মসজিদটিকে অন্যায়ভাবে ভাগ করে দেয়া হয় এবং আরো পরে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয় ঐতিহ্যবাহী এই মসজিদে। ভারতের একদল অসাধু রাজনীতিবিদের উস্কানিতে উগ্র হিন্দুরা এই দাবী তোলে যে, মসজিদটি নির্মিত হয়েছে রূপকথায় উল্লিখিত দেবতা রামের জন্মস্থানের ওপর। অবশেষে তারা ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর মসজিদটি ধ্বংস করে ফেলে। ফলে গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা এবং এতে নিহত হয় দুই হাযারেরও বেশি মানুষ, যাদের বেশিরভাগই ছিল মুসলমান। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অনুসন্ধানে এই মসজিদে বা তার আশপাশেও মন্দির তো দূরে থাক, অন্য কোন প্রাচীন স্থাপত্যের চিহ্ন বা নিদর্শনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের আদালত ধ্বংস করে দেয়া বাবরী মসজিদের জমির মাত্র এক-তৃতীয়াংশ স্থানের ওপর একটি মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছে এবং বিতর্কিত ঐ রায়ে বাদবাকি স্থান একটি মন্দির নির্মাণের জন্য খালি রাখতে বলা হয়েছে। ভারতের ২২ কোটি মুসলমান দেশটির সুপ্রিমকোর্টের এই রায় প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বাবরী মসজিদের পুরো জমি কেবল মসজিদের মালিকানায় ফিরিয়ে দেয়ার দাবী জানিয়ে আপিল করেছেন। যাতে সেখানে কেবল এক আল্লাহ্‌রই ইবাদত করা যায়।

ফ্রান্সে সহস্রাধিক গাড়িতে আগুন দিয়ে নববর্ষ উদযাপন!

ফ্রান্সে ইংরেজী নববর্ষ পালনের উন্মাদনায় এ বছর ১,০৬৭টি গাড়িতে আগুন দেয়া হয়েছে। ইংরেজি নববর্ষ পালনকে ঘিরে দেশটিতে গাড়ি পোড়ানো দীর্ঘদিনের এক ধরনের ঐতিহ্যে পরিণত হ'লেও গত বছরের তুলনায় চলতি বছর গাড়ি পোড়ানোর ঘটনা প্রায় ১০ শতাংশ কমেছে। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের প্রতিবেশী সেইনে-সেইন্ট-ডেনিসকে দেশটির সবচেয়ে দরিদ্র অঞ্চল হ'লেও নববর্ষ পালন করতে গিয়ে গাড়ি পোড়ানোর ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটি শীর্ষে রয়েছে বলে জানা গেছে। এদিন কেবল এ অঞ্চলেই পোড়ানো হয়েছে ৮০টি গাড়ি। ফ্রান্সে অঞ্চলভিত্তিক গাড়ি পোড়ানোর হিসাব প্রকাশ করার পর তা এক ধরনের প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে। নববর্ষ উপলক্ষে সমগ্র ফ্রান্সে ৫৩,০০০ পুলিশ মোতায়েন করা হ'লেও গাড়ি পোড়ানো সহ মোট তিনজন ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছে।

৯/১১'র সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা করেছিল মোসাদ-বুশ!

মার্কিন কংগ্রেসের একটি গোপন প্রতিবেদনে পরিষ্কার ভাষায় স্বীকার করা হয়েছে, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে আমেরিকায় চালানো নযীরবিহীন সন্ত্রাসী ঘটনার সঙ্গে একটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা জড়িত ছিল। বিদেশী এই গোয়েন্দা সংস্থাটি 'মোসাদ' বলেই বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন। মোসাদ ও সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এ সন্ত্রাসী তৎপরতার পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন।

৮০০ পৃষ্ঠার গোপন এ প্রতিবেদনের ২৮ পৃষ্ঠা তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের নির্দেশে মুছে ফেলা হয়েছিল। আর এ অংশটি আড়াল করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে আমেরিকান ইসরাঈল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটি আইপ্যাক (।)

তবে '৯/১১ তদন্ত প্রতিবেদন' নামে পরিচিত এ প্রতিবেদনের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি সম্প্রতি মার্কিন কংগ্রেসের ডেমোক্রেটিক দলের প্রতিনিধি স্টিফেন লিঞ্চ এবং রিপাবলিকান দলের প্রতিনিধি ওয়ালটার জোন্সকে পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। রিপোর্টটি পড়ার পর তারা স্বীকার করেছেন, প্রতিবেদনটির মুছে দেয়া অংশগুলোতে ৯/১১-এর ঘটনার জন্য পরিষ্কার ভাষায় এক বা একাধিক বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাকে দায়ী করা হয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে যে কথিত সন্ত্রাসীদের কোন সম্পর্ক নেই সে কথাও স্বীকার করেছেন তারা। এছাড়া সাবেক প্রেসিডেন্ট বুশ ব্যক্তিগতভাবে এসব তথ্য গোপন করায় কেবল ৯/১১-এর ঘটনায় জড়িত মূল অপরাধীদেরই আড়াল করা হয়নি, সেইসঙ্গে মার্কিন সরকার দু'টি যুক্তিহীন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার জাতীয় গোয়েন্দা বিষয়ক পরিচালক জেমস ক্ল্যাপার বলেছেন, ৯/১১-এর ঘটনায় জড়িতদের আড়াল করার অপরাধমূলক কাজটি যে বুশ করেছেন তা মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এখন প্রমাণ করতে পারবে। উল্লেখ্য, ৯/১১-এর ঘটনায় অংশগ্রহণকারী হিসাবে অভিযুক্ত কথিত ১৯ জনের মধ্যে ১৫ জনই ছিল সঊদী নাগরিক।

[মুসলমানদের জঙ্গী প্রমাণ করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে সে দেশের সরকার এটা করেছিল। সেকারণ তাদের মিত্র ইহূদী কর্মচারীরা কেউ ঐ দিন টুইন টাওয়ারে তাদের কর্মস্থলে যায়নি। ইস্রাঈলী প্রধানমন্ত্রীর সেদিনকার সফরও বাতিল করা হয়। ৩০০০-এর বেশী কর্মকর্তা-কর্মচারী সেদিন নিহত হয়। আর এতে দায়ী করা হয় কয়েকজন মুসলিম তরুণকে। অতঃপর আল-কায়েদা নির্মূলের নামে ইরাক ও আফগানিস্তান হামলা চালিয়ে দু'টি দেশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়ার হয়। নিহত হয় প্রায় ১৫ লাখ মানুষ। এখনও সেখানে রক্ত ঝরছে। এত কিছুর পরেও তারা যুদ্ধাপরাধী নয়। বরং তারাই বিশ্বশক্তির মোড়ল। তথাকথিত গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ফেরিওয়ালা। মুসলমানদের হুঁশ ফিরবে কি? (স.স.)]

মুসলিম জাহান

গাদ্দাফী-উত্তর লিবিয়ায় মুক্তি ও উন্নয়নের দেখা মেলেনি

লিবিয়ার বর্তমান পাশ্চাত্য সমর্থিত সরকার প্রায় ৪০ বছর যাবৎ লিবিয়া শাসনকারী মুয়াম্মার গাদ্দাফীর পতনের দ্বিতীয় বার্ষিকী সম্প্রতি পালন করল। তবে গাদ্দাফীর পতনের পর লিবিয়ার জনগণ যে মুক্তি ও উন্নয়নের আশা করেছিল, ইসলামপন্থীরা যে ইসলামী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিল, তার দেখা মেলেনি; বরং গোটা দেশ এক গভীর নৈরাজ্যের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী পাশ্চাত্যপন্থী, ইসলামপন্থী, চরমপন্থী বিভিন্ন দল-উপদল দেশের উচ্ছৃঙ্খল মিলিশিয়াদের সাথে মিলে রাজনৈতিক বিরোধকে সশস্ত্র সংঘাতে পরিণত করেছে। সম্প্রতি খোদ প্রধানমন্ত্রীকে অপহরণ করা হয়েছে। যদিও পরে আবার তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে হত্যা করা হয়েছে শত শত সামরিক অফিসার, ধর্মীয় ও সমাজ নেতাকে। গাদ্দাফীর পতনে নিয়োজিত প্রায় ৩ লক্ষাধিক মিলিশিয়ার অধিকাংশই অস্ত্র জমা না দিয়ে নিজ নিজ এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। দেশের প্রত্যেক রাজনীতিকই দলীয় সংঘাতে নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহার করছে। বিশেষত তেলক্ষেত্রগুলির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাঝে সংঘাত চরমে উঠেছে। ইতিমধ্যেই দৈনিক তেল উৎপাদন ১৫ লাখ ব্যারেল থেকে ৬ লাখ ব্যারেলে নেমে এসেছে।

এদিকে গত ৩ নভেম্বর লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলে একদল প্রাদেশিক নেতা আজদাবীয়া শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে আঞ্চলিক সরকার গঠন করেছেন। গত ১২ জানুয়ারী সির্ত গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন দেশটির ডেপুটি শিল্পমন্ত্রী হাসান আল-দ্রুউয়ী। সব মিলিয়ে আফ্রিকার এ মুসলিম দেশটিতে যেভাবে সহিংস বিভক্তি দেখা দিয়েছে, তাতে স্থায়ী গৃহযুদ্ধের এবং কয়েকভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা ক্রমে ঘনীভূত হচ্ছে।

[কথায় বলে 'সুখে খেলে ভূতে কিলায়'। ইসলামের শত্রুদের সুড়সুড়িতে ভুলে মুসলমানেরা তাদের নেতাকে হত্যা করেছে। এখন নিজেরা মরছে। আর ফায়েদা লুটছে লুটেরার দল। তাই আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত ছাড়া বাঁচার উপায় নেই। অতএব হে লিবিয়াবাসী! তওবা কর (স.স.)]

হিজাবের অনুমতি পেল কানাডার মহিলা পুলিশ

কানাডার অ্যাডামুন্তন সিটির মুসলিম মহিলা পুলিশ কর্মকর্তাদের ইসলামী শালীন পোশাক বা হিজাব পরার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এরপর থেকে তারা হিজাব পরে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। কুরআন বিষয়ক আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা 'ইকনা' জানিয়েছে, এর আগে কানাডার এই শহরের পুলিশ কর্তৃপক্ষ পুলিশ বিভাগে কাজ করতে মুসলিম মহিলাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য মুসলিম পুলিশ কর্মকর্তাদেরকে হিজাব ব্যবহারের অনুমতি দেয়ার বিষয়টি উত্থাপন করেছিল। হিজাব ব্যবহারের বিষয়টি অনুমোদন লাভের পর এখন থেকে যে কোন মুসলিম নারী কোন রকম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছাড়াই ইসলামী শালীন পোশাক পরে পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করতে পারবেন। মুসলিম নারীদের হিজাব ব্যবহারের অনুমতি দেয়ার ব্যাপারে কানাডার অ্যাডামুন্তন সিটির পুলিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অনেক যাচাই-বাছাই করে দেখার পর এটা প্রমাণিত হয়েছে, হিজাব ব্যবহারের কারণে মুসলিম নারী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে কোন সমস্যা হবে না এবং কাজেও ব্যাঘাত ঘটবে না। উল্লেখ্য, কানাডার মোট জনসংখ্যার প্রায় তিন শতাংশ হচ্ছে মুসলিম জনগোষ্ঠী।

[মাত্র তিন শতাংশ মুসলিম নাগরিকের জন্য যদি তাদের ধর্মীয় পোষাক স্বীকৃত হয়, তাহ'লে ৯০ শতাংশ মুসলিমের বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুসলিম মেয়েদের হিজাবের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা জারি হয় কেন? যদিও ঐ আদেশ কেউ মানে না। কারণ আল্লাহ্‌র আদালতই বড় আদালত। তাই বিচারপতিদের আল্লাহকে ভয় করা উচিত (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

আলু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন

অল্পখরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গিয়ে আলু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রযুক্তি গবেষণায় নতুনমাত্রা যোগ করলেন হিব্রু ইউনিভার্সিটি অফ জেরুযালেমের বিজ্ঞানী হেইম রাবিনোউইচ। আলুর গায়ে লেগে থাকা নতুন সবুজ কাণ্ডের মত অংশের সঙ্গে সস্তা কিছু ধাতু ও তার সংযোগ ঘটিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি সম্পাদন করা হবে। এ পদ্ধতিতে একটি আলু ব্যবহার করে এলইডি লাইটের মাধ্যমে ৪০দিন পর্যন্ত কোন ঘর আলোকিত করা যাবে। এতে করে প্রত্যন্ত শহর এবং গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে বলে জানিয়েছেন রাবিনোউইচ। তিনি বলেন, আলু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি পুরনো হ'লেও আলুর সবুজ অংশ থেকে তা করার ধারণা এটাই প্রথম।

শাহজালাল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরী হচ্ছে ড্রোন বিমান

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরী হচ্ছে মনুষ্যবিহীন ড্রোন বিমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বিভাগের একদল তরুণ গবেষক ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ জাফর ইকবালের তত্ত্বাবধানে এই ড্রোন তৈরির কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ইতিমধ্যেই ড্রোনের একটি পরীক্ষামূলক ডিজাইন তৈরী করা হয়েছে। আগামী এপ্রিল নাগাদ এটি আকাশে উড়ানো সম্ভব হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। গত বছরের এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া বিমানটির ডিজাইন তৈরির পর এখন প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস সংযোজনের কাজ চলছে। মনুষ্যবিহীন এই ড্রোনে ক্যামেরার মাধ্যমে ভিডিওচিত্র তোলা যাবে। এছাড়া দেশের সীমানা পাহারা দেওয়া, উপর থেকে তাৎক্ষণিক ছবি তোলা ও আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য জানা, রেল লাইন পাহারা সহ বিভিন্ন উপকার পাওয়া যাবে।

এবার চাঁদে চাষাবাদের আয়োজন

এবার চাঁদে চাষাবাদের লক্ষ্যে সেখানে তিন ধরনের উদ্ভিদের বীজ পাঠাচ্ছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। সেখানে বীজগুলো থেকে চারা গজানোর চেষ্টা করা হবে। পৃথিবীর বাইরে কোথাও বীজ অঙ্কুরিত করার চেষ্টা এটাই প্রথম।

নাসা চাঁদে ক্রেস (সালাদে ব্যবহৃত পাতাবিশিষ্ট ঝাল স্বাদের শাক-গাছ), ব্যাজল (পুদিনা বা ধনেপাতার মত সুগন্ধিযুক্ত গুল্ম) ও শালগমের বীজ পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে। এই বীজগুলো বিশেষভাবে নির্মিত ঢাকনাযুক্ত এক প্রকার ধাতব পাত্রের ভেতরে রাখা হবে। লুনার প্লান্ট গ্রোথ চেম্বার নামের এ পাত্রে ১০ দিনের জন্য পর্যাপ্ত বাতাস থাকবে। যা বীজগুলো অঙ্কুরিত হওয়া এবং পাঁচ দিন বেড়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট। তবে এ ক্ষেত্রে সূর্যের প্রাকৃতিক আলো ব্যবহার করা হবে। সর্বশেষ এই পরীক্ষা মহাকাশচারীদের জন্য চাঁদে অবস্থানের সময় নিজস্ব খাদ্য তৈরীর পথ সুগম করবে। মুন এক্সপ্রেস কর্মসূচির অংশ হিসাবে ২০১৫ সালে নতুন এ মিশনের কার্যক্রম শুরু হবে। মুন এক্সপ্রেস হচ্ছে চাঁদে অভিযানের বাণিজ্যিক একটি প্রকল্প। নাসা জানিয়েছে, চাঁদে চারা উৎপাদনের মাধ্যমে চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রাণের অস্তিত্বের উপযুক্ততাও মূল্যায়ন করা যেতে পারে। চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের বসবাস ও কাজ করার সুদীর্ঘ প্রত্যাশা পূরণের পথে এটা প্রথম পদক্ষেপ।

[পৃথিবীতে প্রায় সিকি মানুষ না খেয়ে মরছে। তাদের সহজে খাদ্য যোগানোর ফর্মূলা আবিষ্কার করুন। কেননা আল্লাহ মানুষকে পৃথিবী আবাদ করার জন্যেই এখানে পাঠিয়েছেন (স.স.)]

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

সুধী সমাবেশ

বাড়ইপাড়া, কালিয়াকৈর, গাযীপুর ১১ অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ গাযীপুর যেলার কালিয়াকৈর থানাধীন বাড়ইপাড়ায় প্রকাশ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাযীপুর যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ যবান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার। প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে সকল মাযহাব, মতবাদ, ইজম ও তরীকার অনুসরণ বাদ দিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজেদের সার্বিক জীবন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথিবৃন্দ তাঁদের সংক্ষিপ্ত ভাষণে জামা'আতী যিন্দেগীর গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং সবাইকে সংগঠনভুক্ত হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। উক্ত সুধী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডাঃ মুহাম্মাদ ফযলুল হক, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ যুবায়ের। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন রংপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি ও সাবেক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মুহাম্মাদ লোকমান হাকীম।

সর্বশেষ মামলার রায়ে বেকসুর খালাস

জঙ্গীবাদের ভিত্তিহীন অভিযোগ থেকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত মুক্ত

বগুড়া ২০ নভেম্বর বুধবার : অদ্য বিকাল ৪-৩০ মিনিটে বগুড়া অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত-৩ হত্যার অভিযোগে দায়েরকৃত মামলা থেকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**কে বেকসুর খালাস দিয়েছেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*। রায় শোনার পর উপস্থিত নেতাকর্মীগণ অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। অনেকে শুকরিয়ার সিজদা করেন। অনেক কর্মীর চোখের কোণ থেকে ঝরে পড়ে আনন্দাশ্রু। আমীরে জামা'আত তাঁর আইনজীবি এ্যাডভোকেট গোলাম রব্বানী রোমান ও এ্যাডভোকেট মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামকে ধন্যবাদ জানান। দীর্ঘ ৮ বছর ৮ মাস ২৮ দিন যাবৎ চলা এ মামলায় সাক্ষী ও শুনানী শেষে রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হওয়ায় আদালত এ রায় প্রদান করেন। এর মাধ্যমে বিগত চারদলীয় জোট সরকার কর্তৃক ষড়যন্ত্রমূলকভাবে দায়েরকৃত ১০টি মামলার সর্বশেষ মামলাটিতেও তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হ'লেন। ইতিপূর্বে ৬টি মামলায় ফাইনাল রিপোর্ট ও ৩টি মামলায় তিনি আদালত কর্তৃক বেকসুর খালাস প্রাপ্ত হন।

মামলার বিবরণ :

ক্রঃ	যেলা	থানা	রায়	রায়ের তারিখ
১.	রাজশাহী	শাহমখদুম	এফআরটি	০৯.০৪.২০০৫
২.	সিরাজগঞ্জ	উল্লাপাড়া	এফআরটি	০৪.০৭.২০০৫
৩.	গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ	এফআরটি	২৬.০৭.২০০৫
৪.	নওগাঁ	পোরশা	এফআরটি	১৩.১১.২০০৫
৫.	গোপালগঞ্জ	কোটালীপাড়া	এফআরটি	০৫.১১.২০০৬
৬.	গাইবান্ধা	পলাশবাড়ী	বেকসুর খালাস	২৬.০৬.২০০৮
৭.	বগুড়া	গাবতলী	বেকসুর খালাস	৩০.০৯.২০১০
৮.	নওগাঁ	রাণীনগর	এফআরটি	০৫.০৭.২০১১
৯.	বগুড়া	শাহজাহানপুর	বেকসুর খালাস	৩১.০৭.২০১১
১০.	বগুড়া	শাহজাহানপুর	বেকসুর খালাস	২০.১১.২০১৩

উল্লেখ্য যে, ২০০৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর কেন্দ্রীয় চার নেতাকে তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকার প্রথমে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে। অতঃপর বিভিন্ন যেলায় বোমাবাজি, ব্যাংক ডাকাতি ও হত্যা মামলা সহ মোট ১০টি মিথ্যা মামলায় শ্যোন এরেষ্ট দেখায়। অতঃপর ঢাকা, নওগাঁ ও সিরাজগঞ্জে মোট এক মাস রিমান্ড সহ ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন কারারুদ্ধ রেখে ইতিহাসের বর্বরোচিত ঘৃণ্য অধ্যায় রচনা করে। অতঃপর ২০০৮ সালের ২৮ আগষ্ট তিনি হাইকোর্ট থেকে যামিনে মুক্তি লাভ করেন।

এই রায়ের মাধ্যমে উক্ত ভিত্তিহীন অভিযোগ সর্বাংশে মিথ্যা প্রমাণিত হ'ল। সেই সাথে কলঙ্কমুক্ত হ'ল এ দেশের শীর্ষস্থানীয় দ্বীনি সংগঠন **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**। মিথ্যাচারের ভয়ঙ্কর থাবা থেকে বিচারিক মুক্তি পেলেন দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও খ্যাতিমান আলেম প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

রায় ঘোষণার দিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী, শিক্ষক মাওলানা ফযলুল করীম, রুস্তম আলী, আফযাল হোসাইন, শামসুল আলম এবং বগুড়া ও পার্শ্ববর্তী নাটোর, নওগাঁ, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা-পূর্ব, যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীল ও বিপুল সংখ্যক কর্মীবৃন্দ।

রায় ঘোষণার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সাংবাদিকদের নিকট মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, যারা আমাদেরকে মিথ্যা অপবাদে কলংকিত করেছে, হাজতের নামে আমাদের জীবন থেকে অনেকগুলি বছর ছিনিয়ে নিয়েছে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর কাছেই বিচার রইল। তিনি এ ধরনের সরকারী সন্ত্রাস বন্ধের আহ্বান জানান এবং বর্তমান বিচার ব্যবস্থা পরিবর্তন করে দেশে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জোর দাবী জানান। সেই সাথে অত্র হত্যা মামলার

মূল আসামীদের গ্রেফতারের দাবী জানান। তিনি বলেন, জঙ্গীবাদ একটি নিকৃষ্ট মতবাদ। ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

রায় পরবর্তী আলোচনা সভা

সাবগ্রাম, বগুড়া : আদালতের ব্যস্ততা শেষ করে মাগরিবের সামান্য পূর্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও উপস্থিত নেতা-কর্মীগণ শহরের উপকণ্ঠে সাবগ্রামে অবস্থিত মাদরাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিয়ায় গমন করেন। সেখানে বাদ মাগরিব বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শুকরিয়া সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর প্রদত্ত ভাষণে বলেন, আল্লাহ পাকের অশেষ অনুগ্রহে আজ একটি দুঃসহ বোঝা নেমে গেল। আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে বা দলকে ভালবাসেন, তখন তাদেরকে বারবার পরীক্ষায় ফেলেন। আমাদের তিনি পরীক্ষা নিয়েছেন। পরীক্ষা শেষে আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয়েছে। আমরা মুক্তি পেয়েছি ও আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। সাথে সাথে শুকরিয়া আদায় করছি দেশে ও প্রবাসে হাযার হাযার ভক্ত অনুসারী ভাই-বোনদের, যারা প্রাণভরে আমাদের জন্য দো'আ করেছেন। বিশেষভাবে দো'আ করছি বগুড়াবাসীর জন্য এবং যেলা সংগঠনের সকলের জন্য, যারা প্রতিটি হাজিরার দিনে তাদের সব কাজকর্ম ফেলে আদালতে আসতেন ও সার্বিক সহযোগিতা করতেন। যাদেরকে দেখে মনে সাহস পেতাম ও হৃদয়ে উৎসাহ পেতাম। আমরা প্রাণভরে তাদের ও তাদের পরিবারের জন্য দো'আ করছি, আল্লাহ যেন ইহকাল ও পরকালে তাদেরকে এর উত্তম জাযা দান করেন। অতঃপর তিনি নিজের জন্য ও কর্মীদের জন্য দো'আ করেন যেন আল্লাহ আমাদের ও আমাদের সন্তানদের সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, অত্র মাদরাসার শিক্ষক জনাব শামসুল আলম, মাদরাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিয়ার পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আরবীতে বক্তব্য পেশ করে অত্র মাদরাসার ৭ম শ্রেণীর ছাত্র ইয়াকূব আলী, কুরআন তেলাওয়াত করে ৩য় শ্রেণীর ছাত্র নাজমুছ ছাক্বিব এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র জাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম।

নওদাপাড়া, রাজশাহী : বগুড়া থেকে রওয়ানা হয়ে রাত ১১-টায় আমীরে জামা'আত নওদাপাড়া মারকাযে পৌঁছেন। মারকাযের পশ্চিম পার্শ্বস্থ বড় মসজিদে অপেক্ষমান রাজশাহী মহানগর 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ, মারকাযের ছাত্র-শিক্ষক এবং স্থানীয় সুধীবৃন্দের সমন্বয়ে স্বতঃস্ফূর্ত এক শুকরিয়া সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং মারকাযের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল লতীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আজকে মারকাযের জন্য এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের জন্য একটি আনন্দঘন দিন। দীর্ঘ ৮ বছর ৮ মাস ২৮ দিন পর আজ আমরা একটি নিকৃষ্ট অপবাদ থেকে বিচারিক মুক্তি পেলাম। কিন্তু কেন এল এই রাষ্ট্রীয় নির্যাতন? কারণ আমরা প্রচলিত শয়তানী তরীকা ছেড়ে নবীগণের তরীকা অবলম্বন করেছি। ক্ষমতাতন্ত্রের অস্থায়ী পথে না গিয়ে আক্বীদা পরিবর্তনের স্থায়ী বিপ্লবের পথে গিয়েছি। আমরা চেয়েছি এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবেনা প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ। আমরা বলেছি, সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর। আমরা জনগণকে ডেকেছি- আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি। ফলে ক্ষেপেছে তথাকথিত প্রগতিবাদীরা, ক্ষেপেছে মনগড়া ইসলামপন্থীরা। আমরা সরকার বিপ্লবের চাইতে সমাজ বিপ্লবকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। সাংগঠনিকভাবে আমরা সে কাজই করে যাচ্ছি। নিয়মিত পরিচর্যার মাধ্যমে যেমন একটি চারা বড় গাছে পরিণত হয়, তেমনি নিয়মিত সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি সমাজ পরিবর্তিত হয়। সেজন্য অন্য সবকিছুর চাইতে সংগঠন সবচেয়ে বড় ফরয। আর সেই সংগঠন সবচেয়ে শক্তিশালী, যে সংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক মহব্বত সবচেয়ে বেশী। পরিশেষে তিনি ছাত্র-শিক্ষক ও এলাকাবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করেন।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অনুষ্ঠান শেষে সবাই ছাত্রদের আয়োজিত শুকরিয়ামূলক আতিথেয়তায় অংশগ্রহণ করেন।

আমীরে জামা'আতের জয়পুরহাট সফর

২৪ নভেম্বর রবিবার : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ বিভাগে যোগদানপত্র প্রদানের পর অদ্য বাদ যোহর দুপুর পৌনে ২-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** 'আন্দোলন'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব হাফীযুর রহমানের কবর যেয়ারতের উদ্দেশ্যে রাজশাহী হ'তে জয়পুরহাটের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

প্রথমে তিনি যেলার কালাই থানাধীন শিকটা গ্রামে পৌঁছেন। সেখানে তিনি মাগরিবের ছালাতান্তে উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর জনাব হাফীযুর রহমানের কবর যেয়ারত করেন এবং তাঁর মাগফিরাতের জন্য দো'আ করেন। অতঃপর তাঁর প্রথমা স্ত্রীর বাসভবনে গমন করেন এবং পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশ্যে সান্ত্বনা ও নছীহতমূলক বক্তব্য পেশ করেন। এসময়ে তিনি বিভিন্ন আইনী বাধার কারণে এতদিন যাবৎ আসতে না পারায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য যে, জনাব হাফীযুর রহমান ২০০৫ সালের ২২ নভেম্বর শনিবার দিবাগত রাতে বিগত চারদলীয় জোট সরকারের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে এবং পত্রিকায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা দেখে আন্দোলন-এর ঢাকা অফিসে হার্টফেল করে মারা যান।

অতঃপর 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সংস্থা 'তাওহীদ ট্রাষ্ট'-এর সৌজন্যে প্রতিষ্ঠিত 'কালাই কমপ্লেক্স'-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং কমপ্লেক্স জামে মসজিদে এশার ছালাত আদায় করেন। ছালাত শেষে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র সাবেক কর্মী জনাব আনীসুর রহমান তালুকদার ও আলহাজ্জ মাহতাবুদ্দীন তালুকদার আমীরে জামা'আতের সাথে কুশল বিনিময় করেন। অতঃপর সংক্ষিপ্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপস্থিত সকলকে 'আহলেহাদীছ

আন্দোলন'-এর পতাকাতলে সমবেত হয়ে দ্বীনে হক-এর নিষ্কলুষ দাওয়াত সমাজের সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান। কমপ্লেক্সের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে তিনি উক্ত কমপ্লেক্সের সকল কর্মকাণ্ড অহি-র বিধান অনুযায়ী পরিচালনার পরামর্শ দেন। মসজিদে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে তিনি রাত ৯-টার দিকে রউফ নগরে আলহাজ্জ রেযাউল করীমের বাড়ীতে গমন করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রউফ নগর এলাকা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীল আলহাজ্জ মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান (মূলগ্রাম), জনাব শামসুল আলম, মাওলানা খলীলুর রহমান (বাখড়া), মাওলানা সাইফুল ইসলাম (নানাহার) ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অতঃপর তিনি রাত সাড়ে ৯-টায় বটতলীর অনতিদূরে অবস্থিত তালতলী মৎস্য হ্যাচারী পরিদর্শন করেন। অতঃপর জয়পুরহাটের উদ্দেশ্যে রওনা হন। জয়পুরহাট শহরে পৌঁছে তিনি স্থানীয় আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অপেক্ষমান কর্মী ও সুধীদের সাথে মত বিনিময় করেন। অতঃপর সেখান থেকে জনাব হাফীযুর রহমান ছাহেবের দ্বিতীয়া স্ত্রীর বাসভবনে যান। সেখানে তিনি পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশ্যে সান্ত্বনা ও উপদেশমূলক বক্তব্য পেশ করেন।

অতঃপর আমীরে জামা'আত জামালগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখানে গত ২রা নভেম্বর মৃত্যুবরণকারী যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা ও মিথ্যা মামলায় কারা নির্যাতন ভোগকারী জনাব মুহাম্মাদ ইদরীস আলীর কবর যেয়ারত করেন এবং তাঁর মাগফিরাতের জন্য দো'আ করেন। তারপর তাঁর বাড়ীতে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন এবং পরিবারের সকলকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর পতাকাতলে থেকে অহি-র বিধান অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনার উপদেশ দেন। অতঃপর রাত ১১-টায় রওয়ানা হয়ে রাত ৩-টায় তিনি রাজশাহী মারকাযে পৌঁছেন।

আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক শামসুল আলম, ছাত্র হাফেয মারূফ এবং বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহীম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক রফীকুল ইসলাম ও দফতর সম্পাদক ছহীমুদ্দীন প্রমুখ। সফরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মাহফূযুর রহমান এবং 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীল কর্মীবৃন্দ।

ইমাম প্রশিক্ষণ

বলরামপুর (আরিফপুর), পাবনা ২৫ ডিসেম্বর বুধবার : অদ্য সকাল সোয়া ৮-টায় যেলার সদর থানাধীন বলরামপুর (আরিফপুর) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা যেলার উদ্যোগে এক ইমাম প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক জনাব আব্দুল কুদ্দূস ও মাদরাসা দারুল হাদীছ, বাঁশবাজার, পাবনার শিক্ষক মাওলানা মুশাররফ হোসাইন। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার প্রচার সম্পাদক সোহরাব আলী। অনুষ্ঠানে যেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ১২০ জন ইমাম ও ৩ শতাধিক কর্মী ও সুধী উপস্থিত ছিলেন।

মাসিক তাবলীগী ইজতেমা

কুষ্টিয়া-পশ্চিম ৮ নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ধর্মদহ মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'মাসিক তাবলীগী ইজতেমা' অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব গোলাম যিল কিবরিয়া সভাপতিত্ব করেন। তিনি দরসে কুরআন, বক্তব্য ও জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহসভাপতি নাযির খান, যেলা যুবসংঘের সহ-সভাপতি আব্দুছ ছামাদ, গরুড়া শাখা আন্দোলনের সভাপতি ইউনুস আলী প্রমুখ। বিভিন্ন শাখা হতে কর্মীদের উপস্থিতি ছিল প্রায় ৩০০ জন। উল্লেখ্য যে, পার্শ্ববর্তী গ্রামের ৩ জন নতুন আহলেহাদীছ ভাইদের পরিচিতি প্রদান করা হয়। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

দেশব্যাপী কুনূতে নাযেলাহ পাঠ

যুদ্ধ বা বিশেষ কোন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকটে ছালাতরত অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বা শক্তির বিরুদ্ধে এমনকি একমাস যাবৎ কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করেছেন। সেই সুন্নাত অনুসরণে দেশে সাম্প্রতিক চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসানের জন্য আল্লাহ্র রহমত কামনা করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় নির্দেশনা অনুযায়ী গত ১ মাস যাবৎ দেশব্যাপী কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করা হয়েছে।

যুবসংঘ

পশ্চিম দৌলতপুর, বাগমারা, রাজশাহী ১৫ নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার বাগমারা থানাধীন পশ্চিম দৌলতপুর পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আলহাজ্জ পিয়ারবক্স-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ' রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি ও বাগমারা উপযেলার সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কর্মী হাফেয শহীদুল ইসলাম। জাগরণী পরিবেশন করেন ইসমাঈল।

প্রবাসী সংবাদ

মদীনা, সঊদী আরব ৬ই নভেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে বিন লাদেন কম্পানির মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদের ইমাম শায়খ মুহাম্মাদ সাঈদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ

আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ' মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক হাফেয মুকাররম বিন মুহসিন ও সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া। অনুষ্ঠানে প্রায় তিন শতাধিক বাংলাভাষী কর্মী ও সুধী উপস্থিত ছিলেন।

মদীনা, সঊদী আরব ৭ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে মসজিদে নববীর পার্শ্ববর্তী একটি খেজুর বাগানে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মাদ নূরুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ' মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার দায়িত্বশীলবৃন্দ। উক্ত অনুষ্ঠানে আব্দুল হামীদ (বরিশাল)-কে সভাপতি ও আমীনুল ইসলাম (টাঙ্গাইল)-কে সাধারণ সম্পাদক করে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' হারাম (মসজিদে নববী) শাখা গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক বাংলাভাষী কর্মী ও সুধী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ' মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক হাফেয মুকাররম বিন মুহসিন।

মারকায সংবাদ

১. আল-মারকাযুল ইসলাম আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী :

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (JDC) পরীক্ষা-২০১৩-তে এই মাদরাসা থেকে ৪৯ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ২১ জন জিপিএ-৫ (A+), ২৭ জন জিপিএ-৪ (A), ১ জন জিপিএ-৩ (A-) গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় এবার এই মাদরাসা থেকে ১২৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৫১ জিপিএ-৫ (A+), ৫৭ জন জিপিএ-৪ (A), ১০ জন জিপিএ-৩.৫ (A-), ৩ জন জিপিএ-৩ (B) এবং ৩ জন জিপিএ-২ (C) গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। ১জন অকৃতকার্য হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ ২০টি মাদরাসার মধ্যে পঞ্চম : বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় মেধার দিক দিয়ে দেশের শীর্ষ ২০টি মাদরাসার মধ্যে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী ৫ম স্থান অধিকার করেছে।

২. দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা :

এ মাদরাসা থেকে জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (JDC) পরীক্ষায় এবার ১৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৬ জন জিপিএ-৫ (A+), ৪ জন জিপিএ-৪ (A), ৫ জন জিপিএ-৩ (A-) এবং ১ জন জিপিএ-৩ (B) গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় এবার এই মাদরাসা থেকে ২৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১৯ জিপিএ-৪ (A), ৫ জন জিপিএ ৩.৫ (A-) এবং ২ জন জিপিএ-৩ (B) গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

৩. আল-মারকাযুল ইসলামী, কালদিয়া, বাগেরহাট :

ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় এবার ৮ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ৩ জন জিপিএ-৪ (A), ১ জন জিপিএ- ৩.৫ (A-), ১ জন জিপিএ-৩ (B) এবং ৩ জন জিপিএ-২ (C) গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

৪. মাদরাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিয়া, সাবগ্রাম, বগুড়া :

এ মাদরাসা থেকে জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (JDC) পরীক্ষায় এবার ৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ২ জন জিপিএ-৫ (A+), ২ জন জিপিএ-৪ (A) গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় এবার এই মাদরাসা থেকে ৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৭ জিপিএ-৪ (A) গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

৫. বৃ-কুষ্টিয়া দারুল হাদীছ আস-সালাফিয়া তাহফীযুল কুরআন, বগুড়া :

এ মাদরাসা থেকে জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (JDC) পরীক্ষায় এবার ৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৩ জন জিপিএ-৫ (A+), ১ জন জিপিএ-৪ (A), ১ জন জিপিএ-৩ (A-) গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় এবার এই মাদরাসা থেকে ১০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১ জন জিপিএ-৫ (A+), ৯ জন জিপিএ ৩.৫ (A-) গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

৬. মেন্দিপুর-চাকলা সালাফিয়া মাদরাসা, গাবতলী, বগুড়া :

ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় এবার এই মাদরাসা থেকে ৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ২ জন জিপিএ-৫ (A+), ২ জন জিপিএ-৪ (A), ১ জন জিপিএ-২ (C) গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

৭. সাহারবাটী সিএমএস দাখিল মাদরাসা, গাংনী, মেহেরপুর :

এ মাদরাসা থেকে জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (JDC) পরীক্ষায় এবার ৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১ জন জিপিএ-৪ (A), ১ জন জিপিএ-৩ (A-) এবং ২ জন জিপিএ-৩ (B) গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। অসুস্থতার কারণে ১ জন অনুপস্থিত ছিল।

ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় এবার এই মাদরাসা থেকে ১২ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ২ জন জিপিএ-৪ (A), ৩ জন জিপিএ-৩ (B), ৫ জন জিপিএ-২ (C) এবং ২ জন জিপিএ-১ (D) গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম

মতামত

আমি আল্লাহকে সব বলে দিব

ফেসবুকের একটি স্ট্যাটাস হৃদয়ে হাহাকারের প্রতিধ্বনি তুলছে অবিরাম। মানুষ কতটা সইতে পারে? চোখের কান্না পানি হয়ে ঝরে বলে দৃশ্যমান। কিন্তু হৃদয়ের কান্না? রক্তক্ষরণ? কোন শব্দ, বাক্য, প্রতিক্রিয়া দিয়ে মাপা যায় এর গভীরতা? সামাজিক মাধ্যমে স্ট্যাটাসটি ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। সিরিয়ার তিন বছরের এক যুদ্ধাহত শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে বলল, 'আমি আল্লাহকে সব বলে দিব!' শিশুটির রক্তমাখা ছবিটির দিকে তাকালেই বুঝে নেওয়া যায় সে আল্লাহর কাছে কী বলবে।

সভ্যতার দ্বান্দ্বিক যুদ্ধ চলছে। এ দ্বন্দ্ব বিশ্বাসের, এ দ্বন্দ্ব আদর্শের। একটি আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করতে হয় আরেকটি আদর্শ দিয়ে। জোরের যুক্তি দিয়ে নয়; যুক্তির জোর দিয়ে। ক্ষমতা, শক্তি, জোর দিয়ে আদর্শকে মোকাবেলা করতে গেলেই দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে। সেই দ্বান্দ্বিক যুদ্ধে আদর্শবানরা কখনো কখনো পরাজিত হ'লেও তাদের বিশ্বাসের পরাজয় ঘটে না। বিশ্বাসী তো সে-ই, যে প্রয়োজনে জীবন দিয়েও প্রমাণ করতে পারে 'আমার বিশ্বাসের প্রতি আমি অবিচল'। সিরিয়ান এই শিশুটি সভ্যতা, যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, আদর্শ- এগুলো হয়তো পরিষ্কার করে বুঝতে পারেনি। কিন্তু তার বিশ্বাস কত প্রবল! 'আমি আল্লাহকে সব বলে দিব!' সে নিশ্চিত যে, সে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাচ্ছে। শুধু তা-ই নয়; আল্লাহ্‌র কাছে সে নালিশ করবে! যারা তাকে মেরেছে, শুধুমাত্র বিশ্বাসী হওয়ার কারণে যারা তাকে রক্তাক্ত করেছে, যারা তার আদর্শকে আদর্শ দিয়ে প্রতিহত না করে বুলেট ছুড়ে মেরেছে, তাদের বিরুদ্ধে সে আল্লাহ্‌র কাছে নালিশ করবে। এছাড়া আর কী বা করার আছে ছোট্ট এই শিশুটির!

পৃথিবীর কারো কাছে সে অভিযোগ করেনি। কারো কাছে সে তাকে মারার বিচার চায়নি। সে জানে এবং সবাইকে জানিয়ে দিয়ে গেল, এই আদর্শহীন একচোখা বিবেকহীন বিশ্বের কাছে বিশ্বাসীদের কিছু চাইতে নেই। এ এমনই এক বিশ্ব যেখানে মানবাধিকারের সংজ্ঞাই নির্মিত হয় কিছু মানুষকে 'অমানুষ' বিবেচনা করে। এ এমনই এক বিশ্ব, যেখানে শক্তিধররা-ক্ষমতাবানরা যা বলবে, তা-ই সত্য। পূর্বতিমুরের যোদ্ধারা হয় স্বাধীনতাকামী, আর আরাকান ও কাশ্মীরের যোদ্ধারা হয় জঙ্গী কিংবা বিচ্ছিন্নতাবাদী। কালো-সাদার তফাৎ ঘোচাতে ম্যাণ্ডেলার ভূমিকা ইতিহাস হয়ে থাকবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু দেড় হাযার বছর আগে মুহাম্মাদ (ছাঃ) কাল বেলালকে প্রথম মুয়াযযিন বানিয়েছিলেন। বর্ণবাদ নিয়ে কোন আলোচনায় এই উদাহরণ দিতে পারবেন না। দিলেই আপনি 'ব্যাকডেটেড' কিংবা মৌলবাদী/প্রতিক্রিয়াশীল। এমন একটি ন্যায়ভ্রষ্ট পৃথিবীর কাছে বিশ্বাসীদের কিছু চাওয়ার নেই। তাদের সমস্ত চাওয়া আল্লাহ্‌র কাছে।

বাংলাদেশেও বিশ্বাসের এই দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল। এখানেও আদর্শকে পরাজিত করার জন্য আরেকটি আদর্শের পরিবর্তে বেছে নেওয়া হয় বুলেট-বোমা-অস্ত্র। একজন বিশ্বাসী মানুষ প্রশ্নহীনভাবে মেনে চলতে চাইবে আসমানী বাণীকে। তার কাছে কুরআনকে বিশ্বাস করার অর্থ হ'ল, কুরআন নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালনা করা। কুরআনের বিধানসমূহ জানা এবং সেগুলো মেনে চলা। এখন কুরআন যদি সমাজ বদলের কথা বলে, কুরআন যদি আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের কথা বলে, তাহ'লে তো সেই কাজটিই তাকে করতে হবে। যদি কেউ মনে করে কুরআন এগুলো বলেনি, তাকে সেটা প্রমাণ করতে হবে। আর যদি কেউ বলে, সমাজ বদলের জন্য কুরআনের চেয়েও ভাল কোন রেসিপি তার কাছে আছে, তাহ'লে সে সেই আদর্শের দিকে মানুষকে ডাকবে। মানুষ যেটি মেনে নেয়। আদর্শের জবাব আদর্শ দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হ'ল, বাংলাদেশে আদর্শের এই উদারতা নেই। প্রায়ই পত্রিকায় দেখা যায়, জিহাদী বই উদ্ধার। এর মানে কি? জিহাদী বই কি কোন নিষিদ্ধ বই? তাহ'লে সবার আগে তো কুরআন নিষিদ্ধ করতে হবে; কুরআনে শতাধিক জায়গায় জিহাদের কথা বলা হয়েছে। কোন খ্রিষ্টান কিংবা হিন্দু ধর্মাবলম্বীকে যদি নিজ ধর্মের কোন বইসহ পাওয়া যায়, তাকে কি গ্রেফতার করা হবে? মিডিয়া, সরকার, পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র এভাবে বিশ্বাসীদের উপর আঘাত হানছে। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক হওয়ার পরেও, শুধুমাত্র বিশ্বাসের কারণে, কোন সংগঠনকে বলা হচ্ছে জঙ্গী। তাহ'লে কী করা? 'আমি আল্লাহকে সব বলে দিব!'-এই হোক বিশ্বাসীদের শেষ আশ্রয়।

** রফীকুয্যামান রুমান*
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও কলাম লেখক।

কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী রচিত

সদ্য প্রকাশিত বই

বিশ্বব্যাপী একইদিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনকারীদের ভ্রান্তিবিলাস

প্রাপ্তিস্থান :

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী।ফোন : ০৭২১ ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০ ৮০০৯০০

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১২১) : ব্রেলভীদের আক্বীদা ও আমল কি? এদের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-তৈয়বুল আলম, সিলেট।

উত্তর : ১৮৮০ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলীতে ব্রেলভী মতবাদের জন্ম হয়। হানাফী মাযহাবের অনুসারী এবং ছূফীবাদে বিশ্বাসী আহমাদ রেযা খান *(১৮৫৬-১৯২১ খৃঃ)* এই মতবাদের উদ্ভাবক। ব্রিটিশ আমলে 'আশেকে রাসূল' নামে এই মতবাদটি সমধিক পরিচিত ছিল। এদের বর্তমান নেতা আন-নাওয়ারীর নামানুসারে এদেরকে জামা'আতে নাওয়ারীও বলা হয়। তারা হানাফী মাযহাবের অনুসারী হ'লেও তাদের বিশ্বাসের মূলে রয়েছে শী'আদের ভ্রান্ত আক্বীদা ও বিশ্বাস। যার মধ্যে তিনটি হ'ল প্রধান : (ক) প্রাচ্য দর্শন ভিত্তিক মাযহাব, যা দক্ষিণ এশীয় হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট থেকে এসেছে। (খ) খ্রিস্টানদের নিকট থেকে আগত মাযহাব, যা হুলূল (حلول) ও ইত্তেহাদ (اتحـــاد) দু'ভাগে বিভক্ত। হুলূল (حلول) অর্থ 'মানুষের দেহে আল্লাহ্র অনুপ্রবেশ'। হিন্দু মতে, নররূপে নারায়ণ। (গ) ইত্তেহাদ বা ওয়াহদাতুল উজূদ (وحدة الوجـــود) বলতে অদ্বৈতবাদী দর্শনকে বুঝায়। যা হুলূল-এর পরবর্তী পরিণতি হিসাবে রূপ লাভ করে। এর অর্থ হ'ল, আল্লাহ্র সত্তার মধ্যে বান্দার সত্তা বিলীন হয়ে যাওয়া (الفناء في الله)। তাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে অস্তিত্ববান সব কিছুই আল্লাহ্র অংশ। আল্লাহ পৃথক কোন সত্তার নাম নয় (নাঊযুবিল্লাহ)। নিম্নে এই ভ্রান্ত ফের্কাটির আক্বীদা সম্পর্কে আরও কিছু বর্ণিত হ'ল।-

(১) তাদের বিশ্বাস মতে, রাসূল (ছাঃ) এমন ক্ষমতার অধিকারী, যার মাধ্যমে তিনি সারা দুনিয়া পরিচালনা করে থাকেন। তাদের একজন বড় নেতা আমজাদ আলী ব্রেলভী বলেছেন, 'রাসূল (ছাঃ) হ'লেন আল্লাহ্র সরাসরি নায়েব (প্রতিনিধি)। সমস্ত বিশ্বজগৎ তাঁর পরিচালনার অধীন। তিনি যা খুশী করতে পারেন এবং যাকে খুশী দান করতে পারেন। যাকে খুশী নিঃস্বও করতে পারেন। তাঁর রাজত্বে হস্তক্ষেপ করা দুনিয়ার কারু পক্ষে সম্ভব নয়। যে তাঁকে অধিপতি হিসাবে মনে করে না, সে সুন্নাত অনুসরণের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে'। আহমাদ রেযা খান ভক্তির আতিশয্যে লিখেছেন, 'হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আমি আপনাকে আল্লাহ বলতে পারছি না। কিন্তু আল্লাহ ও আপনার মাঝে কোন পার্থক্যও করতে পারছি না' *(হাদায়েক বখশীশ, ২/১০৪)*।

(২) তাদের মতে, রাসূল (ছাঃ) গায়েবের খবর রাখেন। আহমাদ রেযা খান আরো বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনের ধারক, আমাদের সরদার এবং আমাদের মাওলা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে লাওহে মাহফূযের যাবতীয় কিছু দান করেছেন *(খালেছুল ই'তিক্বাদ, পৃঃ ৩৩)*।

(৩) তাদের মতে, বর্তমানে নবী করীম (ছাঃ) সৃষ্টির যাবতীয় কর্ম নিজে উপস্থিত থেকে দেখছেন। তিনি নূরের তৈরী এবং সর্বত্র হাযির (উপস্থিত) ও নাযির (দ্রষ্টা) *(আহমাদ ইয়ার খান, মাওয়াইযু নাঈমিয়াহ, পৃঃ ১৪)*।। আহমাদ ইয়ার খান আরো বলেন, তিনি তাঁর অবস্থানস্থল হ'তেই দুনিয়ার সবকিছু দেখেন নিজ হাতের তালু দেখার ন্যায়। তিনি নিকটের ও দূরের সব আওয়ায শুনেন। তিনি মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবী চক্কর দিতে পারেন, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করতে পারেন এবং আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেন *(জা-আল হাক্ব ১/১৬০)*।

(৪) তাদের মতে, রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে অলী-আওলিয়াও দুনিয়া পরিচালনার কাজে সম্পৃক্ত রয়েছেন। আহমাদ রেযা খান বলেন, হে গাওছ (আব্দুল কাদের জীলানী)! 'কুন' বলার ক্ষমতা লাভ করেছেন মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর প্রভুর কাছ থেকে, আর আপনি লাভ করেছেন মুহাম্মাদ (ছাঃ) থেকে। আপনার কাছ থেকে যা-ই প্রকাশিত হয়েছে, তা-ই দুনিয়া পরিচালনায় আপনার ক্ষমতা প্রমাণ করেছে। পর্দার আড়াল থেকে আপনিই আসল কারিগর'।

(৫) যেহেতু তাদের মতে রাসূল (ছাঃ) হাযির-নাযির, এজন্য প্রতি ফরয ছালাতের পর তাদের ইমাম ছাহেব সূরা আহযাবের ৫৬ নং আয়াতটি পাঠ করে 'ইয়া নবী সালামু আলাইকা' বলে কথিত দরূদ শুরু করেন এবং মুক্তাদীরা সমস্বরে তাতে যোগ দেন।

(৬) তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ যেহেতু একা, সেহেতু একাই তাঁর পক্ষে পুরো বিশ্বজগত পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ফলে তিনি তাঁর বিশ্ব পরিচালনার সুবিধার্থে আরশে মু'আল্লায় একটি পার্লামেন্ট কায়েম করেছেন। সেই পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যা মোট ৪৪১ জন। আল্লাহ তাদের স্ব স্ব কাজ বুঝিয়ে দিয়েছেন। তন্মধ্যে নাজীব ৩১৯ জন, নাক্বীব ৭০ জন, আবদাল ৪০ জন, আওতাদ ৭ জন, কুতুব ৫ জন এবং একজন হ'লেন গাওছুল আযম, যিনি মক্কায় থাকেন। উম্মতের মধ্যে আবদাল ৪০ জন আল্লাহ তা'আলার মধ্যস্থতায় পৃথিবীবাসীর বিপদাপদ দূরীভূত করে থাকেন। তারা অলীগণের দ্বারা সৃষ্টজীবের হায়াত, রুযী, বৃষ্টি, বৃক্ষ জন্মানো ও মুছীবত বিদূরণের কাজ সম্পাদন করেন।

(৭) মৃত ব্যক্তির জন্য কুলখানি, চল্লিশা ও বার্ষিক ঈছালে ছাওয়াবের অনুষ্ঠান ও উৎকৃষ্ট ভোজের ব্যবস্থা করা ছাড়াও কুরআন খতম করা, কবরের পার্শ্বে আযান দেওয়া, মৃতের কাফনের উপরে কালেমা তাইয়েবা লেখা, শায়খ আব্দুল কাদির জ্বীলানীর মৃত্যুদিবস উপলক্ষে ফাতিহা ইয়াযদাহম বা

এগারো শরীফের অনুষ্ঠান করা এবং অলীদের নামে পশু পালন ইত্যাদি শিরকী ও বিদ'আতী কাজকে তারা পরম ছওয়াবের কার্য মনে করে থাকে।

(৮) তাদের নিকট সবচেয়ে বড় ঈদ হ'ল 'ঈদে মীলাদুন্নবী'। এই দিন তারা মহা ধুমধামে জশনে জুলূসের আয়োজন করে এবং বিভিন্ন ভক্তিপূর্ণ গান ও আনন্দ-ফূর্তির আয়োজন করে থাকে। আর রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা কাহিনী বর্ণনার জন্য এদিন তারা তথাকথিত সীরাত মাহফিলের আয়োজন করে।

(৯) অলী-আওলিয়ার মাযারে কথিত 'ওরস শরীফ' পালন তাদের জন্য বিরাট আনন্দের উপলক্ষ। এ উপলক্ষে তারা বাৎসরিক মাহফিলের আয়োজন করে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়। এ দিনটিকে তারা পীরের নেক নযর লাভ ও অত্যন্ত ছওয়াব অর্জনের দিন বলে মনে করেন। যারা ছালাত-ছিয়াম আদায় করে না, তারা এদিনকে তাদের বাদ যাওয়া ছালাত ও ছিয়ামের জন্য কাফফারা আদায়ের দিবস বা মুক্তি লাভের দিবস হিসাবে মনে করে।

ব্রেলভী মতবাদ উপমহাদেশে পীর-মাযারী প্রথার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে শিরক ও বিদ'আতের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছে।

জেনে-শুনে এ ধরনের শিরকী আক্বীদাসম্পন্ন লোকের পিছনে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ফৎওয়া নং ৩০৯০, ২/৩৯৪-৩৯৬ পৃঃ)*।

(বিস্তারিত দ্রঃ আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর, আল-ব্রেলভিয়াহ : আক্বায়েদ ওয়া তারীখ; ড. মানে' আল-জূহানী, আল-মাওসূআহ আল-মুয়াসসারাহ ১/২৯৮-৩০৩ পৃঃ)।

প্রশ্ন (২/১২২) : সিলসিলা ছহীহাহ ও যঈফাহ গ্রন্থদ্বয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুস্তাফীযুর রহমান
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : গ্রন্থ দু'টি বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী *(১৯১৪-১৯৯৯ইং)* কর্তৃক সংকলিত ছহীহ ও যঈফ হাদীছের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন। সিলসিলা ছহীহার মধ্যে ৪০৩৫টি হাদীছ স্থান পেয়েছে। যা তিনি বিভিন্ন হাদীছগ্রন্থ হ'তে সংকলন করে সনদের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেছেন। এ গ্রন্থে ছহীহ, হাসান ও জাইয়িদ পর্যায়ের হাদীছসমূহ উল্লেখিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে একই বিষয়ে অন্যান্য হাদীছ উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে সিলসিলা যঈফার মধ্যে ৭১৬২টি হাদীছ স্থান পেয়েছে। যা উছূলে হাদীছের মানদণ্ডে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণের আলোচনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে যঈফ হওয়ার হুকুম প্রদান করেছেন। এতে যঈফ, মুনকার, বাতিল ও জাল হাদীছগুলো উল্লেখিত হয়েছে। তবে উভয় গ্রন্থে ফিক্বহুল হাদীছ বা হাদীছের তাৎপর্য সম্পর্কেও কিছু আলোচনা স্থান পেয়েছে।

প্রশ্ন (৩/১২৩) : জনৈক বক্তা বলেন, আব্দুল ক্বাদের জীলানী (রহঃ) ১৮ পারা কুরআন মায়ের গর্ভে থাকাকালীন সময় মুখস্থ করেছিলেন। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রফীকুল ইসলাম
সুজাপুর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।

উত্তর : বক্তব্যটি অমূলক ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের গর্ভ হ'তে বের করেছেন, এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না' *(নাহল ৭৮)*। উল্লেখ্য যে, আব্দুল ক্বাদের জিলানী (রহঃ)-এর নামে এ ধরনের অসংখ্য মিথ্যা কথা সমাজে চালু আছে, যা একশ্রেণীর বক্তা ও লেখকরা প্রচার করে থাকে। এগুলি থেকে সাবধান থাকা যরূরী।

প্রশ্ন (৪/১২৪) : মায়ের মৃত্যুর পর তার সম্পদ সন্তানদের মাঝে কিভাবে বণ্টন করতে হবে?

-আব্দুল আযীয, রাজনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : সম্পদ পিতার হৌক আর মাতার হৌক, তা পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের দ্বিগুণ পাবে *(নিসা ১১)*।

প্রশ্ন (৫/১২৫) : মুছাফাহা করার সময় কোন দো'আ পড়তে হয় কি?

-তরীকুল ইসলাম
পাথালিয়া, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : সালামের পরে মুছাফাহা করা সম্পর্কে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু দো'আ পড়া সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, দু'জন মুসলিম ব্যক্তি সাক্ষাতে মুছাফাহা করলে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের (ছগীরা) গোনাহ সমূহ ক্ষমা করা হয়' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৫২১২; মিশকাত হা/৪৬৭৯)*। মুছাফাহার সময় يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ অথবা نَحْمَدُ اللهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ পড়ার বিষয়ে মিশকাতে বর্ণিত হাদীছ যঈফ *(যঈফ আবুদাঊদ হা/৫২১১; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৩৪৪)*।

প্রশ্ন (৬/১২৬) : মসজিদে একাকী ছালাত আদায় করার সময় অন্য মুছল্লী তার সামনে দিয়ে কিভাবে অতিক্রম করবে?

-ফারহান ছাদীক
জীবনপুর, বগুড়া।

উত্তর : উক্ত অবস্থায় যরূরী প্রয়োজনে মুছল্লীর সিজদার স্থানের বাহির দিয়ে অতিক্রম করা যাবে *(বুখারী হা/৫০৯, মুসলিম হা/৫০৫)*। উক্ত হাদীছে بين يدي المصلي দ্বারা মুছল্লীর সিজদার স্থান পর্যন্ত বুঝানো হয়েছে *(ইবনু হাজার, ফৎহুলবারী ঐ হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ ফাতাওয়া ওছায়মীন, মাসআলা নং ৬২৪)*। মসজিদ ছাড়া অন্যত্র একাকী ছালাত আদায়কারী মুছল্লী সামনে সুতরা রেখে ছালাত আদায় করবেন *(আবুদাঊদ হা/৬৯৮; ছহীহুল জামে' হা/৬৪১)*। যদি সুতরা না রেখে ছালাত আদায় করেন, তবে তার সিজদার স্থান পর্যন্ত জায়গার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা যাবে না *(বুখারী হা/৫১০; মুসলিম হা/৫০৭; মিশকাত হা/৭৭৬)*।

প্রশ্ন (৭/১২৭) : সাদা দাড়ি রং করার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?

-অধ্যাপক আব্দুল লতীফ
নতুন বিলশিমলা, রাজশাহী।

উত্তর : সাদা দাড়ি বা চুল রং করা সুন্নাত। তবে কালো রং করা নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই ইহূদী, নাছারারা

(চুল-দাড়ি) রং করে না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত কর' *(বুখারী হা/৫৮৯৯; মুসলিম হা/২১০৩; মিশকাত হা/৪৪২৩)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'তোমরা সাদা চুলকে পরিবর্তন কর, তবে কালো রং থেকে বিরত থাক' *(মুসলিম হা/২১০২; মিশকাত হা/৪৪২৪)*। তিনি বলেন, শেষ যামানায় একদল লোক কালো রং দ্বারা খেযাব করবে। তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না *(আবুদাউদ হা/৪২১২)*। আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) কিছু আনছার ছাহাবীর সাদা দাড়ি দেখে বললেন, হে আনছারগণ! তোমরা তোমাদের সাদা চুলগুলো লাল অথবা হলুদ রং দ্বারা পরিবর্তন কর এবং আহলে কিতাবদের বিরোধিতা কর *(আহমাদ হা/২২৩৩৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২৪৫)*। উল্লিখিত হাদীছ সমুহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাদা চুলে যে কোন রং করা সুন্নাত। তবে কালো রং ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন (৮/১২৮) : অসুস্থ অমুসলিম ব্যক্তিকে সুস্থতার জন্য যমযমের পানি খাওয়ানো যাবে কি?

-আব্দুল বাছীর
শ্যামলী, ঢাকা।

উত্তর : মুসলিম হৌক আর অমুসলিম হৌক, অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতার জন্য যমযম পানি খাওয়ানো সহ যে কোন চিকিৎসা করাতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। ইসলাম ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের শিক্ষা প্রদান করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক প্রাণীর উপকার করাতে নেকী রয়েছে *(বুখারী হা/২৩৬৩, মুসলিম হা/৫৯৯৬)*। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, ছাহাবীদের একটি দলের সফর অবস্থায় কোন এক অমুসলিম গোত্রের নেতা বিচ্ছু দ্বারা দংশিত হ'লে তাকে সূরা ফাতিহা পড়ে ঝাড়-ফুঁক করানো হয় *(বুখারী হা/২২৭৬, মুসলিম হা/ ৫৮৬৩)*।

প্রশ্ন (৯/১২৯) : তওবার নিয়ম কি? এর জন্য কোন দো'আ আছে কি?

-আবু সুফিয়ান, সিলেট।

উত্তর : গোনাহ হ'তে মুক্তি লাভের আশায় কৃত পাপগুলো স্মরণ করে আল্লাহ্র নিকট একনিষ্ঠচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করবে *(তাহরীম ৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বান্দা কোন পাপ করে ফেললে যদি সুন্দরভাবে ওযূ করে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করে আল্লাহ্র নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহ'লে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন' *(আবূদাঊদ হা/১৫২৩)*। তবে তওবা কবুলের জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে- (১) একমাত্র আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই তওবা করতে হবে। (২) কৃত গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হ'তে হবে। (৩) পুনরায় সে গোনাহে জড়িত না হওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। উল্লেখ্য, যদি পাপটি বান্দার সাথে যুক্ত থাকে, তাহ'লে উপরের তিনটি শর্ত পূরণের সাথে চতুর্থ শর্ত হিসাবে তাকে বান্দার নিকটে ক্ষমা চাইতে হবে ও তাকে খুশী করতে হবে। নইলে তার তওবা শুদ্ধ হবে না' *(নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন, 'তওবা' অনুচ্ছেদ)*। তওবার জন্য বেশী বেশী পাঠ করতে হবে 'আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ুম ওয়া আতূবু ইলাইহে' *(আমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। আমি অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁর দিকে ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি) (তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৫৩)*।

প্রশ্ন (১০/১৩০) : আমরা অবস্থানস্থল থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে নিয়মিত অফিস করে থাকি। এক্ষণে আমরা অফিসে ক্বছর আদায় করতে পারব কি?

-আবু তাহের
রাস লাফফান, কাতার।

উত্তর : উক্ত অবস্থায় ছালাত ক্বছর করা যাবে *(ফাতাওয়া ওছায়মীন ১৫/২৪৬)*। আল্লাহ বলেন, 'সফর অবস্থায় ছালাতে 'ক্বছর' করলে তোমাদের জন্য কোন গোনাহ নেই' *(নিসা ৪/১০১)*। আর কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোথাও সফরের দূরত্ব নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি *(মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়াহ ২৪/১২-১৩)*। এছাড়া এ ব্যাপারে বিদ্বানগণ এক মাইল হ'তে ৪৮ মাইল পর্যন্ত বিশ প্রকার বক্তব্য পেশ করেছেন *(শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৪/১২২ পৃঃ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬৩; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'সফরের ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১১/১৩১) : মহিষ দ্বারা কুরবানী করা যাবে কি?

-মুনীরুদ্দীন, ব্রহ্মপুর, নাটোর।

উত্তর : সূরা হজ্জের ৩৪ ও ৩৬ নং আয়াতে البدن ও الأنعام শব্দদ্বয় উল্লিখিত হয়েছে, যা উট, গরু বা গরু জাতীয় পশুকে বুঝায়। আর মহিষ ও গরু যে একই জাতীয় পশু এ ব্যাপারে সকল বিদ্বান একমত। হাসান বাছরী বলেন, 'মহিষ গরুর স্থলাভিষিক্ত' *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/১০৮৪৮; মির'আত ৫/৮১ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*। অতএব মহিষ কুরবানী দেওয়াতে কোন দোষ নেই *(মাজমূ' ফাতাওয়া ওছায়মীন ২৫/৩৪, 'কুরবানী' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১২/১৩২) : খরগোশের গোশত খাওয়া জায়েয কি?

-আমজাদ, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : খরগোশের গোশত খাওয়া জায়েয। আনাস (রাঃ) বলেন, 'মাররূয যাহরান' নামক স্থানে আমরা একটি খরগোশ ধাওয়া করলাম। সাথের লোকজন অনেক চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। অবশেষে আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং আবু ত্বালহার নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি সেটিকে যবহ করলেন ও তার রান দু'টি কিংবা তার সামনের পা দু'টি নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্য হাদিয়া স্বরূপ পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তা গ্রহণ করলেন' *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৪১০৯)*।

প্রশ্ন (১৩/১৩৩) : মসজিদে দুই পিলারের মাঝে ছালাতের কাতার করা যাবে কি?

-মুহসিন, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : জামা'আতবদ্ধভাবে ছালাত আদায় করার সময় দুই পিলারের মাঝে কাতার করা যাবে না। এতে কাতারে বিচ্ছিন্নতা আসে। মু'আবিয়া বিন কুর্রা তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে আমাদেরকে দুই পিলারের মাঝে

কাতার করতে নিষেধ করা হ'ত এবং পিলার থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হ'ত *(ইবনু মাজাহ হা/১০০২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৫)*। তবে একাকী ছালাত আদায়ের সময় দুই পিলারের মাঝে দাঁড়ালে কোন সমস্যা নেই *(বুখারী হা/৫০৪)*।

প্রশ্ন (১৪/১৩৪) : হানাফী মাযহাবের মূল গ্রন্থ কি কি?

-কবীর, আরামবাগ, ঢাকা।

উত্তর : ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০হিঃ) কোন গ্রন্থ রচনা করে যাননি। যদি 'ফিক্বহে আকবর' ও 'মুসনাদে আবু হানীফা'-কে তাঁর কিতাব হিসাবে গণ্য করা হয়, তাহ'লে বলা হবে যে, প্রথমোক্ত ছোট পুস্তকটি ছিল আক্বায়েদের উপর লিখিত এবং শেষোক্তটি ছিল হাদীছের সংক্ষিপ্ত সংকলন *(আহলেহাদীছ আন্দোলন (থিসিস), পৃঃ ১৭১)*। পরবর্তীকালে যেসব ফিক্বহ ও উছূলে ফিক্বহ রচিত হয়েছে, সবই পরবর্তীগণের রচিত *(দিরাসাতুল লাবীব, পৃঃ ১৫৬)*। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) এগুলোকে ইমাম আবু হানীফার দিকে সম্বন্ধ করার বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করেছেন *(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৬০)*। এক্ষণে যেসব গ্রন্থসমূহকে হানাফী মাযহাবের মূল ফৎওয়া গ্রন্থ হিসাবে গণ্য করা হয়, সেগুলি হ'ল- (১) কুদূরী, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বাগদাদী *(মৃঃ ৪২৮ হিঃ)*। সংকলনকাল : ৫ম শতাব্দী হিঃ। (২) হেদায়াহ, বুরহানুদ্দীন মারগীনানী *(মৃঃ ৫৯৩ হিঃ)*। সংকলনকাল : ৬ষ্ঠ শতাব্দী হিঃ। (৩) কানযুদ দাক্বায়েক্ব, হাফেযুদ্দীন নাসাফী *(মৃঃ ৭১০ হিঃ)*। সংকলনকাল : ৮ম শতাব্দী হিঃ। (৪) শরহ বেকায়াহ, ওবায়দুল্লাহ বিন মাসঊদ *(মৃঃ ৭৪৫ হিঃ)*। সংকলনকাল : ৮ম শতাব্দী হিঃ। (৫) দুর্রে মুখতার, মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন *(মৃঃ ১০৭১ হিঃ)*। সংকলনকাল : ১১শ শতাব্দী হিঃ। (৬) ফাতাওয়া আলমগীরী, পাঁচশত আলেম। সংকলনকাল ১১১৮ হিঃ। (৭) মা লা বুদ্দা মিনহু, কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী *(মৃঃ ১২২৫ হিঃ)*। সংকলনকাল : ১৩শ শতাব্দী হিঃ। এগুলো উপমহাদেশে সর্বাধিক প্রচলিত।

এছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থ রয়েছে। যেমন : (৮) আলাউদ্দীন কাসানী *(মৃত্যু ৫৮৭ হিঃ)* কর্তৃক রচিত গ্রন্থ 'বাদায়ে'উস সানায়ে'। (৯) যাফর ইবনু আহমাদ ইবনু লতীফ উছমানী *(মৃঃ ১৩৯৪ হিঃ)* প্রণীত 'ই'লাউস সুনান'। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরে রচিত উক্ত কিতাব সমূহের সাথে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন (১৫/১৩৫) : বর্তমানে রাসূল (ছাঃ)-এর কবরটি সবুজ গম্বুজ দ্বারা সুশোভিত করে রাখা আছে। এটা কি শরী'আতসম্মত?

-মেহেদী আরিফ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : যেকোন কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা শরী'আত বিরোধী কাজ *(মুসলিম হা/২২৮৭ ও ২২৮৯)*। গম্বুজটি ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম নির্মাণ করেন মামলূক সুলতান কালাউন। অতঃপর ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হবার পর সুলতান আশরাফ কায়েতবায়ী পুনরায় একটি কালো পাথরের গম্বুজ নির্মাণ করেন। পরবর্তী শাসকদের আমলে তাতে সাদা এবং নীল রঙের প্রলেপ দেয়া হয়েছিল। ৯৪৬ হিজরীতে গম্বুজের উপর তুর্কী খেলাফতের প্রতীকবাহী চন্দ্রাকৃতি স্থাপন করেন মক্কার শাসক ওয়াছেল। অতঃপর ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সুলতান মাহমূদ খান গম্বুজের উপর সবুজ রঙের প্রলেপ দেন। তখন থেকে এটি 'কুব্বাতুল খাযরা' (সবুজ গম্বুজ) নামে পরিচিতি লাভ করে এবং তা আজও অক্ষত আছে। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের অনুসারী সংস্কারবাদীগণ মদীনার বাকী' কবরস্থানের সকল কবরের উপর থেকে গম্বুজ ভেঙ্গে ফেলে দেন। কিন্তু বৃহত্তর ফিৎনার আশংকায় এবং গম্বুজটির বিশ্বব্যাপী পরিচিতির কারণে এটি ভাঙ্গেননি *(শায়খ রশীদ রেযা, আল-ওয়াহহাবিয়্যূন ওয়াল হিজায পৃ. ৬৯-৭১)*। এর বিরুদ্ধে সঊদী ওলামায়ে কেরাম সোচ্চার হওয়া সত্ত্বেও কেবল ফিৎনার আশংকায় সরকার এটা রেখে দিয়েছেন *(মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ১/২৭০)*।

প্রশ্ন (১৬/১৩৬) : মাসজিদুল হারামের পার্শ্ববর্তী বাড়িগুলোতে হারামের ছালাতের জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মাসঊদ রানা
মক্কা, সঊদী আরব।

উত্তর : হারামের পার্শ্ববর্তী বাড়িতে বা দোকানে বা অনুরূপ স্থানে সকলে একত্রিত হয় না এবং কাতারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করাও সম্ভব হয় না। ফলে এভাবে ছালাত শুদ্ধ হবে না *(দ্রঃ ফাতাওয়া ওছায়মীন, ফৎওয়া নং ৪১১; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ফৎওয়া নং ১৭৫৯)*।

প্রশ্ন (১৭/১৩৭) : যেসব সূরার শেষ আয়াতে সিজদা দিতে হয় সেগুলি পাঠ করার পর কি প্রথমে সিজদায়ে তেলাওয়াত অতঃপর রুকূতে যেতে হবে?

-এবাদুল শেখ
ধুলিয়ান, পঃ বঙ্গ, ভারত।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) সিজদার আয়াত পাঠ করার সাথে সাথেই সিজদায় যেতেন *(বুখারী হা/১০৭৭)*। অতএব সিজদায়ে তেলাওয়াত আদায় করে দাঁড়ানোর পর কিছু তেলাওয়াত করে রুকূতে যেতে হবে। যেমন সূরা 'আলাক্ব শেষে সিজদা করার পর উঠে সূরা ক্বদর পাঠ করে রুকূতে যাওয়া। যাতে তেলাওয়াতের সিজদা ও পরবর্তী রুকূর মধ্যে কিছু পার্থক্য করা যায়।

প্রশ্ন (১৮/১৩৮) : ছালাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে শুরু করে ছালাত শেষে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত কি কি আদব রক্ষা করা মুছল্লীদের জন্য আবশ্যক?

-শহীদুর রহমান
সাবেক প্রিন্সিপ্যাল, মহিষখোচা ডিগ্রী কলেজ,
লালমণিরহাট।

উত্তর : মসজিদে প্রবেশ থেকে বের হওয়া পর্যন্ত যে সকল আদব রক্ষা করা যরূরী তা হ'ল, (১) রাক'আত ছুটে যাওয়ার অশংকা থাকলেও ধীরে-সুস্থে মসজিদে গমন করা *(বুখারী হা/৯০৮; মুসলিম হা/৬০২; মিশকাত হা/৬৮৬)*। (২) মসজিদে

যাওয়ার সময় স্বাভাবিকভাবে যাওয়া এবং উভয় হাতের আঙ্গুলগুলোকে পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ না করানো *(আবূদাঊদ হা/৫৬২)*। (৩) মসজিদে প্রবেশের সময় ও বের হওয়ার সময় দো'আ পাঠ করা *(মুসলিম হা/৭১৩, আবুদাঊদ হা/৪৬৫)*। (৪) ডান পা আগে দিয়ে প্রবেশ করা এবং বাম পা আগে দিয়ে বের হওয়া *(হাকেম হা/৭৯১, ছহীহাহ হা/২৪৭৮)*। (৫) কাঁচা পেয়াজ, রসুন বা যে কোন দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খেয়ে মসজিদে প্রবেশ না করা *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৪১৯৭)*। (৬) অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা, গল্প-গুজব, হৈচৈ থেকে বিরত থাকা। এমনকি উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পাঠ না করা *(তাবারাণী, ছহীহুল জামে' হা/৩৭১৪)*। (৭) যে কোন সময় মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাক'আত তাহিয়াতুল মসজিদ ছালাত আদায় করা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৪)*।

প্রশ্ন (১৯/১৩৯) : বৃষ্টির কারণে মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-সুলতান আহমাদ
মুরাদপুর, চট্টগ্রাম।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) মসজিদে নববীর বাইরে ৫০০ গজ পূর্বে 'বাত্বহান' সমতলভূমিতে খোলা ময়দানে ঈদের ছালাত আদায় করতেন *(ইবনু মাজাহ হা/১৩০৪; যাদুল মা'আদ ১/৪২৫ পৃঃ; মির'আত ৫/২২ পৃঃ)*। মসজিদে ঈদের ছালাত আদায়ের প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। বৃষ্টির কারণে একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত মসজিদে পড়িছিলেন মর্মের হাদীছটি যঈফ' *(মিশকাত হা/১৪৪৮, যঈফ আবুদাঊদ হা/২১৩; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/২৭০)*। তবে বৃষ্টি বা অন্য যেকোন বাধ্যগত কারণে মসজিদে পড়া যেতে পারে *(আলবানী, ছালাতুল ঈদায়েন ফিল মুছল্লা, পৃঃ ৩৫)*।

প্রশ্ন (২০/১৪০) : দাঁড়িয়ে খাওয়া ও পান করা সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কী?

-আব্দুল্লাহ আল-মামুন
ছোটবনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : যেকোন ধরনের পানাহার বসে করাই সুন্নাত *(মুসলিম হা/২০২৪, মিশকাত হা/৪২৬৬, ৬৭)*। তবে কোন কারণ বশতঃ কখনো দাঁড়িয়েও পানাহার করা যায় *(ইবনু মাজাহ হা/৩৩০১, মিশকাত হা/৪২৭৫)*।

প্রশ্ন (২১/১৪১) : অত্যাচারের শিকার এমন ব্যক্তি প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দিলে সে কেমন প্রতিদান লাভ করবে?

-নাজমুছ ছাক্বিব
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : (১) আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন *(মুসলিম হা/২৫৮৮; মিশকাত হা/১৮৮৯; ছহীহ তারগীব হা/৮১৪)*। (২) রাগ প্রয়োগ না করে ধৈর্যধারণ করলে ক্বিয়ামতের দিন তাকে পসন্দমত হূর গ্রহণের স্বাধীনতা প্রদান করা হবে *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৮৮, সনদ হাসান)* এবং (৩) মাযলূম যালেমের প্রতিবাদ না করে ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ তাকে ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেন *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫১০২, ছহীহাহ হা/২২৩১)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ক্রোধ দমন করাকে সর্বাধিক বীরত্ব হিসাবে উল্লেখ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১০৫)*।

প্রশ্ন (২২/১৪২) : মুসলিমের (মুসলিম হা/১৮২৭) একটি হাদীছে বলা হয়েছে, আল্লাহ্র উভয় হাতই ডান। অন্য হাদীছে (মুসলিম হা/২৭৮৮) তাঁর বাম হাতের কথা এসেছে। উভয় হাদীছের বৈপরিত্যের সমাধান কি?

-আব্দুল বারী, যশোর।

উত্তর : আল্লাহ্র হস্তদ্বয় মানুষের হাতের মত নয়। বরং তাঁর উভয় হাতই ডান, যা বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। মুসলিমের একটিমাত্র বর্ণনায় *(মুসলিম হা/২৭৮৮)* তাঁর বাম হাতের কথা এসেছে, যা অন্য বর্ণনায় 'বাম হাতে'র বদলে 'অন্য হাত' বলা হয়েছে *(আবুদাঊদ হা/৪৭৩২)*। এটি স্রেফ মানুষকে বুঝানোর জন্য। অতএব এর অর্থ হবে 'অন্য হাত' *(আলবানী, মাজাল্লা ইছালা, ৪র্থ সংখ্যা ৬৮ পৃঃ)*। এছাড়া বান্দার ক্ষেত্রে ডান হাতের চেয়ে বাম হাতের মর্যাদা কম। যা আল্লাহ্র ক্ষেত্রে শোভা পায় না *(মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ২৫/১২৬)*।

প্রশ্ন (২৩/১৪৩) : স্বামী স্ত্রী থেকে তিন মাসের অধিক দূরে থাকার পর তালাক প্রদান করলে স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে কি?

-আফযাল হোসাইন
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : করতে হবে। কারণ ইদ্দত তালাকের সাথে সম্পর্কিত, মিলনের সাথে নয়। অতএব উক্ত স্ত্রীর ইদ্দতকাল তালাক প্রদানের পর থেকে ধর্তব্য হবে *(বাক্বারাহ ২/২২৮)*। তবে বিবাহের পর মিলনের পূর্বে তালাক প্রদান করলে সেক্ষেত্রে এক তালাক বায়েন হিসাবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না *(আহযাব ৩৩/৪৯)*।

প্রশ্ন (২৪/১৪৪) : বড় ভাই হারিয়ে যাওয়ায় তার সন্তানদের নিরাপত্তার কথা ভেবে ছোট ভাই তার স্ত্রীকে বিবাহ করে। কিন্তু পরবর্তীতে বড় ভাই ফিরে এসেছে। এক্ষণে করণীয় কী?

-সেলিম রেযা
চৌমুহনী বাজার, রাজশাহী।

উত্তর : নিখোঁজ স্বামীর জন্য স্ত্রী চার বৎসর অপেক্ষা করার পর অন্যত্র বিবাহ করতে পারে *(বায়হাক্বী হা/১৫৩৪৫; মুহাল্লা ৯/৩১৬ পৃঃ)*। এক্ষণে যদি সময়ের পূর্বেই বিবাহ করে থাকে, তবে উক্ত স্ত্রী পূর্বের স্বামীর নিকটে ফিরে যাবে। আর যদি নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর বিবাহ করে থাকে, সেক্ষেত্রে তার এখতিয়ার রয়েছে। সে দ্বিতীয় স্বামীকে মোহর ফেরত দিয়ে 'খোলা' করে প্রথম স্বামীর নিকটে বিবাহের মাধ্যমে ফিরে আসবে *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১২৩২৫; বায়হাক্বী হা/১৫৩৪৭, ১৫৩৪৮)*।

প্রশ্ন (২৫/১৪৫) : স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের বিবাহ কি নতুনভাবে পড়াতে হবে?

-সোহাগ, যশোর।

উত্তর : নতুন করে বিবাহ পড়ানোর প্রয়োজন হবে না। রাসূল (ছাঃ)-এর মেয়ে যয়নাব (রাঃ) ইসলাম কবুল করে মদীনায়

হিজরতের তিন বছর পর তার স্বামী 'আছ বিন ওয়ায়েল মুসলমান হয়ে মদীনায় আসেন। রাসূল (ছাঃ) উভয়ের পূর্ব বিবাহ বহাল রাখেন। নতুনভাবে তাদের বিবাহ পড়াননি *(আবুদাঊদ হা/২২৪০, তিরমিযী হা/১১৪৩, ইরওয়া হা/১৯২১)*।

প্রশ্ন (২৬/১৪৬) : 'মুমিনের ক্বলবই আল্লাহ্র আরশ'। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-সোহেল, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত মর্মের বর্ণনাটি জাল *(ছাগানী, কিতাবুল মাওযূ'আত হা/৭০; আবুল ফযল মাকদেসী, তাযকিরাতুল মাওযূ'আত হা/৭০)*।

প্রশ্ন (২৭/১৪৭) : বিদ'আতী ইমামের পিছনে ঈদায়নের ছালাত আদায়ের সময় 'আমীন বলা' ও 'রাফউল ইয়াদায়নে'র ন্যায় অতিরিক্ত তাকবীর সমূহ একাকী আদায় করলে তাতে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-সুলতান আহমাদ
মুরাদপুর, চট্টগ্রাম।

উত্তর : একাকী পৃথকভাবে তাকবীর দেওয়া যাবে না। কেননা হাদীছে বর্ণিত ইমামের অনুসরণ দ্বারা তার ছালাতের তাকবীরসমূহ অনুসরণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একদা রাসূল (ছাঃ) ছালাতরত অবস্থায় ময়লা থাকার কারণে জুতা খুলে ফেললে ছাহাবায়ে কেরামও জুতা খুলে ফেলেন। পরবর্তীতে রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করে বললেন, ময়লা থাকার কারণে আমি খুলে ফেলেছি *(আহমাদ, ইবনু হিব্বান হা/২১৮৫)*। এছাড়া বসে ছালাত আদায়কারীর পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা জায়েয *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৪০)*। এ হাদীছগুলি প্রমাণ করে যে, ইমামের তাকবীর ব্যতীত অন্য কিছু অনুসরণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন (২৮/১৪৮) : সূরা তাকাছুর একবার পড়লে এক হাযার আয়াত পড়ার সমান ছওয়াব হয় এবং উক্ত সূরা পাঠকারীকে আল্লাহ্র রাজত্বে শুকরিয়া আদায়কারী হিসাবে গণ্য করা হয়। হাদীছটি কি ছহীহ?

-আফযাল, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : উক্ত বর্ণনার প্রথমাংশ বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমানে আর দ্বিতীয়াংশ দায়লামীর মুসনাদুল ফেরদাউসে বর্ণিত হয়েছে। উভয় বর্ণনাই যঈফ *(যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৮৯১; মিশকাত হা/২১৮৪; যঈফুল জামে' হা/৪০৩৮)*।

প্রশ্ন (২৯/১৪৯) : একই ইমাম একাধিক তারাবীহর জামা'আতে ইমামতি করতে পারেন কি?

-আকবর হোসাইন, যশোর।

উত্তর : ফরয ছালাতে এরূপ করার হাদীছ রয়েছে। যেমন মু'আয (রাঃ) করতেন *(বুখারী হা/৭০১)*। নফল ছালাতের ক্ষেত্রে এরূপ কোন দলীল পাওয়া যায় না। ইমাম অন্যত্র পুনরায় তারাবীহ পড়ালে তার রাক'আতের সংখ্যাসীমা থাকবে না। অতএব তারাবীহ্র ইমামতি পৃথক ব্যক্তি করবেন, যদিও সেটা স্রেফ সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাছ দিয়ে হয়। কেননা একই সূরা প্রতি রাক'আতে বার বার পড়ায় কোন বাধা নেই *(বুখারী হা/৫০১৫; আলোচনা দ্রঃ তাফসীরুল কুরআন সূরা ইখলাছ পৃঃ ৫৪৩)*।

প্রশ্ন (৩০/১৫০) : কাঁকড়া খাওয়া ও এর ব্যবসা করা যাবে কি?

-মাযহারুল ইসলাম, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তর : যাবে। সামুদ্রিক প্রাণী যা পানিতে থাকে, তা কাঁকড়া হোক বা অন্য প্রাণী হোক তা হালাল *(আল-মুকনে' ২৭/২৮২ মাসআলা নং ৪৬২৬)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণী হালাল' *(আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, হা/১)*।

প্রশ্ন (৩১/১৫১) : জনৈক আলেম বলেন, ছালাতে 'হুযূরে ক্বলব' না থাকলে ছালাত কবুল হবে না। আর এর অর্থ হ'ল, 'ছালাতের মাঝে পীরের ধ্যান করা'। উক্ত দাবী কি সঠিক?

-কাওছার, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : 'হুযূরে ক্বলব' ভাষাটি ছূফী নামধারী মা'রেফাতীদের তৈরী। এর অর্থ 'পীরের ধ্যান' বলে যে দাবী করা হয়েছে তা মূলতঃ শয়তানী কুমন্ত্রণা। কারণ 'হুযুরে ক্বলব'-এর অর্থ হ'ল- অন্তরের উপস্থিতি। উল্লেখ্য, ছালাতে খুশূ-খুযূ বা একাগ্রতা আবশ্যক *(মুমিনূন ১-২)*। তবে এর কিছু ঘাটতি থাকলে ছালাত বাতিল হবে না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৫)*। বরং ছালাত ত্রুটিপূর্ণ হবে এবং নেকীতে কম-বেশী হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুছল্লী ছালাত আদায় করে, কেউ পায় দশভাগ নেকী, কেউ নয়ভাগ, আটভাগ, সাতভাগ, ছয়ভাগ, পাঁচভাগ, চারভাগ, তিনভাগ আবার কেউ অর্ধেক নেকী পায়' *(আহমাদ হা/১৮৯১৪, ছহীহুল জামে' হা/১৬২৬)*।

প্রশ্ন (৩২/১৫২) : ক্বদরের রাত্রিগুলিতে ইবাদত করার নিয়ম কি? মহিলারা কি এ ইবাদতে অংশগ্রহণ করতে পারবে?

-ইসহাক
কাঁঠালপাড়া, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : (১) এশা ও ফজর ছালাতের মাঝে দীর্ঘ কিরাআত, দীর্ঘ রুকূ ও সিজদার মাধ্যমে বিতরসহ ১১ রাক'আত ছালাত আদায় করা *(বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮)*। (২) একই সূরা, তাসবীহ, দো'আ বারবার পড়ে ছালাত দীর্ঘ করা *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২০৫, সনদ হাসান; আবুদাঊদ হা/৮১৬; মিশকাত হা/৮৬২)*। (৩) ছালাতের মধ্যে কিরাআত দীর্ঘ করতে সক্ষম না হ'লে ছালাতের বাইরে তেলাওয়াত করা *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৯৬৩)*। (৪) একনিষ্ঠ চিত্তে দো'আ-দরূদ ও তওবা- ইস্তেগফার করা এবং বিশেষতঃ ক্বদরের রাতে ক্ষমা প্রার্থনার বিশেষ দো'আ *'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুউউভুন তোহেব্বুল 'আফ্ওয়া ফা'ফু 'আন্নী'* (হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর) *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১)* বেশী বেশী পাঠ করা। (৫) এছাড়া এ রাতগুলিকে অধিকহারে দান-ছাদাক্বা করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, তারাবীহ'র ৮ রাক'আত ছালাত জামা'আতে বা একাকী আদায় করা যায়। তবে জামা'আতে আদায় করাই

উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইমামের সাথে জামা'আতে কিয়ামকারী সারা রাত্রি ছালাত আদায়ের নেকী লাভ করে *(তিরমিযী হা/৮০৬, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৯৮)*। (৬) এ রাতে মসজিদে জামা'আতের সাতে ৮ রাক'আত তারাবীহ পড়া। অতঃপর খানাপিনা ও তাসবীহ-তেলাওয়াত শেষে ঘুমিয়ে যাওয়া। অতঃপর শেষ রাতে উঠে তাহিয়াতুল মসজিদ, তাহিয়াতুল ওযূ ইত্যাদি শেষে ৩ অথবা ৫ রাক'আত বিতর পড়া। তবে সময়ের অভাবে বিতর ব্যতীত অন্যগুলি বাদ দেওয়া যেতে পারে।

মহিলাদের মসজিদে ই'তিকাফ করায় কোন বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ মসজিদে ই'তিকাফে বসতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯৭)*। তাঁর জীবদ্দশাতেও অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তা কারণবশতঃ বাস্তবায়ন হয়নি *(বুখারী হা/২০৪১; মির'আত ৭/১৪৩-৪৪, হা/২১১৭ আলোচনা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৩৩/১৫৩) : নফল ছালাতের কি কোন সংখ্যা-সীমা আছে? না যত খুশী আদায় করা যায়?

-মুজীবুর রহমান
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তর : সকল আমলই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুমোদনের মুখাপেক্ষী। যা সুনির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট। তাই রাসূল (ছাঃ) যতটুকু আমল করেছেন, করতে বলেছেন বা সমর্থন করেছেন, তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। একদা তিন ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর ইবাদতকে কম মনে করে বিরতিহীন ছিয়াম, সারারাত্রি ছালাত এবং অবিবাহিত জীবন যাপন করতে চাইলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি ছিয়াম পালন করি আবার পরিত্যাগও করি, রাত জেগে ছালাত আদায় করি আবার নিদ্রাও যাই এবং বিয়েও করি। এটাই আমার সুন্নাত। অতএব যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত পরিত্যাগ করবে, সে আমার দলভুক্ত নয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫)*। তাঁর নির্দেশিত আমলের ক্ষেত্রে সামান্যতম কম-বেশী না করার ঘোষণা দেওয়ায় জনৈক বেদুঈনকে রাসূল (ছাঃ) জান্নাতী হিসাবে আখ্যায়িত করেন *(বুখারী হা/১৩৯৭; মুসলিম হা/১৪; মিশকাত হা/১৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যাতে আমার নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত *(মুসলিম হা/১৭১৮)*। অতএব হাদীছে যে নফল ইবাদত যেভাবে করতে বলা হয়েছে, সেভাবেই করতে হবে। বাড়তি করলে তা আল্লাহ্র কাছে কবুল হবে না।

প্রশ্ন (৩৪/১৫৪) : মসজিদে কবর দেয়া নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর মসজিদের ভিতরে হওয়ার কারণ কি?

-মেহেদী আরিফ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : প্রথমতঃ মসজিদে কবর দেয়া হয়নি। বরং তাঁকে মসজিদে নববীর পাশে অবস্থিত তাঁর বাসঘরে দাফন করা হয়েছে *(তিরমিযী হা/১০১৮)*। কেননা নবীগণ যেখানে মৃত্যুবরণ করেন সেখানেই কবরস্থ হন *(ইবনু মাজাহ হা/১৬২৮, ছহীহুল জামে' হা/৫৬৭০)*। ৯৪ হিজরীতে মসজিদ সম্প্রসারণের সময় কবরটি মসজিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এ সময় জীবিত ছাহাবী ও তাবেঈগণ এর বিরোধিতা করেন। তাছাড়া মসজিদ আর বাড়ীর জায়গা যেহেতু পৃথক, তাই কবর উঁচু বাউন্ডারির মাঝে থাকার কারণে কোন সমস্যা নেই। আর উক্ত কবর স্থানান্তরও করা যাবে না। কারণ নবী-রাসূলগণের বিষয়টি খাছ *(শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ্ ওছায়মীন, আল-কাওলুল মুফীদ 'আলা কিতাবিত তাওহীদ ১/৩৯৮; মাজমূ' ফাতাওয়া ২/১৮০-১৮১ ও ৯/৩২১)*।

প্রশ্ন (৩৫/১৫৫) : তারাবীহ্র ছালাতে কুরআন দেখে পড়া যাবে কি?

-দীদার বক্স
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : নফল ছালাতে কুরআন দেখে পড়া যায়। আয়েশা (রাঃ)-এর গোলাম যাকওয়ান রামাযান মাসে কুরআন দেখে আয়েশা (রাঃ)-এর ইমামতি করেছেন *(বুখারী, 'আযান' অধ্যায়, ৫৪ অনুচ্ছেদ; বায়হাক্বী হা/৩১৮৩; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৯৯)*। তবে ছালাতে কুরআন মুখস্থ পড়াই উত্তম। কেননা এতে ছালাতে খুশূ-খুযূ বিঘ্নিত হয় না।

প্রশ্ন (৩৬/১৫৬) : নখ লম্বা করে রাখার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?

-হাবীবুর রহমান, গাইবান্ধা।

উত্তর : নখ লম্বা রাখা যাবে না। নখ লম্বা রাখা নবীগণের সুন্নাতের বিরোধী। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, বৈশিষ্ট্যগত আমল হচ্ছে ৫টি (১) নাভির নীচের লোম পরিষ্কার করা (২) খাৎনা করা (৩) গোফ কেটে ফেলা (৪) বগলের লোম উঠিয়ে ফেলা (৫) নখ কাটা *(বুখারী হা/১২৫৭)*।

প্রশ্ন (৩৭/১৫৭) : বিবাহের খুৎবা ঈজাব-কবুলের পরে হবে না আগে হবে? সম্মতি নেওয়ার জন্য পিতা ও সাক্ষীদেরকে মেয়ের কাছে যাওয়া কি শরী'আতসম্মত?

-খায়রুল আনাম
পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : আগে খুৎবা হবে, পরে ঈজাব কবুল। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ছালাতের তাশাহহুদ যেভাবে শিখাতেন, হাজতের তাশাহহুদ সেভাবে শিখাতেন। তারপর তিনটি আয়াত পড়তেন। অতঃপর প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথা বলতেন *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৪৯)*। অত্র হাদীছের প্রয়োজনীয় বিষয় হ'ল ঈজাব কবুল। মেয়ের কাছে গিয়ে বিবাহ পড়ানোর পদ্ধতি সঠিক নয়। পিতা বা অভিভাবক আগেই সাবালিকা মেয়ের সম্মতি নিবেন *(বুখারী হা/৫১৩৬)*। নইলে বিবাহ সিদ্ধ হবে না *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩১২৭-২৮)*।

বিবাহের সুন্নাতী তরীকা হল, প্রথমে বিবাহের খুৎবা হবে। অতঃপর দু'জন সাক্ষীর সামনে মেয়ের পিতা বা অভিভাবক বলবেন, আমি আমার মেয়েকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম। আর ছেলে বলবে, আমি কবুল করলাম। এভাবে বিবাহ সম্পন্ন হবে। বিবাহের খুৎবা মেয়ের অভিভাবক নিজেও পড়তে পারেন। আগেই আলোচনার মাধ্যমে মোহরানা ঠিক করবে এবং তা নগদ পরিশোধ করবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা

তোমাদের স্ত্রীদের ফরয মোহরানা পরিশোধ কর' *(নিসা ৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, বিবাহের সবচেয়ে বড় শর্ত হ'ল মোহর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১৪৩)*। বাধ্যগত অবস্থায় মোহর কিছু বাকী রেখে বিবাহ করা জায়েয *(বু:মু: মিশকাত হা/৩২০২)*। তবে কিছু মোহর পরিশোধ করে বাকীটা মৃত্যু পর্যন্ত দেরী করার রেওয়াজ অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (৩৮/১৫৮): পেশাব-পায়খানা ও স্ত্রী সহবাস ব্যতীত বস্ত্রহীন হওয়া যাবে না মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-মশিউর রহমান
চককানু, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী হা/২৮০০; মিশকাত হা/৩১১৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০০৬)*। তবে পেশাব-পায়খানার বিষয়টি যরূরী। স্ত্রী মিলনের বিষয়টিও অনুরূপ। যা অন্য ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমার গোনাহ ঢেকে রাখ। তবে তোমার স্ত্রী ও তোমার দাসীর বিষয়টি এর অন্তর্ভুক্ত নয় *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৭০৭; ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/৩১১৭)*।

প্রশ্ন (৩৯/১৫৯) : সমাজে প্রচলন আছে, মানুষ মারা গেলে লাশ ঘরের বাইরে রাখা হয়। শরী'আতে এমন কোন বিধান আছে কি?

-হিরণ, নরসিংদী।

উত্তর : শরী'আতে এধরনের কোন বিধান নেই। এমন মনে করাটা কুসংস্কার।

প্রশ্ন (৪০/১৬০) : ঈদের ছালাতের পূর্বে গযল গাওয়া বা বক্তব্য দেওয়া যায় কি?

-সাখাওয়াত, ঢাকা।

উত্তর : ঈদের ছালাতের পূর্বে গযল গাওয়া বা বক্তব্য দেয়া যাবে না। কারণ এটা শরী'আতে নতুন কাজ, যা পরিত্যাজ্য *(মুসলিম হা/২০৮৬; মিশকাত হা/১৪০)*। ঈদের মাঠে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বপ্রথম ছালাত আদায় করতেন। তারপর ছাহাবীগণের মুখোমুখী হয়ে খুৎবা দিতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪২৬)*। ঈদের দিন সুন্নাত হ'ল, তাকবীর পাঠ করা। রাসূল (ছাঃ) উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর দিতে দিতে ঘর হ'তে ঈদগাহ অভিমুখে রওয়ানা দিতেন *(বায়হাক্বী, ইরওয়াউল গালীল হা/৬৫০, ৩/১২৩ পৃঃ)*। তাবেঈ বিদ্বান ইবনু শিহাব যুহরী বলেন, লোকেরা ঈদের দিন সকালে তাকবীর ধ্বনি করতে করতে ঈদগাহে আসত। অতঃপর ইমাম এলে তাকবীর বন্ধ করত। এ সময় ইমামের সাথে তারাও তাকবীর দিত *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ইরওয়া ৩/১২১ পৃঃ; দারাকুৎনী হা/১৬৯৬, ১৭০০)*।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ড. মুস্তাফিজুর রহমান-এর মৃত্যু

কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান গত ১৮ই জানুয়ারী শনিবার সকাল ৮.০৫ মিনিটে ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। *(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন)*। ৫ই জানুয়ারী উত্তরাস্থ নিজ বাসভবনে ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হ'লে তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উল্লেখ্য যে, তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর অত্যন্ত প্রিয় শিক্ষক ছিলেন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উপর তার কৃত ডক্টরেট থিসিসে তাঁর বাণী রয়েছে।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমাবেদনা জ্ঞাপন করছি- সম্পাদক]

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬
বেলীফুল
অভিজাত মিষ্টি বিপনী
আল-হাসিব প্লাজা গণকপাড়া, রাজশাহী-৬৩০০
গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা রাজশাহী-৬১০০ ফোন-৮১২১৬৫
ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড, গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

সাহারা ও ইফতার সহ পাচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচা (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৩৪ ॥ খৃষ্টাব্দ ২০১৩ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪১৯

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বাংলা মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহরের সময় শুরু	আছরের সময় শুরু	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশার সময় শুরু
০১ জানুঃ'১৪	২৮ ছফর	১৮ পৌষ	বুধবার	৫ ঃ ১৭	৬ ঃ ৪২	১২ ঃ ০৫	৩ ঃ ০৩	৫ ঃ ২৩	৬ ঃ ৪৬
০৫ ,,	০৩ রবীঃ আউঃ	২২ ,,	রবিবার	৫ ঃ ১৮	৬ ঃ ৪২	১২ ঃ ০৭	৩ ঃ ০৫	৫ ঃ ২৫	৬ ঃ ৪৯
১০ ,,	০৮ ,,	২৭ ,,	শুক্রবার	৫ ঃ ১৮	৬ ঃ ৪৩	১২ ঃ ০৮	৩ ঃ ০৭	৫ ঃ ২৯	৬ ঃ ৫২
১৫ ,,	১৩ ,,	০২ মাঘ	বুধবার	৫ ঃ ১৮	৬ ঃ ৪৪	১২ ঃ ১০	৩ ঃ ০৯	৫ ঃ ৩৩	৬ ঃ ৫৪
২০ ,,	১৮ ,,	০৭ ,,	সোমবার	৫ ঃ ১৯	৬ ঃ ৪৩	১২ ঃ ১১	৩ ঃ ১১	৫ ঃ ৩৬	৬ ঃ ৫৮
২৫ ,,	২৩ ,,	১২ ,,	শনিবার	৫ ঃ ১৮	৬ ঃ ৪২	১২ ঃ ১২	৩ ঃ ১৩	৫ ঃ ৪০	৭ ঃ ০২
০১ ফেব্রুয়ারী	২৭ রবীঃ আউঃ	১৭ মাঘ	শনিবার	৫ ঃ ১৬	৬ ঃ ৪০	১২ ঃ ১৫	৩ ঃ ১৪	৫ ঃ ৪৫	৭ ঃ ০৭
০৫ ,,	০১ রবীঃ আখের	২১ ,,	বুধবার	৫ ঃ ১৪	৬ ঃ ৩৮	১২ ঃ ১৫	৩ ঃ ১৫	৫ ঃ ৪৭	৭ ঃ ১০
১০ ,,	০৬ ,,	২৬ ,,	সোমবার	৫ ঃ ১২	৬ ঃ ৩৫	১২ ঃ ১৫	৩ ঃ ১৫	৫ ঃ ৫১	৭ ঃ ১৩
১৫ ,,	১১ ,,	০১ ফাল্গুন	শনিবার	৫ ঃ ০৯	৬ ঃ ৩২	১২ ঃ ১৫	৩ ঃ ১৬	৫ ঃ ৫৪	৭ ঃ ১৫
২০ ,,	১৬ ,,	০৬ ,,	বৃহস্পতিবার	৫ ঃ ০৬	৬ ঃ ২৯	১২ ঃ ১৪	৩ ঃ ১৬	৫ ঃ ৫৭	৭ ঃ ১৯
২৫ ,,	২১ ,,	১১ ,,	মঙ্গলবার	৫ ঃ ০২	৬ ঃ ২৫	১২ ঃ ১৪	৩ ঃ ১৭	৫ ঃ ৫৯	৭ ঃ ২২